# প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

# প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

## ১. পটভূমি

বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক ও সুন্দর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যয়কে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। সচিবালয় থেকে ১৯৭২ সালে এ মন্ত্রণালয়টি হাইকোর্ট ভবনে এবং ১৯৯৩ সালে শের-ই-বাংলা নগরের গণভবন কমপ্লেক্সে বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৪টি দপ্তর/সংস্থা নিয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে ২৫টি দপ্তর/সংস্থা নিয়ে এ মন্ত্রণালয় পরিচালিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পূর্বের ২২৪ টি পদ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে মোট পদসংখ্যা হয়েছে ২৩২ টি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সময়োপযোগী কর্ম-উদ্যোগ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সামরিক অসামরিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম, সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে। জাতীয় উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ একটি চলমান এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জাতীয় সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত এবং কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিকে জাতীয় অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনা করে তা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং একটি সুস্থিত, সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার স্বার্থে প্রতিরক্ষা  মন্ত্রণালয় স্বীয় ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

## ২. ভিশন, মিশন  ও কৌশলগত উদ্দেশ্য

### ভিশন

পরিবর্তনশীল  বিশ্বেও সঙ্গে সহাবস্থান রক্ষা
ও
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা

### মিশন

সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সহায়ক অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা

### কৌশলগত উদ্দেশ্য

- ❖ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা;
- ❖ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীতে সক্ষম ও উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা। আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা  ও কারিগরি কুশলতায় সমৃদ্ধ এ মানবসম্পদকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা;
- ❖ অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ এবং
- ❖ একটি উন্নততর, সুখী ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রশংসনীয় অবদান রাখা।

৩. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996- এর Schedule I এবং Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions (Revised up to April-2017) অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা।

২। জাতীয় জরুরি অবস্থা/যুদ্ধ ঘোষণাকালীন প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস পরিকল্পনা, সমন্বয় ও মোতায়েন করা ব্যতীত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সার্ভিসের ও বাংলাদেশের যে কোন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত বা পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে নিয়োজিত থাকাকালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের কার্যাবলি সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পূর্তকাজ।

৪। সাইফার দলিলপত্র প্রস্তুত।

৫। যুদ্ধরতদের জন্য যথাসম্ভব প্রযোজ্য করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং জেনেভা কনভেনশনস।

৬। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাহিনীর জন্য বীরত্ব পুরস্কার ও ভূষণ।

৭। সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট।

৮। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ।

৯। সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের দন্ড মওকুফ, স্থগিত ও অবকাশ ইত্যাদি।

১০। জাতীয় সার্ভিস এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)।

১১। ক্যাডেট কলেজ সংক্রান্ত বিষয়াবলি।

১২। মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো) সংক্রান্ত বিষয়াবলি।

১৩। প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে বেসামরিক সার্ভিসের ব্যয় নির্বাহ।

১৪। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং নৌচালন চার্ট তৈরী (বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং অভ্যন্তরীণ নৌচালন চার্ট তৈরী ব্যতীত)।

১৫। বাংলাদেশ জরিপ।

১৬। সশস্ত্র বাহিনীর বাজেট, আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ বিষয়াবলি।

১৭। আর্থিক বিষয়সহ সাচিবিক প্রশাসন।

১৮। মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর এবং সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ।

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয় সম্পর্কীয় অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতার বিষয়াবলি।

২০। মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত সকল আইন ও বিষয়াবলি।

২১। মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়ে তদন্ত এবং পরিসংখ্যান।

২২। আদালত কর্তৃক গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত ফি।

৪. সাংগঠনিক কাঠামো

- ❖ Rules of Business, 1996 অনুযায়ী সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান

| ক্রমিক | গ্রেড | সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদ |
|---|---|---|
| ১ | ৯ম-তদূর্ধ্ব | ৫৭ |
| ২ | ১০ম | ৫৫ |
| ৩ | ১১তম-১৬তম | ৪৯ |
| ৪ | ১৭তম-২০তম | ৬৮ |
| | সর্বমোট | ২২৯ |

## ৫. আওতাধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহ

০১. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
০২. বাংলাদেশ নৌবাহিনী
০৩. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
০৪. প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
০৫. প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর
০৬. সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
০৭. ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
০৮. সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ
০৯. আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ
১০. মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
১১. ক্যাডেট কলেজ
১২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর
১৩. বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
১৪. বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান
১৫. বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
১৬. সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর
১৭. ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট
১৮. মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস
১৯. প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
২০. আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর
২১. গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর
২২. মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি
২৩. বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা
২৪. আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ
২৫. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

## ৬. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন ২৫টি দপ্তর-সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট নিম্নরূপ:

**(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)**

| ক্রমিক | বিবরণ | বাজেট ২০২২-২৩ | সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩ | প্রকৃত ব্যয় | শতকরা হার (সংশোধিত বাজেট সাপেক্ষে) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোট পরিচালন: | ৩৮৪৭৫,২৮,২৫ | ৩৪৮১১,৯৭,১৮ | ৩১২৮৩,২৯,৯৯ | ৮৯.৮০ |
| ২ | মোট উন্নয়ন | ১৮৮৫,০০,০০ | ১৮৩৭,৯১,০০ | ১৪১৪,৫৪,৪৯ | ৭৬.৯৬ |
| **সর্বমোট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়:** | | **৪০৩৬০,২৮,২৫** | **৩৬৬৪৯,৮৮,১৮** | **৩২৬৯৭,৮৪,৪৮** | **৮৯.২২** |

## ৭. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

### ৭.১.০ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

জনগণের জীবনমান উন্নয়নেবর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নেনিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশহিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতেআগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নতকরণ, নির্ভুল পূর্বাভাস প্রদানের লক্ষ্যে আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ, জরিপ ও মানচিত্র সংক্রান্তকাজ সহজকরণ ও আধুনিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এডিপিভুক্ত ২৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল যার মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭টি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ০২টি, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ৩টি, এনডিসি'র ১টি সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ১টি, ডিএসসিএসসি ১টি, ডিজিএফআই ১টি, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) ১টি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ২টি এবং বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (এসওবি)-এর ৪টি প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩অর্থবছরে মোট ১৮৩৭৯১.০০ লক্ষ (জিওবি: ১৬৬২৭৭.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১৭৫১৪.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় হয়েছে ১৪০৬০৪.৯৯লক্ষ (জিওবি: ১২৫৭৭৬.৫৪ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১৪৮২৮.৪৫ লক্ষ) টাকা। উক্ত ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে জুন ২০২৩ এ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে|

### ৭.২.০ বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ:

৭.২.১ শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত): সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকুলবর্তী বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া প্রদানসহ দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার মধ্যবর্তী পায়রা নদীর তীরবর্তী লেবুখালী এলাকায় সেনাবাহিনীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পদাতিক ডিভিশন স্থাপন করার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরপত্তা এবং বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সেনানিবাসসহ প্রশিক্ষত সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ীপ্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২০৩০০৯.৬৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরেরআরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল৪৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা, এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৪১২১.৫১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি১৯০৫৩৫.৮০ লক্ষ টাকা (যা বরাদ্দের৯৩.৮৬%) এবংবাস্তবঅগ্রগতি ৯৪.০০%।

বি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার

এসএম ব্যারাক কমপ্লেক্স

ওআরএস কোয়ার্টার

৭.২.২ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত): প্রকল্পটি মোট ১৩২৩১৫.৮৫ লক্ষ টাকা(সম্পূর্ণ জিওবি)প্রাক্কলিত ব্যয়েজুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২৪মেয়াদেবাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ সেপ্টম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলন করেন। ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এবং প্রকল্প শেষে সেতু ও সেতু এলাকার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা এলাকায় অবস্থান করবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরডিপিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ১৬৯৩৬.০০ লক্ষ টাকাবরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬৩৪৫.৩৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯১.৩৮% (১২০৯১১.৩৯ লক্ষ টাকা) ও ৯১.০০%।

ব্রিগেড সদর দপ্তর

সি/ডি/ই টাইপ অফিসার্স বাসস্থান

ওআর'স কোয়ার্টার

৭.২.৩ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ণ প্রকল্প:বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মিলিটারি ফার্মসমূহ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এ ফার্মসমূহের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। বিদেশ থেকে গুড়াদুধ আমদানী কমানো এবং সশস্ত্রবাহিনীতে দুধেরচাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ণ' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ২৬৩৮৩.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ২৬৯৬.০০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২২৫৬.৭৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮.৫৫% (২২৫৬.৭৮ লক্ষ টাকা) ও ১০.০০%।

মর্ডাণ গাভির সেড

চলমান নির্মাণ কাজ

৭.২.৪ ঢাকা সেনানিবাসে এমইএস (মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস) এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প: মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) একটি প্রাচীন ও স্বনামধন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসহ দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এমইএস এ কর্মরত/কর্মচারীদের অফিস, বাসস্থান ও অবকাঠামোর স্বল্পতা পূরণের লক্ষ্যে সেনাসদ, ই-ইন-সি'র শাখা,পূর্ত পরিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য 'ঢাকা সেনানিবাসে এমইএস (মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস) এর ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৮ জুন ২০২২ তারিখে একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ৯৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৫.৮৯% (২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা) ও ২৬.০০%।

আবাসিক ভবনের ফাউন্ডেশন

অফিস ভবনের ফাউন্ডেশন

৭.২.৫ বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনিষ্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত): বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনী। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন বিমান বাহিনীর জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ারম্যানদের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর এয়ার উইং এর সদস্যদের পেশাগত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্যপ্রকল্পটি গ্রহণ করা। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৩৫৯৭১.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ১৯৮৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৫৮৮.২৩ লক্ষ টাকা।প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে৬৭.৫১% (২৪২৮২.৫০ লক্ষ টাকা) ও ৬৮.০০%।

নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন

নির্মাণাধীন স্টুডেন্ট ডরমেটরি ভবন-২

৭.২.৬ তেজগাঁও বাবিবা বাশারস্থ 'কমান্ডার এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'কে বাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর প্রকল্প:বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের অধিকতর দক্ষ, যোগ্য ও পেশাদার কমান্ডার হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুনিয়র কমান্ড এন্ড স্টাফ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাসহ দেশী/বিদেশী অন্যান্য বাহিনীর কর্মকর্তাদের দক্ষ মানবসম্পদ, পেশাদার ও যুগোপযোগী কমান্ডার হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে সিএসটিআই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর 'তেজগাঁওস্থ বাবিবা ঘাঁটি বাশারস্থ 'কমান্ডার এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'কে বাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর' শীর্ষক প্রকল্পটি০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ৪৫৮৫.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৪৯.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১৮.৫৩% (৮৪৯.৫০ লক্ষ টাকা) ও ১৯.০০%।

বর্তমান পাইলিং এর কাজ চলছে

৭.২.৭ বা বি বা ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এলাকায় এডিসিসি নর্থ স্থাপন প্রকল্প: দেশের আকাশসীমা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর এয়ার ডিফেন্স প্রণয়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী টাঙ্গাইলের সখিপুরে অবস্থিত পাহাড়কাঞ্চনপুর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটির ভিতরে এয়ার ডিফেন্স কন্ট্রোল সেন্টার (এডিসিসি) নর্থ নির্মাণের লক্ষ্যে 'বাবিবা ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এলাকায় এডিসিসি নর্থ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ৪৮৬৯.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৪৯.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১৭.৪৫% (৮৪৯.৫০ লক্ষ টাকা) ও ১৮.০০%।

৭.২.৮বানৌজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প: পায়রা বন্দরে আগত বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের নিরাপত্তা ও ফিশিং ট্রলার ও বোট এবং ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত অন্যান্য মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে 'বানৌজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডকইয়ার্ড, এভিয়েশন এবং সাবমেরিন বার্থিং সুবিধাদি, এমুনেশন ডিপো, টরপেডো ও মাইন সার্ভিসিং সেন্টারসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১২৭৮২৩.১৩ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দছিল ৩৫০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৯৮২২.৩৮ লক্ষ টাকা।প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৭০.১১% (৮৯৬২২.০০ লক্ষ টাকা) ও ৭১.০০%।

বেলম্যান হ্যাঙ্গার এরিয়া

কমর‌্যাব অফিস

বি টাইপ বিল্ডিং

৭.২.৯ মোংলা কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের জন্য মোংলা সমুদ্র বন্দর অতি গুরুত্বপূর্ণ। মোংলা নৌ অঞ্চলের সামর্থ্য বৃদ্ধিকল্পে ব্লু ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মোংলা বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ও কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌবাহিনী কর্তৃক'মোংলা কমান্ডর ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৬৯৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৮৪১৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৫৮০২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮.২৯% (৫৮০২.০০ লক্ষ টাকা) ও ৯.০০%।

হেডকোয়ার্টার এর চলমান কাজ

নির্মাণাধীন এমইএস অফিস ভবন

অফিসাস আবাসিক ভবন

৭.২.১০ <u>পোস্তগোলা ও কাদিরাবাদ সেনানিবাসে ০২ (দুই)টি বিদ্যালয় ভবন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে সিইও'র অফিস ও এমইও অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প</u>: কাদিরাবাদ সেনানিবাসে কর্মরত অফিসার, জেসিও, আরটি, সৈনিক ও অন্যান্য বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থিত চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-এর অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল, পোস্তগোলা সেনানিবাস, ঢাকা-এর নতুন ০৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কাদিরাবাদ সেনানিবাসের মাহমুদুল হাসান স্যাপার প্রাইমারী স্কুলের জন্য নতুন ০৪ তলা ভবন নির্মাণ, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়ের নতুন ভবন (০৪ তলা), সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তরে ০২টি ০৫ তলা স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ এবং অফিস সংলগ্ন পুকুর সংস্কারসহ নিরাপত্তা বাতি স্থাপন করা হবে। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটিরপ্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২৪২১.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপির মোট বরাদ্দ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১১১০.৫৫ লক্ষ টাকা।প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৫২.৯৮% (১২৮২.৬৪ লক্ষ টাকা) ও ৭১.০০%।

রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এর একাডেমি ভবন

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম সেনানিবাস

সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, স্টাফ কোয়ার্টার, চট্টগ্রাম সেনানিবাস

৭.২.১১ <u>মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি'র জন্য অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ প্রকল্প</u>: মিরপুর সেনানিবাসে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর দেশি এবং বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ নিতে আসা সামরিক কর্মকর্তাদের মানসম্মত আবাসন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত অবকাঠামো তৈরি করা এবং দেশি বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানের সংকুলান করার লক্ষ্যে 'মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি'র জন্য অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ১৫৮৬০.৬২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৭৯৯৭.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬৭৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮২.৮৯% ( ১৩১৪৭.৪৫ লক্ষ টাকা) ও ৮৩.০০%।

অফিসার্স মেস ও বিওকিউ

অফিসার্স মেস ও বিওকিউ

অফিসার্স মেস ও বিওকিউ

৭.২.১২ ডিজিএফআই-এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ এবং কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প: বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা সুনিবিড়ভাবে নিশ্চিতকল্পে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য 'ডিজিএফআই-এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ এবং কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি)' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৫২১৭৫.৭৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ২৫৯০৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৩৯০.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি৪৪.৩৫% (৬৭৪৯০.৭০লক্ষ টাকা) ও ৫৪.০০%।

নির্মাণাধীন বহুতল ভবন নির্মাণ

৭.২.১৩ ইলেকট্রনিক্স ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (e-DP)সিস্টেম নির্মাণ প্রকল্প: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বর্তমান সরকার সরকারী ক্রয় কার্যক্রমের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-জিপি সফলভাবে চলমান রয়েছে। সরকারি উদ্যোগসমূহের সাথে সমন্বয় রেখে সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রুপান্তর করার উদ্দেশ্যে 'ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) সিস্টেম' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ২৩৬৬.৯২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মার্চ ২০২১ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।গত ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২৪২৮.৬১ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮২৯.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৫৫.৮১% (১৩৫৫.৩৭ লক্ষ টাকা) ও ৬০.০০%।

ই-ডিপিভবন

সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম

ডাটা এন্ট্রি

৭.২.১৪ <u>'ঢাকা ও রংপুর আবহাওয়া রাডারের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প</u>:বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি সর্বমোট ২৬০৮০.০০ লক্ষ (জিওবি ৬৫২৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯৫৫৭.০০ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর ও রংপুরে রাডার টাওয়ার নির্মাণসহ রাডার যন্ত্রপাতি স্থাপন ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হবে। এ প্রেক্ষিতে জয়দেবপুর ও রংপুরে প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ (সীমানা প্রাচীর, ইন্সপেকশন বাংলো, গার্ড রুম, মাস্টার ড্রেন, কম্পাউন্ড রোড, ভবনসহ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন ইত্যাদি), রাডার ক্যালিব্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং VSAT Link স্থাপন ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৮৭৯৬.০০ লক্ষ (জিওবি ২৩৯০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৪০৬.০০ লক্ষ) টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৪৭৬.৫৬ লক্ষ (জিওবি: ২০৭০.৫৬ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৬৪০৬.০০ লক্ষ)টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪৯.৮৯% (১৩০১১.০১ লক্ষ টাকা) ও ৬০.০০%।

জয়দেবপুর (গাজীপুর) রাডার টাওয়ার নির্মাণ

রাডার যন্ত্রপাতি স্থাপন

৭.২.১৫ <u>'বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা প্রকল্পের আওতায় আবহওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সর্তকবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট-এ) (২য় সংশোধিত)' প্রকল্প</u>: আলোচ্য প্রকল্পটি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় মোট ২৪৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৮২৯.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য ২১৭৫৮.০০) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে আরও সমন্বিত সেবা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে: অত্যাধুনিক ও স্পর্শকাতর আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা, উপজেলা পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (Automatic Weather Station-AWS) স্থাপনের মাধ্যমে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, আবহাওয়া পূর্বাভাস পদ্ধতি ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ, GTS (Global Telecommunication Services) Link-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আবহাওয়া উপাত্তের ব্যবহার ও মনিটরিং করে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের ফলে সংঘটিত জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার ফলে জনগণের জীবন সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ, জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা নিরূপন ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের বিষয়ে জরিপ পরিচালনা এবং এর ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন করা, জলবায়ু সংক্রান্ত সেবা প্রদানে ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা, আবহাওয়া সদর দপ্তরসহ চট্টগ্রাম,খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট বিভাগে ৬টি জলবায়ু কেন্দ্র স্থাপন ও শক্তিশালীকরণসহ সমগ্র আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারগুলোকে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৬৭৪০.০০ লক্ষ (জিওবি: ১২৬৩.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য:৫৪৭৭.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। এ বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৬০১৬.৭৭ লক্ষ (জিওবি: ৭০৭.১৮ ও প্রকল্প সাহায্য: ৫৩০৯.৫৯ লক্ষ) টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৭৬.০১% (১৮৬৮৮.২৪ লক্ষ টাকা) ও ৮৮.০০%।

হাইড্রোজেন গ্যাস জেনারেটর ক্যালিবারেশন ল্যাবরেটরী

**৭.২.১৬ জিএনএসএস করস-এর নেটওয়ার্ক পরিধি সম্প্রসারণ এবং টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:** সমগ্রবাংলাদেশকেGNSS CORS Network-এর আওতায় আনার মাধ্যমে অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সকল ধরনের জরিপ কাজের সহায়তার নিমিত্ত সমগ্র বাংলাদেশকে অত্যন্ত সঠিক আরটিকে (RTK) এবং পোস্ট প্রসেসিং জিএনএসএস (GNSS) সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জাইকার অর্থায়নে 'জিএনএসএস করস-এর নেটওয়ার্ক পরিধি সম্প্রসারণ এবং টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১১৭০৫.০০ লক্ষ (জিওবি: ২০০৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ৯৬৯৯.০০ লক্ষ)টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৪২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪১৮৩.৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে৩৮.৩৫% (৪৪৮৮.৫০ লক্ষ টাকা) ও ৪০.০০%।

স্থাপিত জিএনএসএস করস্ ষ্টেশন রিসিভার, রাউটার, ব্যাটারী

৭.২.১৭ <u>Establishment of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) for Bangladesh(১ম সংশোধিত) প্রকল্প</u>:বাংলাদেশেরজাতীয় ভৌগোলিক তথ্য-উপাত্ত (NSDI)অবকাঠামো-এর গুরুত্ব উপলদ্ধি করে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জাইকার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "Establishment of National Spatial Data Infrastructure (NSDI) for Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটিমোট ১৮৯৬.৫০ লক্ষ (জিওবি: ৮১৮.৫০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য: ১০৭৮.০০ লক্ষ)টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্তমেয়াদেবাস্তবায়নাধীন রয়েছে।২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২১৩.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে১৬.৫৬% (৩১৪.০০ লক্ষ টাকা) ও ৪০.০০%।

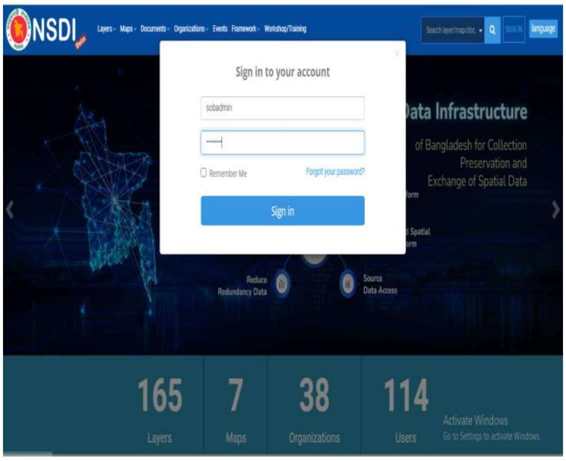


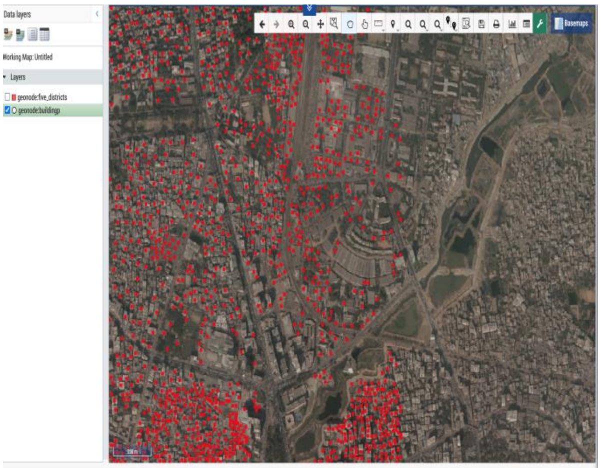

এনএসডিআই পোর্টাল (ইউজার অথেনটিকেশন) এনএসডিআই পোর্টাল (অর্থফটো বেইজম্যাপ)

**৭.২.১৮ বাংলাদেশের উপজেলাসমূহের ডিজিটাল মানচিত্র (টপোগ্রাফিক) প্রণয়ন প্রকল্প :** বাংলাদেশের ৪৯২টি উপজেলার টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের ভৌগলিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক জিআইএস ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ এবং বিভিন্ন স্কেলের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র(3D) প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশের উপজেলাসমূহের ডিজিটাল মানচিত্র (টপোগ্রাফিক) প্রণয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ২১৭৪.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ জিওবি)টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৬৪৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৮৪.৮২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে১৭.৭০% (৩৮৪.৮২ লক্ষ টাকা) ও ৩০.০০%।

মাঠ জরিপ কাজ পরিদর্শন

## ২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

৩.১ **চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে 'মুজিব ব্যাটারি' প্রথম আর্টিলারি ইউনিট হিসেবে আত্মপ্রকাশপূর্বক মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্বাধীনতা যুদ্ধে 'মুজিব ব্যাটারি'র ঐতিহাসিক অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য চট্টগ্রামের হালিশহরে অবস্থিত আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে একটি জাদুঘর স্থাপনসহ অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'মুজিব ব্যাটারি কমপ্লেক্স' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স স্থাপন করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় একাডেমিক ভবন, আবাসিক ভবন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৪৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল মোট ৩৪৮৩.০০ লক্ষ টাকা যার পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৪০% (২২৩০৮.১৪ লক্ষ টাকা) ও ১০০%।

বিওকিউ

ডাইনিং হল

এমওকিউ

৩.২ **বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:** দেশে বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজের অফিস, আবাসিক ভবন ও অন্যান্য ভবনসমূহের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্যাডেট কলেজসমূহের অফিস, আবাসিক ও অন্যান্য ভবনসমূহের ঘাটতি পূরণ হবে, যা ক্যাডেট কলেজসমূহের শিক্ষার পরিবেশ আরো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৪৭৮০৪.০২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল মোট ৫০১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এ বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৪৯৮৪.৮২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৯.৯৪% (৪৭৭৭৩.৩৪ লক্ষ টাকা) ও ১০০.০০%।

১ম শ্রেণির অফিসার বাসস্থান

ক্যাডেট হাউজ

২য় শ্রেণির অফিসার বাসস্থান

৩.৩ **মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি)এর বিদ্যমান সি/ডি টাইপ বাসস্থানের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প:** জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উচ্চতর দায়িত্বের জন্য উর্দ্ধতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের স্ট্রাটেজিক পর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) স্থাপন করা হয়। এনডিসিতে আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৮.৬৫% (১৬০৪.০০ লক্ষ টাকা) ও ১০০.০০%।

বিদ্যমানসি/ডিটাইপ বাসস্থানের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

৩.৪ **বঙ্গবন্ধু কম্পোজিট মিলিটারি ফার্ম স্থাপনকল্পে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প:** পদ্মা বহুমুখী সেতু এলাকায় বঙ্গবন্ধু কম্পেজিট মিলিটারি ফার্ম স্থাপনের পূর্বে এর সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নের এ প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৩.২০লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল মে ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২পর্যন্ত।২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৮৩.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২৭৯.২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৮.৬১% ও ১০০.০০%।

৩.৫ **আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকার বৃহৎ স্কেলের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র প্রণয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:** সার্ভে অব বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত আকাশ আলোকচিত্র ব্যবহার করে বৃহৎ স্কেলের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র (3Dমানচিত্র) ও ডিজিটাল এলিভেশন মডেল(DEM)প্রস্তুত করা হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ডিআইএস ডাটাবেইজ ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পরিকল্পিত বাসস্থান নির্মাণ, বস্তিবাসীর পুনর্বাসন, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যানজট নিরসন, হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ লাইন, ভূমি ব্যবহার, রাস্তা ও উড়ালসেতু নির্মাণ ইত্যাদি কাজে আধুনিকায়ন ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৯৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬৮.০১ লক্ষ্য টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৪.৬৬% ও ১০০.০০%।

অবহিতকরণ সেমিনার

৮. রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

**২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী**

**এবং**

**সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম**

১। **বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন পূর্তকর্মসমূহঃ**

**(ক) ঢাকা সেনানিবাসে কালাশাহ মাজার এলাকায় ১৪ তলা অফিসার বাসস্থান নির্মাণঃ** সেনা কর্মকর্তাদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য ঢাকা সেনানিবাসের কালাশাহ মাজার এলাকায় উল্লেখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে অফিসারদের আবাসন সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালে প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অফিসার বাসস্থান, নির্ঝর আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস

**(খ) ঢাকা সেনানিবাসে সৈনিকদের আবাসনের জন্য একটি এসএম (সিঙ্গেলম্যান) ব্যারাক নির্মাণঃ** সেনাসদর প্রশাসনিক শাখার অবিবাহিত সৈনিকদের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা বিদ্যমান ছিল না। উক্ত সৈনিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য সেনাসদর প্রশাসনিক শাখা এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেনাসদর প্রশাসনিক শাখার অবিবাহিত সৈনিকদের বাসস্থান ঘাটতি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন শেষে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা হয়।

এসএম ব্যারাক, প্রশাসনিক শাখা, ঢাকা সেনানিবাস

(গ) **ঢাকা সেনানিবাসে শহীদ মোস্তফা কামাল লাইন এলাকায় বিবাহিত সৈনিক ও অন্যান্য পদবির সদস্যদের জন্য ১৪ তলা পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণ:** ঢাকা সেনানিবাসে বসবাসরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর (সামরিক/অসামরিক) কর্মচারীগণের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা সেনানিবাসে বসবাসরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর (সামরিক/ বেসামরিক) কর্মচারীগণের বাসস্থান ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন শেষে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা হয়।

সৈনিক ও অন্যান্য পদবির সদস্যদের জন্য নির্মিত পারিবারিক বাসস্থান, শহীদ মোস্তফা কামাল লাইন, ঢাকা সেনানিবাস

(ঘ) **রামু সেনানিবাসে সিএমএইচ এর জন্য ভবন নির্মাণ:** রামু সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) এর প্রধান ভবন নির্মাণ করা হয়। এই স্থাপনাটি বাস্তবায়নের ফলে উক্ত সেনানিবাসে বসবাসরত সামরিক ও অসামরিক সকল পদবির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন শেষে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা হয়।

প্রধান ভবন, সিএমএইচ, রামু সেনানিবাস

(ঙ) **চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ১০ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স বাসস্থান নির্মাণ:** চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাগণের বাসস্থান ঘাটতি হ্রাসকল্পে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক কর্মকর্তাগণের বাসস্থান ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন শেষে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত করা হয়।

অফিসার্স বাসস্থান, চট্টগ্রাম সেনানিবাস

**(চ) বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি ভাটিয়ারীতে অফিসার ক্যাডেটদের জন্য বিওকিউ কমপ্লেক্স নির্মাণ:** বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি ভাটিয়ারীতে অফিসার ক্যাডেটদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে অফিসার ক্যাডেটদের আবাসন সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালে প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বিওকিউ কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ভাটিয়ারী

২। **বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন পূর্তকর্মসমূহ:**

(ক) **ঢাকা নৌসদর এলাকায় এমটিপুল নির্মাণ:** নৌসদরের যানবাহনসমূহ পার্কিং এর জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা বিদ্যমান ছিল না। এ ছাড়া, চালক ও যানবাহন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জনবলের পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধারও ঘাটতি ছিল। বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত পার্কিং সমস্যাসহ চালক ও যানবাহন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জনবলের আবাসন সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পূর্তকর্মটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

এমটিপুল, নৌসদর, ঢাকা

(খ) **চট্টগ্রামস্থ বানৌজা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ) উল্কায় বিএসডি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ ঃ** বানৌজা উল্কার রসদসমূহ যেমন-চাল, তৈল, চিনি, চা পাতা, ডাল, লবণ এবং টিনজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা বিদ্যমান ছিল না। বিএসডি ওয়্যারহাউজ নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত ঘাঁটির রসদসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত পূর্তকর্মটি ২০২২-২০২৩ অর্থবৎসরে সম্পন্ন হয়েছে।

বিএসডি ওয়্যারহাউজ, বানৌজা উল্কা, চট্টগ্রাম

(গ) **কক্সবাজারস্থ ইনানী এলাকায় International Fleet Review (IFR) কজ্ওয়ে সংবলিত বিশেষায়িত জেটি নির্মাণ:** স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক কক্সবাজার ও ইনানী এলাকায় International Fleet Review (IFR) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫২টি দেশের নৌবাহিনীর জাহাজ অংশগ্রহণ করে এবং দেশি বিদেশি অতিথিদের আমন্ত্রণ করা হয়। IFR-2022 সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে বহনকারী জাহাজের বার্থিং এবং বিদেশি জাহাজসমূহ হতে বিপুল সংখ্যক অফিসার এবং নাবিকদের তীরে গমনাগমনের জন্য কজ্ওয়ে সংবলিত বিশেষায়িত জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই পূর্তকর্মটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

কক্সবাজারস্থ ইনানী এলাকায় কজ্ওয়ে সংবলিত বিশেষায়িত জেটি

(ঘ) **চট্টগ্রামস্থ বানৌজা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ) উল্কায় মিসাইল স্টোরিং এর জন্য ২টি ঈগলু নির্মাণ:** বানৌজা উল্কায় মজুদকৃত মিসাইলসমূহ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উক্ত ঘাঁটির মিসাইলসমূহের স্টোরিং সমস্যা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ অর্থবৎসরে শুরু হয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০২ পর্বে নির্মাণ করা হয়েছে।

মিসাইল সংরক্ষণের জন্য বানৌজা উল্কায় নির্মিত ঈগলু

(ঙ) **ঢাকাস্থ বানৌজা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ) শেখ মুজিব ঘাঁটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ:** ঢাকাস্থ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র ঘাঁটির সার্বিক যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। পূর্তকর্মটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকাস্থ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ।

(চ) **বানৌজা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ) মোংলা দিগরাজে ৩ তলা মসজিদ নির্মাণ:** বানৌজা মোংলায় কোন কেন্দ্রীয় মসজিদ না থাকায় অত্র বেজ ও উক্ত ঘাঁটিতে অবস্থানরত সকল জাহাজ এবং বিএন ডকইয়ার্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামাজের সু ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রেক্ষিতে উক্ত ঘাঁটিতে বসবাসরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নামাজের সু ব্যবস্থার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত পূর্ত কাজটি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন হয়েছে।

বানৌজা মোংলার দিগরাজে নির্মিত ৩ তলা মসজিদ

(ছ) **ঢাকাস্থ শাহীনবাগ নৌ এলাকায় ১৪ তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ:** ঢাকাস্থ শাহীনবাগ নৌ এলাকায় ১৪ তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে অফিস, মিউজিয়াম, জিমনেসিয়াম এবং জেসিও ও নাবিকগণের বাসস্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে। পূর্তকর্মটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৬.২৬% এবং ৫২%।

**ঢাকাস্থ শাহীনবাগে নির্মাণাধীন ১৪ তলা মল্টিপারপাস ভবন**

(জ) **চট্টগ্রামস্থ বানৌজা (বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ) ঈসাখানে গার্ডরুম নির্মাণ ঃ** চট্টগ্রামস্থ বানৌজা ঈসাখানে অস্ত্রাগার সিসিটিভি সার্ভার রুম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা সংবলিত স্থায়ী কোন গার্ড রুম বিদ্যমান ছিল না। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উক্ত ঘাঁটির জন্য স্থায়ী গার্ডরুম নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটির ০৪ পর্বের মধ্যে ১ম পর্বের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় পর্বের কাজ চলমান। যার আর্থিক অগ্রগতি ৩০% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%।

চট্টগ্রামস্থ বানৌজা ঈসাখানে নির্মিত ৬ তলা গার্ডরুম

## ৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন পূর্তকর্মসমূহ:

(ক) **বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক এ পরিচালন শাখা ও অধিনস্থ অন্যান্য দপ্তরসমূহের জন্য ৬ তলা অফিস ভবন নির্মাণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে পরিচালনা শাখা ও অধিনস্থ অন্যান্য দপ্তরসমূহের অফিসিয়াল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

অফিস ভবন, পরিচালনা শাখা, ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম

(খ) **বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রামে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য ১টি এসএম ব্যারাক নির্মাণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য এসএম ব্যারাক না থাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ইমারতটি নির্মিত হওয়ার ফলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

এসএম ব্যারাক, ঘাঁটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম

(গ) **বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে ৭ তলা বিশিষ্ট ওয়ারেন্ট অফিসার্স টাইপ বাসস্থান নির্মাণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে ওয়ারেন্ট অফিসার টাইপ বাসস্থান সংকট নিরসনে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ইমারতটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে অত্র ঘাঁটির ৪৮ জন ওয়ারেন্ট অফিসার্স এর বাসস্থানের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হবে ফলে বাসস্থান সংকট অনেকাংশে লাঘব হবে। প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কাজটি চলমান রয়েছে।

ওয়ারেন্ট অফিসার্স টাইপ বাসস্থান, ঘাঁটি জহুরুল

(ঘ) **বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, কুর্মিটোলায় হ্যাঙ্গার নির্মাণ:** প্রকল্পটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, কুর্মিটোলায় বিমান রাখার জন্য পর্যাপ্ত হ্যাঙ্গার না থাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র ঘাঁটিতে হ্যাঙ্গারের ঘাটতি হ্রাস পাবে। পূর্তকর্মটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু কুর্মিটোলায় নির্মাণাধীন হ্যাঙ্গার

### ৯. জনবল নিয়োগ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২জন অতিরিক্ত সচিব, ৩জন যুগ্মসচিব, ৪জন উপসচিব, ৩জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং ১জন সহকারী সচিব এবং গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ১জন মেজর- কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০তম গ্রেডের ১জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং ১জন সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১১তম-২০তম গ্রেডের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৯টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ৯ মার্চ ২০২২ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান।

### ১০. সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভিজিট কার্যক্রমের সচিত্র তথ্য

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ARMED FORCES WAR COURSE (AFWC) 2023- এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ (০৬ আগস্ট ২০২৩) ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকালটি, কোর্স মেম্বার এবং স্টাফ অফিসারগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম শেরে বাংলা নগরস্থ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সফররত ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল ও মালদ্বীপের এনসিসি'র কর্মকর্তা ও ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন।

## ১২. মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

### ১২.১. বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর সংরক্ষণ

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্থপতি ও রূপকার এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তাঁর ব্যবহৃত দপ্তর কক্ষটিকে ঐতিহাসিক নিদর্শনস্বরূপ জাতীয় স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১০ জুলাই ২০০১ তারিখে সংরক্ষিত জাদুঘর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। সংরক্ষিত জাদুঘরটি "বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর" হিসেবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬ ক্যাটাগরির ৮টি পদ সৃজন করা হয়েছে। উল্লিখিত পদসমূহে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে "বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০" এস.আর.ও জারিপূর্বক ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। পদসমূহে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে ৯ মার্চ ২০২২ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে ১৫ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫টি এসি, ৮টি ডিহিউমিডিফায়ার, ৮টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা এবং ২টি কম্পিউটার (প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএসসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

### ১২.২ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে মন্ত্রণালয়টি পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এ সময় থেকেই লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সময়ের আবর্তনে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে লাইব্রেরিতে ১৬,৬০৯টি বই/জার্নাল/ম্যাগাজিন/সাময়িকী/এটলাস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জনবল বৃদ্ধি পেয়ে ৩(তিন) থেকে ৪(চার) এ উন্নীত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মীর মেধা বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করাই লাইব্রেরির প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লাইব্রেরিটি বর্তমানে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

### ১২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৩ সাল থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইসিটি সেলের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সেলটি বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সেলে বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ৪ জন, তৃতীয় শ্রেণির ৩জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ১জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। আইসিটি সেলের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mod.gov.bd) নিয়মিত হালানাগাদ রাখা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অফিসে Wi-Fi Internet ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং 150 Mbps উচ্চ গতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের একটি ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/MODbangladesh/) রয়েছে, যেখানে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করা হয় । এ ছাড়া, সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ই-সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিস্টেম হলো- ই-নথি কার্যক্রম, ই-জিপি কার্যক্রম, সশস্ত্রবাহিনীর প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম গ্রহণের নিমিত্ত ইলেকট্রনিক আবেদন প্রক্রিয়া নিষ্পত্তিকরণে "Car Loan Management System", স্বয়ংক্রিয় বাসা বরাদ্দকরণে "House Allocation Managment System", বৈদেশিক প্রশিক্ষণের তথ্য সংবলিত "Foreign Training Information System", পাসপোর্টের অনাপত্তি প্রদানের লক্ষ্যে "Passport NOC Managment System", অর্জিত ছুটি প্রদানের লক্ষ্যে "Earn Leave Management System", এবং মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত "Case Management System" ইত্যাদি।

### ১২.৪ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দেশের অভ্যন্তরে দাপ্তরিক কাজের সহায়ক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৮ সহ দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ১৭৬ জন কমকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মেও মনোনয়নে সহায়ক হবে। এই অর্থবছরে প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়নের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের ৮জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

১২.৫ সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদপূর্বক গত ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১২.৬ প্রকাশনা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১.৭ ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উদ্ভাবন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রনালয়ের ৫ সদস্যবিশিষ্ট উদ্ভাবন কমিটি উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করছেন। উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা সহজীকরণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মামলার তথ্য সম্বলিত "Case Information Management System" নামীয় একটি সফটওয়্যার এপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে।

১১.৮ গাড়িসেবা নগদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা-২০১৯"-এর আওতায় বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিম্নরূপভাবে সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে:

| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠান | কর্মকর্তার সংখ্যা | জনপ্রতি বিশেষ অগ্রিম (টাকা) | মঞ্জুরিকৃত মোট অগ্রিম (টাকা) |
|---|---|---|---|---|
| ১. | বাংলাদেশ সেনাবাহিনী | ৮৮০ জন | ৩০,০০,০০০/- | ২৬৪,০০,০০,০০০/- |
| ২. | বাংলাদেশ নৌবাহিনী | ৭৬ জন | ৩০,০০,০০০/- | ২২,৮০,০০,০০০/- |
| ৩. | বাংলাদেশ বিমানবাহিনী | ৭৮ জন | ৩০,০০,০০০/- | ২৩,৪০,০০,০০০/- |
| | সর্বমোট | ১০৩৪ জন | | ৩,১০,২০,০০,০০০/- |

১১.৯ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন জনকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mod.gov.bd) সিটিজেন চার্টার (Citizen Charter) সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং প্রকাশযোগ্য অন্যান্য তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানকারী ও আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

| দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | আপীল কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| নাম: নাহিদা পারভীন<br>পদবি: সিনিয়র সহকারী সচিব, ডি-২ শাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়<br>ফোন: ৪৮১১০১০৪<br>মোবাইল: ০১৯২২৮৯৮৮৪৩<br>ইমেইল: d1@mod.gov.bd<br>ওয়েবসাইট: www.mod.gov.bd | নাম: মোঃ জাহিদ নেওয়াজ<br>পদবি: সিনিয়র সহকারী সচিব, ডি-৯ শাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়<br>ফোন: ৫৮১৫১৩৬৩<br>মোবাইল: ০১৭১৬৯৬২৪৭২<br>ইমেইল: d9@mod.gov.bd<br>ওয়েবসাইট: www.mod.gov.bd | নাম: গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম<br>পদবি: সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়<br>ফোন: ৯১০৩৯৬৪<br>ইমেইল: secretary@mod.gov.bd<br>ওয়েবসাইট: www.mod.gov.bd |

১১.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি নিয়মিতভাবে মতামত ও পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। কর্মসূচি অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের কর্মকৃতিত্ব (performance) মূল্যায়নপূর্বক মন্ত্রণালয় থেকে ৬জন এবং এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা থেকে ১জনকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এ পর্যায়ে, ২য় গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত জনাব ফাতিমা তুজ জোহরা, উপসচিব ও ড. মাহবুবুর রশীদ, উপসচিবকে, ১০তম গ্রেড থেকে ১৬তম গ্রেড পর্যন্ত জনাব মোছাঃ ছাবিনা ইয়াছমিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনাব অবনী কান্ত কবিরাজ, ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে এবং ১৭তম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত জনাব আজিজুল হক, অফিস সহায়ক ও জনাব শ্রী রঞ্জন কুমার, পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাবিবুল হক পিএসসি-কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন ২০২৩ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সহায়ক অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা; একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীতে সক্ষম ও উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা। আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরি কুশলতায় সমৃদ্ধ এ মানবসম্পদকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা; অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ এবং একটি উন্নততর, সুখী ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রশংসনীয় অবদান রাখা।

সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা সহায়ক অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা

পরিবর্তনশীল বিশ্বেও সঙ্গে সহাবস্থান রক্ষা

ও

সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা

# বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

**ভূমিকা**

১। 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে'- এ মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি দক্ষ ও চৌকস বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বপরিমন্ডলে আজ একটি অতি পরিচিত ও গর্বিত নাম। সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলাসহ যে কোন অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সকল ক্ষেত্রে অসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

**ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন**

২। বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু ১০ কিঃমিঃ রাস্তায় চেঙ্গী নদীর উপর পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।

ক। **প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ২০২২-২০২৩।**
খ। **প্রকল্প কাজের পরিমাণ ৫০০ মিটার।**
গ। **প্রকল্পের স্থিরচিত্র।**

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু ১০ কিঃমিঃ রাস্তায় চেঙ্গী নদীর উপর পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প

৩। বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সীমান্ত (বালুখালী-গুন্দুম) সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।

ক। **প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ২০২২-২০২৩।**
খ। **প্রকল্প কাজের পরিমাণ:** ২ কিঃমিঃ।
গ। **প্রকল্পের স্থিরচিত্র।**

বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সীমান্ত (বালুখালী-গুন্দুম) সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সীমান্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনে সেনাবাহিনী প্রধান

৪।	ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন পথচারী আন্ডারপাস নির্মাণ প্রকল্প উদ্বোধন।

ক।	**প্রকল্প বাস্তবায়নকাল** ২০২২-২০২৩।

খ।	**প্রকল্প কাজের পরিমাণ:** সুপ্রশস্ত ১৩৫ -মিটার আরসিসি বক্স সেকশন, হুইল চেয়ারসহ চলাচলের জন্য ৩২০ মিটার র‌্যাম্প, ৬৭৮ ফুট মিটার ফুটপাত, ৭৬৪ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল, ০১টি অত্যাধুনিক বাসস্টপেজ, দৃষ্টিনন্দন ত্রিকোণাকৃতির স্থাপনা সুরসপ্তক, ২৭০ বর্গমিটার ডোম এলাকা।

৫।	<u>**পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প**</u>।	পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প সরকারের ফাস্ট ট্রাকভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং প্রকল্পের কার্যক্রম গত ০৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিঃমিঃ রেলপথের নির্মাণ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ তদারকি করছে। এ প্রকল্প তিনটি সেকশনে বিভক্ত যথাক্রমে ঢাকা-মাওয়া, মাওয়া-ভাঙ্গা এবং ভাঙ্গা-যশোর। আগামী অক্টোবর ২০২৩ এ ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেল চলাচলের জন্য উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিএসসি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর  তদারকিতে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের পদ্মা সেতুর অভ্যন্তরে রেললাইন স্থাপন পরিদর্শন করছেন সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়

সিএসসি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তদারকিতে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মেকানিক্যাল রেললাইন স্থাপনের একটি দৃশ্য

**সংগঠন ও ক্রয়**

৬। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনানিবাসে ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন কোরের ৬টি ইউনিট বা সংস্থা গঠন এবং ১টি ব্রিগেড সদর দপ্তর নতুন গঠন করা হয়েছে।

৭। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদাতিক কোরের মডার্ণ ইনফ্যান্টি গ্যাজেট, সেমি অটোমেটিক মাল্টি সর্ট/রিভালভার গ্রেনেড লঞ্চার (এসএজিএল) ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া আর্মি এভিয়েশন এর আধুনিকায়নের জন্যও অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৮। গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ১৯ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ৩য় শ্রেণী স্টেশন সাপ্লাই ডেপো মিঠামইন নতুনভাবে গঠনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করেছে।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ**

৯। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৯৭টি কোর্স/প্রশিক্ষণে প্রায় ১০,৬০১ জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বন্ধু প্রতীম দেশের অংশগ্রহণে কতিপয় অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়।

১০। এক্সারসাইজ টাইগার লাইটিং-২০২৩: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস প্যাসিফিক আর্মি কমান্ড) কর্তৃক যৌথ অনুশীলণ এক্সারসাইজ টাইগার লাইটিং-২০২৩ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ হতে ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত (০৩টি ধাপে) বিপসট, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যৌথ সামরিক অনুশীলনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯০ জন অফিসার এবং যুক্তরাষ্ট্রেও ৭৫ জন অফিসার ও অন্যান্য পদবির সদস্যসহ সর্বমোট (৯০+৭৫) = ১৬৫ জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে কাউন্টার-আইইডি, কম্ব্যাট লাইফ সেভারসহ বিভিন্ন বিষযে উভয় বাহিনীর মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞান আদান-প্রদান হয়। ১৫ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বিভিন্ন উদ্ভূত পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়সমূহের উপর ফিল্ড এক্সারসাইজের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

এক্সারসাইজ টাইগার লাইটিং-২০২৩

১১। এক্সারসাইজ গারুডা কান্তি ডার্মা (জিসিডি-২) ইন্দোনেশিয়া: Exercise Garuda Canti Dharma একটি বহুজাতিক শান্তিরক্ষী অনুশীলন। ২০২২ সালের ১৮-৩১ জুলাই তারিখ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিষয়োক্ত বহুজাতিক অনুশীলনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে সর্বমোট ৩৪জন সেনাসদস্য অংশগ্রহণ করে। বিষয়োক্ত অনুশীলনটি ২টি পর্বে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্ব Staff Training Event (STE) Train the Trainer (T3) ১২-১৭ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে, ২য় ও শেষ পর্ব Staff Training Event (STE) and Field Training Event (FTE) ১৮-৩১ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ০২ জন অফিসারসহ সর্বমোট ৩৪ জন সেনাসদস্য (০৬ জন অফিসার, ০১ জন জেসিও ও ২৭ জন অন্যান্য পদবির সৈনিক) অংশগ্রহণ করেন। বিষয়োক্ত অনুশীলন শেষান্তে অর্জিত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ তথা সার্বিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।

এক্সারসাইজ গারুডা কান্তি ডার্মা (জিসিডি-২) ইন্দোনেশিয়া

এক্সারসাইজ গারুডা কান্তি ডার্মা (জিসিডি-২) ইন্দোনেশিয়া

১২। 6th LAND FORCES TALKS (LFT) BETWEEN BD ARMY AND US LAND FORCES। 6th Land Forces Talks (LFT) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি প্যাসিফিক (USARPAC) এর মধ্যে গত ২৫-২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স, ঢাকা সেনানিবাস এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আর্মির প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন চীফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, এসবিপি, এসজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি এবং ইউএস আর্মির নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল ক্রিস স্মিথ, এইউএস (Major General Cris Smith, AUS)। দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ পরিধি এবং সর্বোপরি বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলত এ LFT।

১৩।  ৪৬তম Indo Pacific Armies Management Seminar (IPAMS) আয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে এমটি পরিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং US Army Pacific (USARPAC) এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় ৪৬তম IPAMS-2022 সফলভাবে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ০৬টি দেশের সেনাবাহিনী প্রধানসহ ২৩টি দেশের উচ্চ পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

৪৬তম ইন্দো প্যাসেফিক আর্মিস ম্যানেজমেন্ট সেমিনার (আইপিএএমএস)-এ অংশগ্রহণকারীদের আলোকচিত্র

১৪।  **এক্সারসাইজ নব উদ্যোগ ২০২২-২৩:** স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেনাবাহিনী পর্যায় অনুশীলন নব দিগন্ত সফলভাবে সম্পন্নের পর প্রশিক্ষণের মান আরও উন্নত ও বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সেনাসদস্যদের অংশগ্রহণে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ০৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সেনাবাহিনী পর্যায় অনুশীলন নব উদ্যোগ পরিচালিত হয়। উক্ত অনুশীলনে সমাপনী ডি-ব্রিফিং গত ০৮ জানুয়ারি ২০২৩ এ কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ ডি ব্রিফিং এ সকল ফরমেশন এর প্রতিনিধিগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন।

এক্সারসাইজ নব উদ্যোগ ২০২২-২৩ এ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধানের পরিদর্শন

এক্সারসাইজ নব উদ্যোগ ২০২২-২৩ এ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধানের পরিদর্শন

১৫। **গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ-২০২৩:** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বাৎসরিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ হলো অন্যতম। প্রতি বৎসরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ প্রশিক্ষণ বছরের গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ গত ১৪ জুন ২০২৩ হতে ২২ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সকল সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেনাসদস্যদের ছোট এবং গেরিলা যুদ্ধে আরও দক্ষ ও পারদর্শি করে তোলার লক্ষে উক্ত প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান ও জ্যেষ্ঠ অফিসারগণ বিভিন্ন ফরমেশন পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষণের মান আরও বেশি উন্নত ও বেগবান করার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ-২০২৩ পরিদর্শনে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান

১৬। **সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে সম্বর্ধনা:** গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২২ এ বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল ফাইনালে শক্তিশালী নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের গর্বিত সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের এই অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান প্রদান করা হয়।

সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক সাফ চ্যাম্পিয়ান বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে সম্বর্ধনা প্রদান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন-২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

১৮। **শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস-২০২৩:** বাংলাদেশ অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ যুব গেমস এর ২য় আসর ০২ জানুয়ারি হতে ০৪ মার্চ ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামাল, যিনি ছিলেন একজন খেলোয়াড় ক্রীড়া সংগঠক এবং আধুনিক ক্রীড়ার পথিকৃতি, ক্রীড়াক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদানকে সম্মান জানিয়ে এবারের আসরটি শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস ২০২৩ নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। উক্ত গেমসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অন্যতম একটি আয়োজক সংস্থার ভূমিকা পালন করে।

শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস- ২০২৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

<u>আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা</u>

২০। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম দমন, জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, গরীব ও দুঃস্থ জনগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান এবং ঔষধ সরবরাহ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রধান কার্যক্রম। শান্তিরক্ষীরা সাহারা মরুভূমিসহ আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে চরম বৈরীভাবাপন্ন আবহাওয়া ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সফলতার সাথে শান্তিরক্ষী মিশন পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোট ৬০৪১ জন সদস্য (৩৯৮ জন মহিলা সদস্যসহ) বিশ্বের প্রায় ০৯টি দেশে/স্থানে ১০টি মিশন/এ্যাসাইনমেন্টে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ১ম অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অপারেশন কুয়েত পুনর্গঠন (ওকেপি) এ ১৮৬৮ জন সামরিক এবং ১১৪ জন বেসামরিক সদস্যসহ সর্বমোট ১৯৮২ জন কর্মরত রয়েছেন।

২১। জাতিসংঘ মিশনে দ্রুত মোতায়েনের লক্ষ্যে ইউনাইটেড নেশনস পিসকিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিনেস সিস্টেম (UNPCRS) নামে ২০১৫ সালে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। জাতিসংঘের এই আহবানে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সাড়া দিয়ে ২৪টি কন্টিনজেন্ট (UNPCRS) এ তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হয়। তালিকাভুক্ত কন্টিনজেন্টের মধ্যে ০৮টি কন্টিনজেন্ট ইতোমধ্যে জাতিসংঘ মিশনে গমন করেছে। বর্তমানে তালিকাভুক্ত ১৭টি কন্টিনজেন্টের ০৪টি কন্টিনজেন্ট RDL (Rapid Deployment Level) এ নির্বাচিত হয়ে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

২২। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের উচ্চপর্যায়ে তথা পশ্চিম সাহারাতে ০১ জন ফোর্স কমান্ডার, আবেইতে ০১ জন ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার এবং মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, মালি, দক্ষিণ সুদান ও ডিআর কঙ্গোতে ০১ জন করে মোট ০৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও জাতিসংঘ সদর দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্রে ০১ জন চীফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী দল কর্তৃক মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা

২৩। সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান গত ১৬-২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন UNISFA (ABYE) সফর করেন। উক্ত সফরকালে তিনি মিশন সদর দপ্তর এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা Special Representative of the Secretary – General (SRSG), ফোর্স কমান্ডার UNITAM, UNISFA, এবং সুদান এর সেনাবাহিনী প্রধানসহ স্থানীয় উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তিনি ১১-১৯ জুন ২০২৩ তারিখে গাম্বিয়া সফরকালে উর্দ্ধতন সামরিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় উচ্চ পদগ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়ের ফলে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ এবং গাম্বিয়া এর সমন্বয়ে একটি শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হয় এবং কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কুয়েত সরকারের উচ্চ পদস্থ একটি ডেলিগেশন টিম ২৬ আগস্ট ২০২৩ হতে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত ডেলিগেশন টিম কর্তৃক বাংলাদেশ হতে ২৪৯ জন সদস্য ওকেপি-১০ এর জন্য নির্বাচন করা হবে যা পূর্বের তুলনায় ৬৯ জন বেশি। উল্লেখ্য, গত ০৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১১২৯ জন সদস্য কাতাওে মোতায়েনের নিমিত্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত কাতারে মোতায়েনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৭২টি আসন প্রাপ্ত হয়।

গত ১৩-১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আবেইতে নিয়োজিত বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন

২৪। চলতি বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস ২০২৩ পালন, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অব পিস অপারেশন্স আয়োজন, জাতিসংঘ মিশনে মোতায়েনরত কন্টিনজেন্টসমূহ পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট মিশনের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের টিম প্রেরণ, নতুন কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা, জাতিসংঘে নতুন কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের লক্ষ্যে মিশন এলাকায় রেকি টিম প্রেরণ এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল কর্তৃক প্রাক মোতায়েন কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক। গত ২০ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনুসমা, মালিতে একটি নতুন Mechanized Infantry Company-Quick Reaction Force (MIC-QRF) কন্টিনজেন্ট মোতায়েন হয়েছে।

খ। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ এ সেনাবাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় Seminar to Observe the Intl Day of Peace-2022 এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গ। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনুস্কা, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে একটি নতুন Level-2 Hospital কন্টিনজেন্ট মোতায়েন হয়েছে।

ঘ। গত ২৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মনুস্কাতে মোতায়েনরত ব্যানইঞ্জিনিয়ার কন্টিনজেন্ট এর সাথে ৪৫ জন জনবল বৃদ্ধিও প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে এবং অক্টোবর ২০২৩ মাসে মিশন এলাকায় মোতায়েন করা হবে।

ঙ। গত ১৬ হতে ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে COE WK Gp Conf 2023 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিচালক, ওও পরিদপ্তর এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। উক্ত COE WK Gp Conf এ বাংলাদেশ ১০টি ইস্যু পেপার জমা দেয় এবং ১০টির মধ্যে ০৭টি জাতিসংঘ সদর দপ্তর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা ০১ জুলাই ২০২৩ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং প্রতি বছর আনুমানিক ৩২.৬৯ কোটি টাকা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

চ। ০৮ হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ আগমন করেন এবং যৌথ মোতায়েন এর জন্য বাংলাদেশ এবং গাম্বিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ছ। ১৩ হতে ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখ সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আবেইতে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন।

জ। ১৩ হতে ১৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের প্রতিনিধি দল কর্তৃক Peacekeeping Capability Readiness System (PCRS) এর নিবন্ধিত পদাতিক ব্যাটালিয়নের Verification Visit (VV) সফলতার সাথে হয়েছে এবং গত ০৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ Rapid Depl Level (RDL) এ উন্নত হয়েছে।

ঝ। ২০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মনুষ্ক, কঙ্গো, কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে একটি নতুন Explosive Ordnance Disposal Platoon মোতায়েন হয়েছে।

ঞ। ০৫ মে ২০২৩ তারিখ মেজর জেনারেল মোঃ ফকরুল আহসান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনারসো, ওয়েস্টার্ন সাহারার ফোর্স কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন।

ট। ০৩ মে ২০২৩ তারিখ মেজর জেনারেল মোঃ ফকরুল আহসান, বিএসপি, এনডিইউ, পিএসসি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনারসো, পশ্চিম সাহারাতে ফোর্স কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

ঠ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন মিনারসোতে মোতায়েনরত ব্যানমেডিকেল কন্টিনজেন্ট এর সাথে ১০ জন জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ড। জাতিসংঘ সদর দপ্তর হতে শান্তিরক্ষা মিশনে গাম্বিয়ার সাথে যৌথভাবে মোতায়েনের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে।

ঢ। ১১ হতে ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ সেনাবাহিনী প্রধান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধ দল গাম্বিয়া সফর করেন এবং বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার যৌথ মোতায়েন বিষয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন।

ণ। ১১ হতে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখ এজি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দক্ষিণ সুদানে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টসহ পরিদর্শন করেন এবং উচ্চপদস্থ কর্মর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন।

ত। ২৯ মে ২০২৩ তারিখ ওও পরিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস ২০২৩ এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

থ। ২৫ হতে ২৬ জুন ২০২৩ ওও পরিদপ্তরের সার্বিক ব্যবগ্র্থাপনায় Preparatory Cont of the UN Peackeeping Ministerial এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

দ। ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘ সদর দপ্তর হতে শান্তিরক্ষা মিশন মনুস্কা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে একটি নতুন Armed Utility Helicopter Unit মোতায়েনের প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৫। <u>আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৩ উদযাপন</u>। গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখে ইউএন ডে-২০২৩ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, সেনাসদর মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এবং ঢাকা সেনানিবাসে সেমিনার ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস–২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্মিলিত ছবি

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস–২০২৩ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

**কল্যাণমূলক কার্যক্রম**

২৬। **অপারেশন প্লাবন-২০২২**। গত ১৭ জুন ২০২২ তারিখ হতে ০৪ আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) সৃষ্ট বন্যায় অসামরিক প্রশাসনকে অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অপারেশন প্লাবন পরিচালনার মাধ্যমে দুর্যোগ নিরসন, উদ্ধার কার্যক্রম, চিকিৎসা সহায়তা এবং ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদর দপ্তর ১৭, ১৯ এবং ৩৩ পদাতিক ডিভিশন, সদর দপ্তর লজিস্টিকস এরিয়া, সদর দপ্তর ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড এবং সদর দপ্তর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অপারেশন প্লাবনের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রায় ১৩,২১৭ জনকে উদ্ধার ছাড়াও ১,৮৮,৪৬৮ জনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, ২,৬৭,৬০৯ লিটার বোতলজাত পানি ও ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেটের মাধ্যমে ১১,৮০,০০০ লিটার খাবার পানি এবং ৩,২৬,৩৪৩ জনকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার অংশ হিসেবে অপারেশন প্লাবন পরিচালনার মাধ্যমে দুর্যোগ নিরসন, উদ্ধার কার্যক্রম এবং ত্রাণ কার্যক্রম

অপারেশন প্লাবন পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, রাস্তা ও ব্রীজ মেরামত কার্যক্রম

২৭। **ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ তুরস্কে উদ্ধার অভিযান:** গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তুরস্ক এবং সিরিয়াতে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। আকস্মিক এ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, স্থাপনা ধ্বংস হয় এ সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে নাগরিক সুবিধাসহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে সহায়তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তুরস্কেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা গাজিনতেপ প্রদেশে উদ্ধার কার্য এবং চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ৪৬ সদস্যের একটি সম্মিলিত দল প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিমান বাহিনীর সি-১৩০ জে পরিবহন বিমানযোগে তুরস্কে গমন করেছে। এর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল সার্চ এন্ড রেসকিউ এ্যাডভাইজারি গ্রুপ (NSARAG) মানদন্ডের আলোকে প্রশিক্ষিত ৩৬ সদস্যের মধ্যে আরবান সার্চ এন্ড রেসকিউ দল (২৪ জন সেনাসদস্য এবং ১২ জন ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স সদস্য) তুরস্কের আদিয়মান শহরে কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ ১০ সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনীর দুইটি মেডিকেল টিম প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদিসহ জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। তুরস্কে অবস্থানকালে ১৩ দিনে উদ্ধারকারী দল কর্তৃক ১১টি বহুতল ভবন অনুসন্ধান করে ০১ জনকে জীবিত এবং ২৩ জন ব্যক্তিকে মৃত উদ্ধার করা হয়, মেডিকেল টিম কর্তৃক ২১৭ জন আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ৪৩ কার্টুন চিকিৎসা উপকরণ ও ঔষধ স্থানীয় হাসপাতালে ও জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় বাস্তুহারা এবং দুর্গত পরিবারের মাঝে ২০০টি তাবু এবং ৩০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়। দায়িত্ব পালন শেষে সম্মিলিত দলটি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার অভিযান ও চিকিৎসা

তুরস্কের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধারকার্য পরিচালনায় ভূয়সী অবদানের জন্য বাংলাদেশ দল'কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান

২৯। **আশ্রায়ণ প্রকল্পঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ১৩৯টি পাঁচ তলা বিল্ডিং এ প্রায় ৪৪৪৮টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থানের পাশাপাশি বিদ্যুৎ (বিল্ডিং ভিত্তিক সোলার প্যানেলসহ), ড্রেন, রাস্তা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, বাকখালি নদী হতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ন্যায় Utility সেবাসহ স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ এবং মন্দির এর মত Community সেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে খুরুশকুল আশ্রায়ণ প্রকল্পটি জলবায়ু উদ্বাস্তু এবং গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত Utility ও Community সেবাসহ একটি মডেল প্রকল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আশ্রায়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ২৮টি প্রকল্পের সর্বমোট ৪৬৯টি ব্যারাক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পন্নকরত অসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রায়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আশ্রায়ন প্রকল্পের তৈরিকৃত ব্যারাক

৩০। আধুনিক যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অধিকাংশ সিএমএইচ এর উন্নয়ন, পরিবর্তন, এবং পরিবর্ধন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক। সিএমএইচ ঢাকায় মডার্ন স্পেশালাইজড ট্রিটমেন্ট সেন্টার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টার, কার্ডিও-ভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সেন্টার, নেফ্রোলজি এন্ড ইউরোলজি সেন্টার, নিউরোলজি এন্ড নিউরো সার্জারী সেন্টার, কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, কর্ণিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সেন্টার, ফার্টিলিটি সেন্টার, বার্ণ, প্লাস্টিক এন্ড রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারী সেন্টার, ট্রমা সেন্টার স্থাপন এবং নিউরো ও চক্ষু অপারেশন থিয়েটার মডিউলার ওটি'তে রূপান্তকরণ।

খ। সিএমএইচ চট্টগ্রামে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সেন্টার করা হয়েছে এবং নিউরোসার্জারী সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।

গ। চট্টগ্রাম, যশোর এবং বগুড়া সিএমইচ এ মডার্ন আইসিইউ এবং ইমার্জেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

ঘ।	সকল সিএমইচসমূহকে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ঙ।	সিএমএইচসমূহের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধিও লক্ষ্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধগণের সু-চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে
সিএমএইচ ঢাকায় পৃথক কেবিন নির্মান করা হয়

গুরুতর রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করণে সিএমএইচ ঢাকায় একটি মডার্ণ
আইসিইউ স্থাপন করা হয়

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় করোনারী কেয়ার ইউনিটের ভূমিকা অপরিসীম, তদানুযায়ী
সিএমএইচ ঢাকায় করোনারী কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হয়

৩১। **ঘর নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান/ফ্ল্যাট হস্তান্তর:**

ক। কর্তব্যরত (সরকারি দায়িত্ব পালনরত) অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জেসিও, অন্যান্য পদবির সৈনিক এবং এনসি(ই)দের পরিবারকে গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ হতে অদ্যাবধি ৩০১ জনকে গৃহ নির্মাণের জন্য সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ গেজেট তালিকাভুক্ত প্রকৃত দুঃস্থ/গৃহহীন সেনা মুক্তিযোদ্ধাদেও জন্য গৃহ নির্মাণ এবং প্রকৃত গৃহহীন/ভূমিহীন সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহ নির্মাণের জন্য সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে ১৮৭ জনকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

গ। গত ০২ মাচ৪১ ২০২৩ তারিখে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক চাকুরিরত অবস্থায় আভিযানিক/সক্রিয় দায়িত্ব পালনকালে দেশে/বিদেশে মৃত্যুবরণকারী ০১ জন জেসিও এবং ১৩ জন অন্যান্য পদবির সৈনিকসহ মোট ১৪ জনকে সেনাপল্লী সাভার (খেজুরটেক) এ আস্থানীড় প্রকল্পে ১১০২ বর্গফুট আয়তনের ১৪টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হয়েছে।

৩২। **চিকিৎসার নিমিত্তে আর্থিক অনুদান:**

ক। গত এক বছরে (২০২২-২৩ সালে) সেনাবাহিনী চিকিৎসা সহায়ক প্রকল্প তহবিল হতে সেনাসদস্যগণ এবং তাদের পরিবারবর্গকে দেশে/বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য আনুমানিক ০৭ (সাত) কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

খ। সেনাবাহিনীতে চিকিৎসা সেবার মান বজায় রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন সিএমএইচে নিয়োগকৃত ৬৩ জন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সহকারীগণের বাৎসরিক বেতন ও ভাতা বাবদ আনুমানিক ০৩ (তিন) কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

গ। ঢাকা সিএমএইচ এর ক্যান্সার সেন্টারের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ০৪ (চার) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩৩। **কর্মসংস্থান:**

ক। গত এক বছরে (২০২২-২৩ সালে) এডব্লিউটি'র অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত ৪১ জন অফিসার, ২৩ জন জেসিও, ৭৫ জন অন্যান্য পদবির সৈনিক এবং ৪২ জন অসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সন্তান সর্বমোট ১৮১ জনকে চাকুরি প্রদান করা হয়েছে।

খ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছওে ৩০,২১৯ জন সেনাসদস্যগণকে মৃত্যু/অসমর্থতা/দুঃস্থ/গৃহহীন/সেনা মুক্তিযোদ্ধা/বয়োজ্যেষ্ঠ ভাতা সেনাবাহিনী পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প তহবিল হতে সর্বমোট ৩৭.৩৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

গ। সরকারীভাবে স্বীকৃত ১৮৭ জন প্রকৃত দুঃস্থ/গৃহহীন সেনা মুক্তিযোদ্ধাদের গৃহ নির্মাণ এর জন্য গত এক বছরে ০৭ (সাত) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

**তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন**

৩৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াসকে সমুন্নত করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নেকল্পে উল্লেখ্যযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরুপঃ

ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য বার্তা মোবাইল কমিউনিকেশন এপ্লিকেশন উন্নয়নপূর্বক এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচলিত বাণিজ্যিক মোবাইল কমিউনিকেশন এপিণ্ডকেশন এর ব্যবহার সীমিত করা হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক বিষয়ক তথ্য দেশ ও বহির্বিশ্বে প্রচারের নিমিত্তে এবং সেনাবাহিনীর সকল পর্যায়ে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে যথাক্রমে গ্লোবাল আর্মি ওয়েবসাইট এবং সেনাবাহিনীর নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে।

গ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত (কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য) তথ্য সংরক্ষণ এবং নিজস্ব/প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট হোস্টিং এর নিমিত্তে যথাক্রমে Army Cloud Drive I Cloud Hosting Service চালু করা হয়েছে।

ঘ। বাংলাদেশ সেনাবানিহীতে ব্যবহত সকল ধরণের সফট্ওয়্যার/এপ্লিকেশনসহ গ্লোবাল ইন্টারনেট হতে প্রবেশ করা এবং সেনাবাহিনীর তথ্যেও গোপনীয়তা রক্ষা ও সফট্ওয়্যার/এপ্লিকেশন এর তথ্য নিরাপত্তার জন্য Army Virtual Private Network (VPN) এর প্রচলন করা হয়েছে।

ঙ। সেনাসদরের অভ্যন্তরে Network Operation Center (NOC) এবং Wifi Network System আধুনিকীকরণ করা হয়েছে যার ফলে ব্যবহারকারীদেরকে বিএনেট এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং এ সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণ আরও সহজতর হবে।

**উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম**

৩৫। **আর্মি ডাটা সেন্টার ও ডিজাষ্টার রিকোভারী সাইট এর স্টোরেজ উন্নতকরণ:** আর্মি ডাটা সেন্টারের তথ্য ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডাটা সেন্টারের কার্যপরিধি বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে এর বর্ধিত (দ্বিতল) অংশ নির্মাণাধীন রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে আর্মি ডাটা সেন্টারকে একটি আধুনিক এবং উন্নত ডাটা সেন্টারে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি পরিসেবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবার মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য Data Center (DC) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, নিরবিচ্ছিন্ন সেবার মান ধরে রাখতে DC এর বিকল্প হিসেবে যশোর সেনানিবাসে Disaster Recovery Site (DR) বগুড়া ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে Regional Data Center (RDC) স্থাপন করা হয়েছে।

৩৬।  **স্থায়ীভাবে প্রশিক্ষণ এলাকায় ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন:** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আইটি সহায়তার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার প্রয়োজন বিধায় সাভার মিলিটারী ফার্ম প্রশিক্ষণ এলাকায় স্থায়ীভাবে ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কার হয়েছে।

৩৭।  **এমইএস কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:**  এটি একটি মোবাইল ভিত্তিক এপ্লিকেশন যার মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে অফিসার্স বাসস্থান সংশ্লিষ্ট এমইএস অভিযোগসমূহ অনলাইনে দাখিল করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। একই সাথে এই এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কর্তৃক অনলাইনে দাখিলকৃত অভিযোগ নিষ্পন্নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণকারী কর্তৃক অভিযোগ নিষ্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ষ্টোরম্যান কর্তৃক এমইএস ষ্টোরের মজুদ গণনা কার্য সম্পাদনে সক্ষম হবে। বর্তমানে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এপ্লিকেশনটি ঢাকা এমইএস (সাউথ) এলাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩৮।  **ডিজিটাল আর্কাইভ ওয়ার্কস পরিদপ্তর:**  এই সফটওয়্যার ব্যবহারপূর্বক পূর্ত পরিদপ্তর এর দাপ্তরিক কার্যক্রমকে অটোমেশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৩৯।  **মিল্ক ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** মিল্ক ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি আরভিএফসি পরিদপ্তর এর সার্বিক নির্দেশনায় মিলিটারি ফার্মসমূহের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি দুগ্ধ বিতরণ ব্যবস্হার জন্য একটি যুগোপযোগী এপ্লিকেশন।

৪০।  **Indo Pacific Armies Management Seminar (IPAMS)**. Indo Pacific Armies Management Seminar (IPAMS) এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বর্ণিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদর্শন, রেজিস্ট্রেশন এবং আইডি কার্ড প্রস্তুত ইত্যাদি সুবিধা সন্নিবেশিত করে উক্ত সেমিনার সুষ্ঠু ও সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪১।  **জলসিঁড়ি আবাসন ওয়েবসাইট:** এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল অফিসারগণ জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ওয়েবসাইটটিতে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীগণ নিজস্ব প্রোফাইলের মাধ্যমে জলসিঁড়িতে প্লটের জন্য প্রদানকৃত কিস্তি ও সমুদয় বকেয়ার সর্বশেষ সমীক্ষা দেখতে সক্ষম হন। এছাড়াও এসএমএস পরিসেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের তথ্য উপাত্ত প্রদানের ব্যবস্থা ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪২।  **কিট ইনভেন্টিরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:**  এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেসিও/ওআরগণের প্রাধিকৃত অর্ডন্যান্স দ্রব্য সামগ্রী সমূহের অকেজোকরণ প্রক্রিয়াকে অটোমেশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যম ব্যক্তিগতভাবে যে কোন জেসিও/ওআর নিজ কিট আইটেম সংশিণ্টষ্ট পরিসংখ্যান (পরিমাণ, আয়ুষ্কাল ইত্যাদি) অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে পাইলট প্রজেক্ট শেষে সফটওয়্যারটি সকল ফরমেশনে একযোগে ব্যবহারের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

<u>নারী উন্নযন কার্যক্রম</u>

৪৩।  বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত মহিলা সেনাসদস্যদের সন্তানের পরিচর্যা ও লালন-পালনের বিষযটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পারিবারিক বাসস্থানের প্রাধিকার ১০০% এ উন্নীত করা হয়েছে।

৪৪।  বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মোট ৩৯৮ জন মহিলা সদস্য বিশ্বের প্রায় ০৯টি দেশে/স্হানে ১০টি মিশন/এ্যাসাইনমেন্টে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে এবং নারী অফিসারকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিশাত জুবাইদাকে মেজর জেনারেল র্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধান

প্রকাশনা

৪৫। সেনাবার্তা: গুরুত্বপূর্ণ আভিযানিক, প্রশাসনিক ও বিবিধ কার্যক্রম প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে জুলাই ১৯৮৭ সাল হতে নিয়মিত সেনাবার্তা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এটি দ্বিমাসিক সাদাকালো পত্রিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, ডিসেম্বর ১৯৯৩ হতে এটি রঙিন ত্রৈমাসিক সাময়িকী এবং ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ষাণ্মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১৩২টি সেনাবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সেনাবার্তা-জুন ২০২২ ও সেনাবার্তা-ডিসেম্বর ২০২২ প্রকাশ করা হয়েছে। সেনাবার্তার প্রতিটি সংখ্যা ৭,০০০ কপি মুদ্রণ করতঃ সেনাবাহিনীর সকল ব্রিগেড/ইউনিট/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, প্যারা মিলিটারি ফোর্স, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহ, সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

সেনাবার্তা - জুন ২০২২

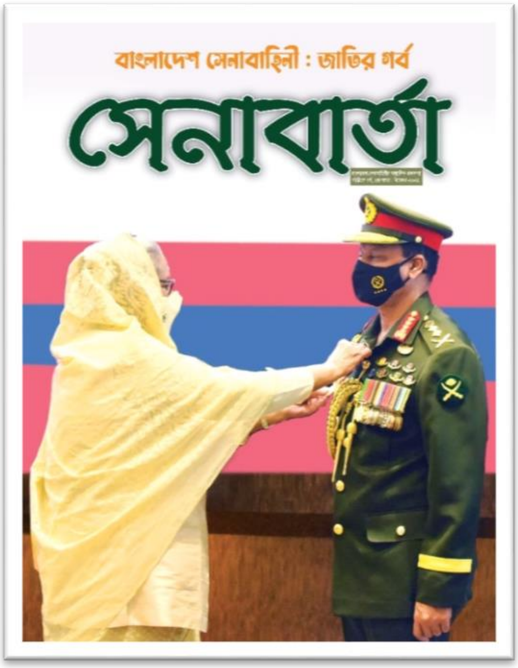


সেনাবার্তা - ডিসেম্বর ২০২২

৪৬। সেনা সংবাদ প্রবাহ। বিভিন্ন সেনা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টসমূহ যেমন: সামরিক কূটনীতি, নেতৃত্বের দর্শন, সেনাবাহিনীর উন্নয়ন পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, মানবিক কর্মকান্ড ও দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রচারের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাস হতে নিয়মিত 'মাসিক সেনা সংবাদ প্রবাহ' প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সাধারণত মাসিক ভিত্তিক প্রকাশিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক ১২টি মাসিক সেনা সংবাদ প্রবাহ প্রকাশ করা হয়েছে। সেনা সংবাদ প্রবাহের প্রতিটি সংখ্যা ৭,০০০ কপি মুদ্রণ করতঃ সেনাবাহিনীর সকল ব্রিগেড/ইউনিট/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, প্যারা মিলিটারি ফোর্স, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহ, সেনাবাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

সেনা সংবাদ প্রবাহ - জুন ২০২৩

৪৭। বাংলাদেশ আর্মি জার্নাল ৭২তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ আর্মি জার্নাল ৭৩তম সংখ্যা প্রকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

৪৮। সর্বস্তরে সুশাসন ও শুদ্ধাচারের চর্চা বৃদ্ধিও বিষয়সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক। **প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা:**

(১) সেনাসদর পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভার আয়োজন।

(২) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজন (Stake Holders) অংশগ্রহণে সভার আয়োজন।

(৩) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন।

খ। **আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:**

(১) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন।

(২) বাজেট বাস্তবায়ন।

(৩) প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন।

গ। **শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম:**

(১) সরকারি যানবাহন যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(২) মিলিটারি পুলিশ সপ্তাহ পরিচালনা।

(৩) রেজিমেন্ট অডিট সম্পাদন।

(৪) ত্রৈমাসিক মজুদ গণনা সম্পাদন।

ঘ। **কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন**।

(১) নাগরিক সুবিধার মান উন্নয়ন।

(২) এরিয়া মনিটরিং সেল।

চ। **২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পুরষ্কার প্রদান:**

| | | |
|---|---|---|
| (১) | অফিসার | - ৮৮ জন। |
| (২) | জেসিও | - ৮৫ জন। |
| (৩) | অন্যান্য পদবি | - ৮৩ জন। |
| (৪) | অসামরিক | - ০৪ জন। |
| | | -------------------------------- |
| | মোট | - ২৬০ জন। |

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

৪৯। **সেনাবাহিনীর ১টি মেকানাইজড ব্রিগেড এবং ৪টি মেকানাইজড ব্যাটালিয়ন এর পতাকা উত্তোলন:** গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে কোর অব মিলিটারি পুলিশ সেন্টার, সাভার সেনানিবাসে সদর দপ্তর ৭১ মেকানাইজড ব্রিগেড, ১৫ ইস্ট বেংগল (মেকানাইজড), ৪০ ইস্ট বেংগল (মেকানাইজড), ৯ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট (মেকানাইজড) এবং ১১ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট (মেকানাইজড) এর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ভিটিসি'র মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।

সেনাবাহিনীর ১টি মেকানাইজড ব্রিগেড এবং ৪টি মেকানাইজড ব্যাটালিয়ন এর পতাকা উত্তোলন

৫০। **বিএমএ রাষ্ট্রপতি প্যারেড ডিসেম্বর ২০২২:** গত ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বিএমএ ভাটিয়ারিতে ৮৩তম দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্ণিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিএমএ রাষ্ট্রপতি প্যারেড ডিসেম্বর ২০২২

৫১।	**মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ ২০২২ উদযাপন:** যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জাতীয় প্যারেড স্কয়ার, তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরে মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ প্যারেড ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত কুচাকাওয়াজে সালাম গ্রহণ এবং পরিদর্শন করেন। উক্ত প্যারেডে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিএনসিসি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি এবং কারারক্ষী কন্টিনজেন্ট এর সমন্বয়ে সম্মিলিত কুচাকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ-২০২২

মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ-২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্যারেড প্রদানের দৃশ্য

৫২।	**ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এর ১০ম টাইগার্স পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান:** গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেন্টার, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এর ১০ম টাইগার্স পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এর ১০ম টাইগার্স পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এর ১০ম টাইগার্স পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৫৩। **বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস (মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান:** গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ-এ মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বর্ণিত সেনানিবাস উদ্বোধন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস (মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস (মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ) এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শন বই স্বাক্ষর

৫৪।	গত ০৬ জুন ২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক সাভার সেনানিবাস এলাকায় মিট প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে যা আগামী তিন অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হবে।

**<u>উপসংহার</u>**

৫৫।	দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বপরিমন্ডলে আজ একটি অতি পরিচিত ও গর্বিত নাম। সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ যেকোন অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত।

# বাংলাদেশ নৌবাহিনী

**ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন (ক্রমিক-১)**

১। **বানৌজা শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ:** কক্সবাজারস্থ পেকুয়া এলাকায় একটি স্থায়ী সাবমেরিন ঘাঁটি (বানৌজা শেখ হাসিনা) নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং চীনের Poly Technology Inc. (PTI)-এর সাথে মোট ০৫ (পাঁচ) অর্থবছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বানৌজা শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটিটি সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় নৌবাহিনীর সকল অপারেশনাল কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও, ঘাঁটিটি নির্মাণের ফলে পেকুয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত ঘাঁটিটি গত ২০ মার্চ ২০২৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি এর কমিশনিং

২। **বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি নির্মাণ:** পায়রা সমুদ্র বন্দরসহ গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত পটুয়াখালী জেলাস্থ রাবনাবাদে নৌ ঘাঁটি 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' এর নির্মাণ কাজ গত ১৯ নভেম্বর ২০১৩ এ শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত ঘাঁটির অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ইত:মধ্যে ৭১.৫০ শতাংশের অধিক সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত ঘাঁটিটি গত ১২ জুলাই ২০২৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে বানৌজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটি এর কমিশনিং

৩। **কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট), মোংলা এর অবকাঠামো উন্নয়ন:**মোংলা সমুদ্র বন্দরসহ গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজ, ফিশিং ট্রলার ও বোট এবং ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত অন্যান্য মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ছাড়াও, মোংলা নৌ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জাহাজসমূহের অনুকূলে নিরাপদ বার্থিং, আবাসন, চিকিৎসা, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করার নিমিত্ত কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট), মোংলা এর অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ গত ২২ মার্চ ২০২২ শুরু হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে।

৪। **চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

ক। **কার্যসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:**

(১) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম কাপ্তাই ঘাঁটিস্থ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ০২ তলা ভিত সম্প্রসারণের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বানৌজা ঈসা খান এর আওতাধীন আরআরবিতে নির্মাণাধীন ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) বানৌজা ঈসা খান নাবিক কলোনী-২ এ ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) বানৌজা উল্কায় ০৬ তলা ভিতসহ ডিটেনশন কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) বানৌজা উল্কায় বিএসডি চট্টগ্রামের জন্য ২ তলা ভিতসহ ওয়্যার হাউজ নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) বানৌজা উল্কার মিসাইল ষ্টোরিং এর জন্য ০২টি ইগলু নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) বানৌজা ঈসা খান এ বিদ্যমান সুইমিংপুল এর গ্যালারীর অবশিষ্টাংশ এবং গ্যালারীর উপর ষ্টীল স্ট্রাকচার দ্বারা শেড নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

খ। <u>চলমান প্রকল্পসমূহ</u>।

(১) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই ঘাঁটিতে নির্মাণাধীন ৪০০ জন নাবিকের জন্য ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট এসএম ব্যারাক এর নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই ঘাঁটিতে ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট জেসিও'স ব্যারাক এর নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাইয়ে ১০০ মিটার ফায়ারিং রেঞ্জ ও রেঞ্জ অফিস এর নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই ঘাঁটিস্থ সেইলর্স কলোনীতে পিও'স এবং তদনিম্নদের জন্য ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট বাসস্থান নির্মাণ কাজ ৭৯% সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম, কাপ্তাই ঘাঁটিস্থ ওয়ার্ড রুম, বোটপুল ও জেসিও'স মেস এলাকায় মাটিধ্বস রোধকল্পে ফেরোসিমেন্ট ঢালাইকরণের কাজ ৫০% সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) বানৌজা ঈসা খান এ ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট গার্ডরুম নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) বানৌজা ঈসা খান এ এমইএস(নৌ) এলাকায় ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন এর নির্মাণ কাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(৮) বানৌজা উল্কায় ১টি সারফেস টু এয়ার মিসাইল টেষ্ট হল নির্মাণ কাজ ৪৮% সম্পন্ন হয়েছে।

(৯) নেভাল ষ্টোরস ডিপোর জন্য ০২ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়্যার হাউজ এর নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।

৫। **ঢাকা নৌ অঞ্চলের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** ঢাকা নৌ অঞ্চলের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

ক। **কার্যসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:**

(১) নৌসদরস্থ এমটি পুল এলাকায় আবাসন ও বেইজমেন্ট সুবিধাসহ ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট কার পার্কিং নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(২) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বিদ্যমান সাব-ষ্টেশন-১ ভবনের সামনের দিকে আনুষঙ্গিক সম্প্রসারণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৩) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে আনুষঙ্গিক কাজ ও ফিটিং/ফিক্সারসহ এসএম ব্যারাক ফিডার বক্স থেকে বিএসডি সাব-ষ্টেশন পর্যন্ত বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ব্যবস্থাকরণ প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৪) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির দক্ষিণ গেইট থেকে রাজউক লেক ব্রিজ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক কাজসহ আরসিসি রোড, রিটেইনিং ওয়াল, ফুটপাথ এবং গেইট নির্মাণকরণ প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৫) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির উত্তর দিকে ১টি সেন্ট্রিপোষ্ট ও আনুষঙ্গিক কাজসহ আসবাবপত্র এবং ১টি ষ্টীল গেইট নির্মাণকরণ প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৬) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির উত্তর পার্শ্বের গেইট সংলগ্ন স্থানে আনুষঙ্গিক কাজসহ ০৩ তলা মসজিদ নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৭) বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির দক্ষিণ পার্শ্বের সাউথ গেইট সংলগ্ন স্থানে আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক কাজসহ ০৩ তলা ভিত বিশিষ্ট গার্ডরুম এর নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৮) খিলক্ষেত বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে ১৩৮ জন অফিসারের জন্য আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক কাজসহ ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ওয়ার্ডরুম এর নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(৯) বানৌজা হাজী মহসীনে আনুষঙ্গিক কাজসহ পশ্চিম গেইট এবং দক্ষিণ গেইট নির্মাণ এর কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(১০) বানৌজা হাজী মহসীনে আনুষঙ্গিক কাজসহ ৩০,০০০.০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূগর্ভস্থ ফুয়েল ট্যাংক এবং ২টি ফুয়েল ডিসপেনসিং ইউনিট সরবরাহ ও স্থাপনকরণ প্রকল্পের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(১১) বানৌজা হাজী মহসীনে আনুষঙ্গিক কাজসহ ২ তলার ভিত বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণকরণ প্রকল্পের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(১২) মিরপুর-১৪ এ অবস্থিত লালাসরাই নাবিক কলোনীতে স্টোরেজ ও একক আবাসন সুবিধাসহ ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট রেশন ইস্যু পয়েন্ট (আরআইপি) নির্মাণ কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে।

(১৩) শাহীনবাগ নৌ এলাকায় ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবন এর নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

খ। **চলমান প্রকল্পসমূহ।**

(১) নারায়নগঞ্জে অবস্থিত নৌ ইউনিট পাগলায় ০৫ তলা ভিতবিশিষ্ট এসএম ব্যারাকে বিদ্যমান ১ম তলার উপরে আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৫ম তলা পর্যন্ত উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ ৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বানৌজা হাজী মহসীনে আবাসন, গ্যালী, ডাইনিং হল, ষ্টোর, আসবাবপত্র এবং আনুষঙ্গিক কাজসহ ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কাজ ৯২% সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) বানৌজা হাজী মহসীন এ বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও আনুষঙ্গিক কাজসহ ২ এমভিএ সাব-ষ্টেশন নির্মাণ এবং ডিপোজিট ওয়ার্কের মাধ্যমে ১১ কেভি এক্সপ্রেস ফিডারের বন্দোবস্তকরণ প্রকল্পের কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(৪) শাহীনবাগ নৌ এলাকায় আবাসন ও অফিসের আনুষঙ্গিক কাজসহ ১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ কাজ ৯১% সম্পন্ন হয়েছে।

৬। **খুলনা নৌ অঞ্চলের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** খুলনা নৌ অঞ্চলের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

ক। **কার্যসমাপ্ত প্রকল্পসমূহ**।

(১) বানৌজা শের-ই- বাংলা ঘাঁটিতে সম্মুখ রাস্তাসহ ০১টি হেলিপ্যাড নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বানৌজা মোংলা দিগরাজে আনুষঙ্গিক কাজসহ ০৩ তলা ভিত বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

খ। **চলমান প্রকল্পসমূহ**।

(১) বানৌজা তিতুমীরে আনুষঙ্গিক কাজসহ ০৮ তলা ভিত বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বানৌজা তিতুমীরে নীচ তলা পার্কিং এবং অন্যান্য সুবিধাসহ ১৫ তলা ভিত বিশিষ্ট 'বি' টাইপ ও 'সি' টাইপ অফিসার্স বাসস্থান নির্মাণ কাজ ২৬% সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) বানৌজা তিতুমীরে ০৩ তলা ভিত বিশিষ্ট কমখুল অফিস ভবনের উত্তর অংশের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।

**সংগঠন ও ক্রয় এবং ফোর্সেস গোল ২০৩০ (ক্রমিক-২ এবং ১২)**

৭। **নির্মাণাধীন ০৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট্:** ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশীয় শিপইয়ার্ডসমূহে জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় গত ১৯ মে ২০১৯ এ খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এবং ডিজিডিপি এর মধ্যে ০৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট্ নির্মাণের নিমিত্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত ০৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট্সমূহের মধ্যে ০৪টি (বানৌজা শহীদ দৌলত, শহীদ ফরিদ, শহীদ মহিবুল্লাহ ও শহীদ আক্তারউদ্দিন) ইত:মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্যাট্রোল ক্রাফট্টির (বানৌজা বিশখালী) লঞ্চিং সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। টেস্ট ট্রায়াল শেষে উক্ত প্যাট্রোল ক্রাফট্টি আগামী সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তরকৃত ০৪টি প্যাট্রোল ক্রাফট্ গত ১২ জুলাই ২০২৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে ০৪টি প্যাট্রোল ক্রাফট্ (বানৌজা শহীদ দৌলত, শহীদ ফরিদ, শহীদ মহিবুল্লাহ, শহীদ আক্তার উদ্দিন) এবং ০৪টি ল্যান্ডিং ক্রাফট্ ইউটিলিটি (বানৌজা ডলফিন, তিমি, টুনা ও পেঙ্গুইন) এর কমিশনিং

৮। **০২টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট্ (এমপিএ) ক্রয়:** নেভাল এভিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৭ মার্চ ২০১৭ RUAG Aerospace Services GmbH, Germany এর সাথে ০২টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট্ (এমপিএ) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত এমপিএ ০২টি'র মধ্যে ০১টি গত ২৬ নভেম্বর ২০২১ এবং অন্যটি ১৯ জুলাই ২০২২ জার্মানী হতে বাংলাদেশে এসে পৌছে। উক্ত এমপিএ ০২টি গত ৩০ অক্টোবর ২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিটিসি এর মাধ্যমে নৌবাহিনীতে ৩য় এবং ৪র্থ মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট্ সংযোজন অনুষ্ঠানে সালাম গ্রহণ করছেন

৯। **<u>০৩টি Landing Craft Tank (LCT) নির্মাণ</u>**। দেশীয় শিপইয়ার্ডে ০৪ (চার) অর্থবছরে ০৩টি এলসিটি নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০১ জুন ২০২২ খুলনা শিপইয়ার্ডের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে উক্ত ০৩টি এলসিটি এর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে।

১০। **<u>০৩টি Diving Boat নির্মাণ</u>**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সোয়াডস্ কমান্ড এর ডাইভিং এন্ড স্যালভেজ গ্রুপের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এ ০৩টি Diving Boat এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১১। **<u>০২টি Utility Helicopter ক্রয়</u>**। নেভাল এভিয়েশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৩ (তিন) অর্থবছরে ০২টি Utility Helicopter ক্রয়ের নিমিত্ত গত ২৩ জুন ২০২২ এ Leonardo S.P. A. Italy এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ০২টি Utility Helicopter ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত Helicopter ০২টি আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে নেভাল এভিয়েশনে সংযোজিত হবে বলে আশা করা যায়।

<u>মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (ক্রমিক-৩)</u>

১২। <u>নৌসদস্যদের দেশে প্রশিক্ষণ</u>। দেশে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণে গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৭টি পেশাগত কোর্সে মোট ৫৪২৯ জন (৫৮৪ জন কর্মকর্তা, ৩১২৯ জন নাবিক, ১৫০ জন ক্যাডেট, ১৯৫ জন মিডশীপম্যান ও ৫১ জন অসামরিক কর্মচারী) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও, বর্তমান ৮৯টি পেশাগত কোর্সে ১১৬ জন কর্মকর্তা, ১৪৪৪ জন নাবিক, ১২০ জন ক্যাডেট, ১৫২ জন মিডশীপম্যান ও ০৩ জন অসামরিক কর্মচারী প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

১৩। <u>নৌসদস্যদের বিদেশে প্রশিক্ষণ</u>। গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৫৭টি পেশাগত প্রশিক্ষণে ২৯৫ জন নৌসদস্য (১৮০ জন কর্মকর্তা, ১৪৪ জন নাবিক ও ০১ জন অসামরিক কর্মচারী) বন্ধু প্রতীম দেশসমূহ হতে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও, বর্তমানে ৬১ জন নৌসদস্য (৪৫ জন কর্মকর্তা, ০৬ জন মিডশীপম্যান, ০১ জন অফিসার ক্যাডেট ও ০৯ জন নাবিক) বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

১৪। **বিদেশী নৌসদস্যদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ**। বিভিন্ন বন্ধু প্রতীম দেশ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নৌসদস্যদের বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬ জন বিদেশী নৌসদস্য (১৩ জন কর্মকর্তা ও ০৩ জন নাবিক) বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং বর্তমানে মোট ০৩ জন বিদেশী কর্মকর্তা, ০৭ জন ক্যাডেট ও ০৪ জন নাবিক প্রশিক্ষণরত রয়েছেন।

১৫। **নৌবাহিনীতে অন্যান্য বাহিনীর এবং সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেনাবাহিনী হতে ২৯ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন সৈনিক এবং বিমান বাহিনী হতে ০৬ জন কর্মকর্তা ও ১৫ জন সৈনিক বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও, ফায়ার সার্ভিস ও বিজিবি হতে ২৬ জন বিভিন্ন পদবির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৬। **রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ**।বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে মিডশিপম্যান ২০২২/এ ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২২/বি ব্যাচের শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কুচকাওয়াজে ২০২০/এ ব্যাচের ৩৫ জন এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২২/বি ব্যাচের ০৬ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এছাড়াও, ২০২৩ সালের জুন মাসে মিডশীপম্যান ২০২০/বি ব্যাচের ৪০ জন এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২৩/এ ব্যাচের ০৮ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন।

১৭। **নবীন নাবিক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ**। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বি/২০২২ ব্যাচের নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ গত ৩০ নাভেম্বর ২০২২ এবং এ/২০২৩ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ গত ৩১ মে ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান উক্ত কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। বুট ক্যাম্প প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সর্বমোট ১৫৪৪ জন নবীন নাবিক পাসিং আউট প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন।

১৮। **মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স**। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এমআইএসটি, বিইউপি, বিএসএমআরএমইউ এবং বিএসএমআরএএইউ'তে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৩২ জন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা মাস্টার্স ডিগ্রীতে অধ্যায়নরত রয়েছেন।

১৯। **নেভাল ইন্সটিটিউট অব টেকনিক্যাল (এনআইটি)**। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বাকাশিবো) অধীনে নৌবাহিনীতে কর্মরত ০৫ (পাঁচ)টি টেকনিক্যাল শাখার ৪১৮ জন নাবিক বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে ভর্তি হয়।

২০। **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অধীনে এইচএসসি (নিশ-১)**। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অধীনে এইচএসসি (নিশ-১) প্রোগ্রামে নৌবাহিনীতে কর্মরত ১২১১ জন নাবিক ভর্তি হয়।

২১। **বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সোয়াড্স কমান্ড, সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া**। গত ২১ মে থেকে ১৪ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সোয়াড্স কমান্ড, সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া 'এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক-৪০' চট্টগ্রামস্থ নৌ ঘাঁটি বানৌজা নির্ভীক এ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত ২১ মে ২০২৩ এ যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়ার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সু-সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি উভয় দেশের স্পেশাল ফোর্সসমূহের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

সোয়াড্স্ কমান্ড, সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড এবং যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে অতিথিদের ফটোসেশন

আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা (ক্রমিক-৪)

২২। **ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ-২০২২ (IFR-2022) আয়োজন**। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কক্সবাজারের ইনানীতে ০৬-০৯ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত দেশে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত আমাদের বৈদেশিক নীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ-২০২২ এর মূলমন্ত্র ছিল "সীমান্তের বাইরে বন্ধুত্ব" (Friendship Beyond the Horizon)। ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে IFR-2022 এর উদ্বোধন করেন। IFR-2022 এ বিশ্বের মোট ২৮টি দেশের নৌবাহিনী প্রধান/উচ্চপদস্থ নৌ প্রতিনিধিগণ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ বিশ্বের ০৬টি দেশের ০৮টি যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট্ ও হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেটিতে অবস্থানকরত বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ আগত বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের নৌবাহিনীর জাহাজ, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার এবং বিশেষায়িত বোট এর অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ ফ্লিট রিভিউ পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন। উক্ত সময়ে জাহাজসমূহ 'জয় বাংলা' স্লোগানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। IFR-2022 বিশ্বের বিভিন্ন বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক এবং পারস্পারিক সহযোগিতা উন্নয়নের পথকে আরো সুগম করবে।

আইএফআর-২০২২ এ আগত অতিথিগণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

আইএফআর-২০২২ এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফটোসেশন

২৩। **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন**। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাসে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Maritime Task Force (MTF)-এ মে ২০১০ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুইটি যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওসমান এবং মধুমতি যোগদান করে। পরবর্তীতে, মে-জুলাই ২০১৪ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুইটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল উক্ত জাহাজদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়। বর্তমানে ১টি জাহাজ বানৌজা সংগ্রাম (ব্যানকন-১৩ কন্টিনজেন্ট) ১১০ জন জনবলসহ ইউনিফিল (লেবানন) এ মোতায়েন রয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ গর্বিত অংশীদার। দেশের জলসীমাকে শত্রুমুক্ত রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাতিসংঘের প্রয়োজনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নৌসদস্য

এবং যুদ্ধজাহাজসহ নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট/ইউনিট প্রেরণ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যগণ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন শান্তি বিঘ্নিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সংগ্রাম মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের অংশ হিসেবে United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) এ মোতায়েন ছিল। এছাড়াও, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশ ফোর্স মেরিন ইউনিট (ব্যানএফএমইউ) মোতায়েন ছিল। বর্ণিত অর্থবছরে নৌবাহিনীর ৬৫ জন কর্মকর্তা ও ২৮৪ জন নাবিক কন্টিনজেন্ট সদস্য, মিলিটারি অবজারভার এবং স্টাফ অফিসার হিসেবে সফলতার সাথে মিশন সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে ০৮টি মিশনে ৭৩ জন কর্মকর্তা ও ২৭৯ জন নাবিক অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫২ জন নৌসদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। জাতিসংঘ মিশনে মোতায়েন বাবদ বাংলাদেশ নৌবাহিনী গত অর্থ বৎসরে প্রায় ১৭১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে দেশমাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ।

২৪। <u>মাননীয় নৌবাহিনী প্রধানের সাথে রিপাবলিক অফ কোরিয়ার নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ</u>। রিপাবলিক অফ কোরিয়ার নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এডমিরাল লী জং-হো গত ২৮ মে ২০২৩ এ নৌবাহিনী সদর দপ্তরে মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদরে পৌঁছালে নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এছাড়া, কোরিয়ান নৌবাহিনী প্রধান শিখা অনির্বাণে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে নৌবাহিনী প্রধান বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সুসম্পর্কসহ নৌসদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

২৫। <u>ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ</u>। গত ১৮ জুলাই ২০২২ সফররত ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান মনোজ পান্ডে নৌ সদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতকালে নৌবাহিনী প্রধান ভারতীয় সেনাপ্রধানের সাথে পারস্পরিক কৌশল বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ সফরের জন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। সৌজন্য সাক্ষাতকালে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও, তাঁরা বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এবং সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৬। <u>রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান এর বাংলাদেশ সফর</u>। রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-গোফায়েলি ০৬ মার্চ ২০২৩ এ চার দিনের সরকারী সফরে বাংলাদেশে আসেন। সফরের অংশ হিসেবে নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এর সাথে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে নৌবাহিনী প্রধান বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের সুসম্পর্কসহ নৌসদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

২৭। <u>যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ **HMS TAMAR** শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আগমন</u>। গত ১৫-২২ জানুয়ারি ২০২৩ যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ HMS TAMAR শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশ আগমন করে। নির্ধারিত কর্মসূচি শেষে ২২ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করার সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়া PASSEX এ অংশগ্রহণ করে।

২৮। <u>জাপান মেরিটাইম সেলফ্ ডিফেন্স ফোর্স **(JMSDF)** এর দুটি যুদ্ধজাহাজ **JS URAGA** ও **JS AWAJI** শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আগমন</u>। গত ০৯-১২ এপ্রিল ২০২৩ জাপান মেরিটাইম সেলফ্ ডিফেন্স ফোর্স (JMSDF) এর দুটি যুদ্ধজাহাজ JS URAGA ও JS AWAJI শুভেচ্ছা সফর এবং নির্ধারিত কর্মসূচী শেষে ১২ এপ্রিল ২০২৩ বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করার সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়া PASSEX এ অংশগ্রহণ করে।

২৯। <u>ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ **INS KILTAN** এর শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আগমন</u>। গত ২০-২২ জুন ২০২৩ ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ INS KILTAN তিন দিনের শুভেচ্ছা সফরে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করে। শুভেচ্ছা সফর এবং নির্ধারিত কর্মসূচী শেষে ২২ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক মহড়া PASSEX এ অংশগ্রহণ করে।

৩০। <u>**'Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)'** শীর্ষক আন্তর্জাতিক **Workshop**-২০২২</u>। গত ২৪ আগস্ট ২০২২ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় 'Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Workshop-2022' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Workshop এ (IONS) এর সদস্য রাষ্ট্র ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কেনিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং তিমুরলেস্তে ও বাংলাদেশসহ ১১টি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Cooperative Approaches for Effective HADR Operations in the Indian Ocean Region"। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় HADR এর Workshop আয়োজনের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির HADR এর Co-Chair এর দায়িত্ব পালন করছে।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম (ক্রমিক-৫)

৩১। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে বিভিন্ন উপজেলায় পাকা ও সিআইসিটি ব্যারাক হাউজ নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ঘটিভাঙ্গায় ছিন্নমূল জনগণের জন্য নির্মিত ১৪টি ব্যারাক হাউজ, ১১ এপ্রিল ২০২৩ এ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় ৬০টি পাকা ব্যারাক হাউজ, ২৪ মে ২০২৩ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় ৯৬০টি পরিবারের জন্য নির্মিত পাকা ১৯২টি ব্যারাক হাউজ এবং ২৫ জুন ২০২৩ চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় ৭২টি পাকা ব্যারাক হাউজ গৃহহীন ও স্থানীয় প্রশাসনের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

৩২। নৌবাহিনী জাহাজযোগে বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ভাসানচর স্থানান্তর। আগস্ট ২০১৭ এর শেষার্ধে মায়ানমারের নৃশংস সামরিক অভিযান ও অত্যাচারে রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ মায়ানমার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যার ফলে, আনুমানিক ৮ লক্ষ এর অধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাস্তুচ্যুত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উক্ত Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) শরণার্থীদের কক্সবাজারে এবং কিছু অংশকে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভাসান চরে অস্থায়ী বসবাসের নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কয়েকটি ধাপে ২,৪৩৭ জন রোহিঙ্গাকে নৌবাহিনীর জাহাজ এবং নৌসদস্যদের সহায়তায় ভাসানচরে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে।

নৌবাহিনীর জাহাজ যোগে রোহিঙ্গাদের প্রথম দলের ভাসানচওে গমন

৩৩। সিলেটে বন্যা কবলিত এলাকায় নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট মোতায়েন। সিলেট বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের ফলে বন্যা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হওয়ায় সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে পানিবন্দী লোকদের উদ্ধার ও মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে গত ১৭ জুন ২০২২ হতে ১৬ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট, বোট ও ডুবুরী দলসহ ২২টি উদ্ধারকারী হাইস্পিড বোট এবং ২০ জুন হতে ০৫ জুলাই পর্যন্ত ০৩টি জাহাজ (এলসিভিপি) মোতায়েন করা হয়। মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে ০১-১৫ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত বন্যা দুর্গত এলাকায় ৩৬৪০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ২টি গরু কোরবানিকরত ২৫৬টি পরিবারের মাঝে মাংস বিতরণ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীসহ ০৩টি কোরবানির গরুর মাংস ৪৩০০টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার এবং ১০,৫৫০ জনের মাঝে প্রস্তুতকৃত খাবার বিতরণ করে। এছাড়াও, মাননীয় নৌবাহিনী প্রধান গত ১৯ জুলাই ২০২২ গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে নৌবাহিনীর সকল সদস্যদের একদিনের সমপরিমাণ বেতন এবং নৌবাহিনী পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।

৩৪। নৌবাহিনী কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রান সহায়তা প্রদান।

ক। ‘ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং’ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সেন্টমার্টিন এলাকায় মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২৬ অক্টোবর ২০২২ এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক ৫০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

খ। গত ১৪ মে ২০২৩ এ 'ঘূর্ণিঝড় মোখা' সেন্টমার্টিন এলাকাসহ মায়ানমারের Sittwe উপকূলে আঘাত হানে। 'ঘূর্ণিঝড় মোখা' মোকাবেলায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারীদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য সতর্ক করার পাশাপাশি ৫১০ জন দ্বীপবাসীকে ফরওয়ার্ড বেইজ সেন্টমার্টিন এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী আশ্রয় প্রদান করে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেন্টমার্টিন মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সেন্টমার্টিন দ্বীপের ক্ষতিগ্রস্ত ৯ শতাধিক দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ঔষধ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সমুদ্র জয় ঘূর্ণিঝড় দূর্গত এলাকায় ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৩ জুন ২০২৩ ১৫০ সেট তাঁবু, ১০৮ মে. টন শুকনা ও অন্যান্য খাবার এবং ৪.৩ মে. টন ঔষধ সামগ্রী নিয়ে মায়ানারের ইয়াংগুন বন্দর এ পাঠানো হয় ।

৩৫। **উদ্ধার অভিযান**। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে ৩৭ জন জীবিত এবং ৩৫ জন মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে।

৩৬। **নৌবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান**। গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বানৌজা সমুদ্র জয় কর্তৃক সেন্টমার্টিন দ্বীপে সারাদিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে ৪৮৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে নির্দেশনাও দেওয়া হয়। এছাড়াও, সেন্টমার্টিন বিচ এরিয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে প্রচারনার অংশ হিসেবে বিপুল পরিমান প্লাষ্টিক বর্জ্য কুড়িয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা হয়। পাশাপাশি, গত ০৪ এপ্রিল ২০২৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সমুদ্র জয় কর্তৃক সেন্টমার্টিন দ্বীপে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ক্যাম্পেইনে সেন্টমার্টিনের প্রায় ১০০টি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ঔষধ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩৭। **অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম**। উপরোল্লেখিত কার্যক্রম ছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিম্নবর্ণিত কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেঃ

ক। নৌবাহিনীতে কর্মরত সামরিক ও অসামরিক সদস্যদের জন্য উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।

খ। চিকিৎসা ও মৃত্যুজনিত আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান।

গ। ধর্মীয় উৎসব/অনুষ্ঠান পালনে সহায়তা প্রদান।

ঘ। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেসিও'স. পিও'স ও নাবিক এবং তাদের স্ত্রীদের ভাতা প্রদান।

ঙ। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রদান।

চ। নৌসদস্যদের পবিত্র হজ্ব পালনের ব্যয় নির্বাহ।

**তথ্য প্রযুক্তির খাতে উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম (ক্রমিক-৬ ও ৭)**

৩৮। **নৌবাহিনীতে বিভিন্ন কাস্টমাইজড় সফট্ওয়্যার চালুকরণ**। তথ্য ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের সফট্ওয়্যার এবং ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

| ক্রমিক | সফটওয়্যারের নাম | কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১। | Training Management Software | বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি Training Management সফট্ওয়্যার দ্বারা করা হয়। |
| ২। | E-Book Software | যে কোন স্থান হতে সহজে ল্যাপটপ/ডেস্কটপ দ্বারা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সকল বই/পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পিডিএফ আকারে পড়া যায়। |
| ৩। | Hospital Management Software | বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার দুর্ভোগ লাঘব, দ্রুত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ, ঔষধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, সরকারী অর্থ অপচয় রোধে আগত/নির্ভরশীল রোগীদের ডাটা সংরক্ষণ, দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ই-প্রেসক্রিপসন প্রভৃতি কাজে সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। |
| ৪। | BNOIP Software | বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত ও চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য BNOIP Software এর মাধ্যমে সহজে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। |

| ক্রমিক | সফটওয়্যারের নাম | কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ৫। | Digital Vehicle Management Software (DVMS) | যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন ও চলাচলে সাশ্রয় ও প্রতারণা রোধ, নজরদারী বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজে নির্ভুলতা ও গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার হচ্ছে। |
| ৬। | Items Information and Monitoring Software | প্রধান পরিদর্শক নেভাল ষ্টোরস কার্যালয় কর্তৃক নৌবাহিনীর জন্য ক্রয়তব্য আইটেমসমূহ সুচারুরূপে পরিদর্শন, অর্থবছর ভিত্তিক মোট চুক্তি/ক্রয়াদেশের প্রাপ্যতা, মিমাংসিত/অমিমাংসিত চুক্তিপত্রের পরিমান নির্ধারণ এবং সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীকে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আইটেমের সর্বশেষ অবস্থা অবহিত করা হচ্ছে। |
| ৭। | BN Ashar Alo Website | বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত আশার আলো প্রতিষ্ঠানটির অনলাইন ভিত্তিক প্রচার-প্রচারনার লক্ষ্যে BN Ashar Alo ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হয়। |
| ৮। | BNHOC Website | বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রস্তুতকৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিরিজের চাট এবং এনপিসমূহ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেরিটাইম সংস্থাসমূহকে তথ্য প্রদানের জন্য BNHOC Website প্রকাশ করা হয়। |
| ৯। | Website for International Fleet Review (IFR) 2022 | বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক গত ০৬-০৯ ডিসেম্বর ২০২২ এ কক্সবাজারস্থ ইনানী এলাকায় IFR-2022 অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল (নৌবাহিনী প্রধান ও কোস্টগার্ড/সমমান প্রধানগণ সস্ত্রীক ও ডেলিগেশনসহ) এবং নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজসমূহ অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও, IFR-2022 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশে অবস্থিত দূতাবাস হাইকমিশনের এ্যামবাসেডর, DA/MA অংশগ্রহণ করেন। এসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এ ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে অবহিতকরণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়। |
| ১০। | Genform Automation Software | বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত অফিসার ও নাবিকগণের জেনফর্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য Genform Automation Software নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ১১। | BN Personnel Database Software | নৌবাহিনীর সার্বিক জনবলের পরিসংখ্যানের জন্য বিএন পার্সোনেল ডাটাবেজ সফটওয়্যার (BN Personnel Database Software) নির্মাণ করা হয়েছে। |

এছাড়াও, উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নিম্নে বর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছেঃ

| ক্রমিক | কর্মকান্ডের নাম | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১। | লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ | ক। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নৌবিদ্যা সম্পর্কিত Unclassified BR/ Document/Manual নৌ সদস্যবৃন্দের সহজে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইনে Accessible রয়েছে। এরফলে, নৌসদস্যগণ অতিসহজে বিবিধ Naval Professional বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। এপ্রেক্ষিতে, Unclassified Document সমূহ নৌবাহিনীতে অভ্যন্তরীণভাবে WAN/LAN-এ অথবা Online-এ Upload করার মাধ্যমে নৌসদস্যদের জ্ঞান চর্চার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।<br>খ। পাঠক অন-লাইনে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।<br>গ। পাঠক অন-লাইনে বইয়ের চাহিদা প্রেরণ করতে পারবেন।<br>ঘ। যেকোন স্থান থেকে লাইব্রেরীর বই সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন।<br>ঙ। বই আদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজ হবে এবং সময়ের অপচয় রোধ হবে। |
| ২। | বিএন স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন অনলাইনে প্রদান | ক। সময় অপচয় রোধ।<br>খ। মানসিক চাপ কমানো। |
| ৩। | বেতন, পেনশন, হিসাব এবং বিলিং Management Software চালুকরণ | বিগত ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল স্তরের কর্মকর্তা, নাবিক ও এমওডিসি (নৌ) গণের বেতন-ভাতা, পেনশন ও একাউন্টস্ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী Pay, Pension and Accounts Management System (PPAMS) Software এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০১৫ সাল থেকে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ/ঘাঁটি/সংস্থা/অফিসসমূহের সকল প্রকার বিলের কাজ Budget Management Software (BMS) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। |
| ৪। | বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে রসদ ও বস্ত্র সামগ্রী Management Software এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে | বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক, এমওডিসি (নৌ) এবং কর্মচারীদের রসদ ও বস্ত্র সামগ্রী অনলাইনে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে নৌবাহিনীতে কর্মরত সকল সদস্য প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়াই যেকোন ইউনিট হতে রসদ সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়াও, দ্রুত মালামাল সরবরাহ এবং হিসাব কার্যক্রম সহজতর হয়েছে। |
| ৫। | Bangladesh Navy Sailors Information System (BNSIS) | বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাজের গতিশীলতা আনয়ন এবং নৌবাহিনীতে কর্মরত ও অবসর প্রাপ্ত নাবিকদের বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন-নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রমোশন, ইউএন মিশন, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা, মেডেল/ইনসিগনিয়া, প্রশংসাপত্র, অবসর ইত্যাদি তথ্যাদি সংরক্ষণের নিমিত্তে Bangladesh Navy Sailors Information System (BNSIS) সফট্ওয়্যারটি আধুনিকায়ণ (Upgrade) কার্য চলমান। |
| ৬। | নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরীকরণের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান | নৌবাহিনীর বিভিন্ন তথ্যাদি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.navy.mil.bd) নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও, উপযুক্ত প্রার্থী নৌবাহিনীতে অফিসার পদে যোগদানের উদ্দেশ্যে আবেদন ও তৎপরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য পাওয়ার জন্য ( www.joinnavy.mil.bd) ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নৌবাহিনীর বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞাপন, দরখাস্ত, পরীক্ষার ঘোষণা, ফলাফল ইত্যাদি ওয়েবসাইটে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়মিতভাবে প্রদান ও আপডেট করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ওয়েবসাইটে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় তথ্য প্রকাশিত হয়। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জাতিগঠনে ও দুর্যোগকালীন সময়ে নৌবাহিনীর অবদান ও বিভিন্ন কর্মকান্ড জাতীয় অঙ্গনে ও বহিঃবিশ্বের দরবারে অবহিত করা যাচ্ছে। |

৩৯। **<u>সাইবার সিকিউরিটি আইটেম স্থাপন</u>**। বর্তমানে তথ্য ও প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নৌবাহিনীর বিভিন্ন Web Application, Website ও Web Mail Service ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সাইবার আক্রমণ হতে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে নৌবাহিনীতে বিভিন্ন সাইবার সিকিউরিটি আইটেম (Network Firewall, Spam Firewall, Web Application Firewalland Secure Socket Layer ইত্যাদি) স্থাপন করা হয়েছে।

৪০। **<u>ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন</u>**। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে নৌসদর দপ্তরের জরুরি প্রয়োজনে অথবা আপদকালীন সময়ে নির্ভরযোগ্য কমিউনিকেশন হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা মোতাবেক ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং ইকুইপমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নৌ অঞ্চলসমূহের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে ভিডিও টেলিকনফারেন্সিং করা হচ্ছে।

৪১। <u>তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীতব্য কার্যক্রম</u>।

ক। **<u>BN Net স্থাপন</u>**। নৌবাহিনীর নিজস্ব ডাটা নেটওয়ার্ক বা Bangladesh Navy Secure Network (BN Net) স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলে ব্যবহৃত বিভিন্ন সফটওয়্যার ও সার্ভিসের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে BN Net স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

খ। **<u>নৌসদর Local Area Network (LAN) আপগ্রেডেশন</u>**। নৌবাহিনী সদর দপ্তরে ইন্টারনেট সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা পুনঃসংস্কারকরণের প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ। **<u>নৌবাহিনীর জন্য নিজস্ব কমিউনিকেশন সফটওয়্যার তৈরি</u>**। Bangladesh Navy Secure Network (BN Net) স্থাপন কার্য সম্পন্ন হলে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন কনফারেন্সিং অ্যাপস এর পরিবর্তে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নিজস্ব কমিউনিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করে তা নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

**<u>ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত কার্যাবলী (ক্রমিক-৮)</u>**

৪২। বাংলাদেশ নৌবাহিনী তার নিয়মিত সকল অপারেশনাল কর্মকান্ডের পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা প্রদানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিবছর Operation Jatka, Operation Maa Hilsa Preservation, Fisheries Protection অভিযান সফলতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে, যা ইলিশের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি বিদেশি ফিশিং ট্রলার কর্তৃক অবৈধভাবে এদেশের জলসীমায় মৎস্য শিকার এবং IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে।

৪৩। সুনীল অর্থনীতির বিকাশের ফলে সমুদ্রভিত্তিক কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমুদ্র এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। যার মধ্যে মাতারবাড়ী এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল এবং এসপিএম প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রকল্পে নিয়োজিত দেশি বিদেশি ব্যক্তিবর্গ এবং কাজের জন্য আগত বিভিন্ন জাহাজ ও স্থাপনার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী গত ১লা মার্চ ২০১৭ থেকে উক্ত এলাকায় **"অপারেশন ব্লু-গার্ড"** নামক একটি অপারেশন নিয়মিতভাবে পরিচালনা করছে। একই সাথে নৌ কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে উপকূলীয় স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৪৪। বাৎসরিক জরিপ মৌসুমে (অক্টোবর ২০২২-মার্চ ২০২৩) নৌবাহিনীর সকল হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে জাহাজ, বোট ও জনবল পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকূলীয় এবং সমুদ্র এলাকায় হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করে থাকে। হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিকমানের পেপার ও ইলেক্ট্রিক নেভিগেশনাল চার্ট প্রস্তুত করে থাকে। বাংলাদেশে আগত সকল বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত চার্টসমূহ ব্যবহারকরত বন্দরে নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে গমনাগমন করে, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও, সমুদ্রে গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান এবং সমুদ্রে গমনের কাজে নৌবাহিনী সার্বিক সহযোগিতা করছে ।

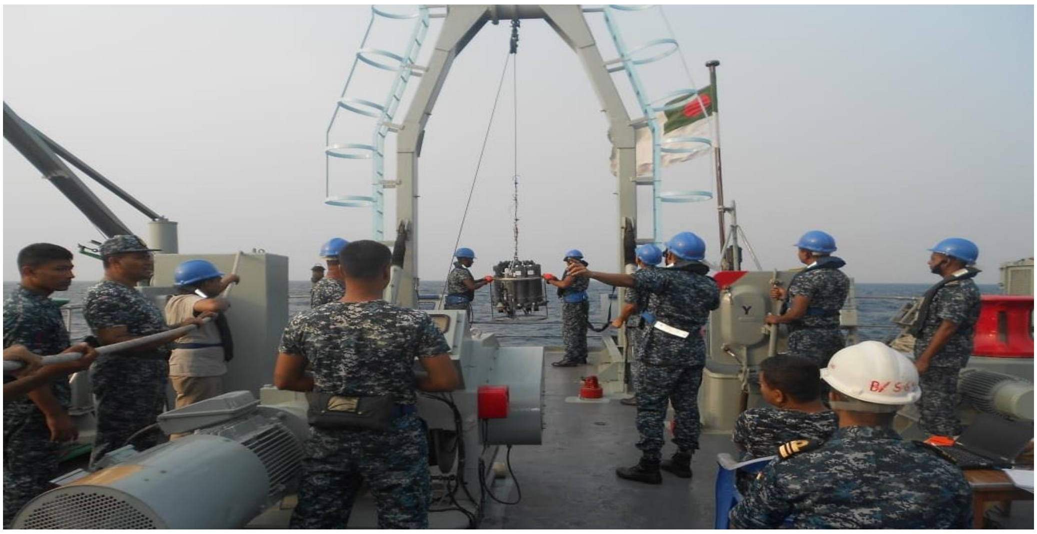

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জরিপ জাহাজ কর্তৃক গভীর সমুদ্রে জরিপ পরিচালনা এবং গবেষণা কার্যে সহায়তা প্রদান

**প্রকাশনা বিষয়ক কার্যক্রম (ক্রমিক-১০)**

৪৫। **নেভি জার্নাল ২০২২**। "নেভি জার্নাল ২০২২" বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাৎসরিক প্রফেশনাল জার্নাল। এ প্রকাশনায় নৌ সদস্যদের পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণালব্ধ আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়েছে।

৪৬। **নৌবাহিনী বার্ষিকী নাবিক ২০২২**। "নাবিক ২০২২" বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রকাশিত একটি বার্ষিকী। এ প্রকাশনায় নৌবাহিনী সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশ করা হয়েছে।

**জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (ক্রমিক-১৪)**

৪৭। **জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার**। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামরিক ও অসামরিক নৌসদস্যদের মাঝে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ, একটি ক্রেস্ট ও একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

৪৮। **শুদ্ধাচার বিষয়ক কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সভা এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন**। সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নৈতিকতা কমিটির বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভা ও প্রেজেনটেশন আয়োজন করা হয়ে থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কেন্দ্রীয় নৈতিকতা কমিটির সভা

**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বিষয়ক কার্যক্রম (ক্রমিক-১৬)**

৪৯। **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) Goal-14.1.1, 14.4.1 ও 14.6.1**। উপকূল বা সমুদ্রে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তথা 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' অনুযায়ী নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি সীমিত পরিসরে বিবেচনাধীন রয়েছে। অন্যদিকে, কোস্টগার্ড আইন ২০১৬ এর আলোকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কর্তৃক সমুদ্রে দূষণ প্রতিরোধে সক্ষম বিশেষায়িত জাহাজ ইতঃমধ্যেই সংযোজিত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তদুপরি, সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সহায়তা চাওয়া হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে বিদ্যমান সক্ষমতা দ্বারা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরি দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই নীতির আওতায়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী In Aid to Civil Power এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ নিয়মিতভাবে উপকূলবর্তী নদী ও সমুদ্রে অভিযান পরিচালনা করছে।

# বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১। **ভূমিকা:** দেশের আকাশসীমা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে কিলো ফ্লাইট গঠনের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতাত্তোর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে ও তাঁর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীকে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ কে সামনে রেখে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উৎকর্ষের জন্য বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিমান বাহিনীর সার্বিক প্রচেষ্টায় এ বহরে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন বিমান, র‌্যাডার এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই শ্লোগানের মর্মবাণীকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে নেয়া উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে।

২। **ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন (রাজস্ব বাজেটের আওতায় গৃহীত পূর্ত প্রকল্প):**

ক। **বাবিবা ঘাঁটি বাশার:**

(১) তেজগাঁওস্থ অফিসার্স মেস এলাকায় পুরাতন বিওকিউ ভেঙ্গে ০১X বেইজমেন্ট ও আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ (১২ তলার ভিত/১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট) বিওকিউ নির্মাণ (৪ পর্বের ১ম পর্ব)।

(২) তেজগাঁও এলাকায় ১X বেজমেন্ট ও আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ বিমান সদরের জন্য (১৪ তলার ভিতসহ ০৫ তলা) ভিওকিউ ও অফিসার্স মেস নির্মাণ।

(৩) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় বিদ্যমান এমওডিসি ব্যারাক পিটি-৩০৭ (৪ তলার ভিত বিশিষ্ট) এর আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৩য় তলার উপর ৪র্থ তলা নির্মাণ করণ।

(৪) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় বিদ্যমান এমওডিসি ব্যারাক ইমারত নং পিটি-২৫০ (৪ তলার ভিত বিশিষ্ট) এর আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ২য় তলার উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ করণ।

(৫) তেজগাঁওস্থ সৌদি কলোনী এলাকায় নির্মাণাধীন এয়ারম্যান ব্যারাক (১৪ তলা ভিত বিশিষ্ট) এর আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৭ তলা হতে ১৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ।

(৬) তেজগাঁও এলাকায় আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন (৪ তলার ভিতসহ ৩ তলা) নির্মাণ।

(৭) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ১ X বেসমেন্ট (৪ তলার ভিতসহ ৪ তলা) মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স নির্মাণ করণ (৩ পর্বের ২য় পর্ব)।

(৮) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় বেজমেন্ট কারপার্কিং ও আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ এয়ার মুভমেন্ট ফ্লাইট, বেইজ অপস্ রুম, অপস্ উইং হেড কোয়ার্টার এবং ব্রিফিং রুমসহ ফ্লাইং উইং হেড কোয়ার্টার ভবন এর (৬ তলার ভিতসহ ৬ তলা) এর জন্য বর্ধিতাংশসহ অবশিষ্ট কাজ করণ।

(৯) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় আনুষঙ্গিক কাজসহ ১২টি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ধারণক্ষম ০১X হ্যাংগারের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ।

(১০) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় টেক্সিওয়ে ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং আসবাবপত্রসহ ২০৮ এমইউ এর জন্য ০১X ওভারহেলিং হ্যাঙ্গার নির্মাণ (দুই পর্বের শেষ পর্ব)।

(১১) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় (৪ তলার ভিতসহ ৩ তলা) ৩১ স্কোয়াড্রন এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ নতুন ভবন নির্মাণ।

(১২) তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় নির্মাণাধীন (৪ তলার ভিতবিশিষ্ট) ১ম তলার অবশিষ্ট কাজসহ ১ম তলার উপর ২য় তলা রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ এবং ডিপো নির্মাণ।

(১৩)	তেজগাঁওস্থ টেকনিক্যাল এলাকায় আনুষংঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ (৩ তলার ভিতসহ ৩ তলা) ঘাঁটি সদর দপ্তর নির্মাণ।

(১৪)	তেজগাঁওস্থ সৌদি কলোনি এলাকায় আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ নীচ তলা ফাঁকা রেখে ১ x ৭২ বিমানসেনা টাইপ বাসস্থান (১৪ তলার ভিতসহ ১০ তলা, প্রতি তলায় ৮টি ইউনিট) নির্মাণ করণ।

(১৫)	তেজগাঁওস্থ ইমারত নং পিটি-২৬২ (এয়ারম্যান ব্যারাক) এর ৩য় তলার উপর আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ ২X রুম নির্মাণকরণ।

(১৬)	তেজগাঁও এলাকায় (৬ তলার ভিতসহ ২ তলা) আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ মেডিক্যাল স্কোয়াড্রন (এমআই রুম) নির্মাণ।

(১৭)	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য বেসমেন্ট ও আনুষংগিক কাজসহ (২ তলার ভিত বিশিষ্ট ২ তলা) কেন্দ্রিয় মসজিদ নির্মাণ (১ম পর্ব)।

(১৮)	বিএএফ স্টেশন শমশেরনগরে আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৮X'বি'/'সি' টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার (নীচ তলায় গ্যারেজ, লিফট ও অন্যান্য সুবিধা সহকারে ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা) প্রতি তলায় ২ টি 'বি' টাইপ ও ২ টি 'সি' টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ।

(১৯)	বিএএফ স্টেশন শমশেরনগরে আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ বিদ্যমান ভিজিটিং অফিসার কোর্য়াটার (ভিওকিউ) ইমারত নং-পিটি-৩৩ (৫ তলার ভিত) এর নীচ তলার উপর ২য় ও ৩য় তলা উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করন।

(২০)	বাবিবা স্টেশন শমশেরনগরে আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ এফসিটিইউ (ফাইটার কন্ট্রোলার ট্রেনিং ইউনিট) এর জন্য ০১ X অফিস ভবন (৬ তলার ভিতসহ ৩ তলা) নির্মাণ।

(২১)	বাবিবা স্টেশন শমশেরনগরে স্টেশন কমান্ডারের জন্য আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ১ X অফিস ভবন নির্মাণ (২ তলার ভিতসহ ২ তলা)।

(২২)	বাবিবা ষ্টেশন শমশেরনগরের জন্য আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ০১X সার্জেন্ট মেস (৫ তলার ভিতসহ ২ তলা সার্জেন্ট ব্যারাক এবং ২ তলার ভিতসহ ২ তলা কুক হাউস, ডাইনিং হল ও উপরে চিত্ত বিনোদন কক্ষ) নির্মাণ।

(২৩)	বাবিবা র‌্যাডার ইউনিট মৌলভীবাজারে ফায়ারিং রেঞ্জ হতে অপস্ এলাকার ভেতর দিয়ে মেইন গার্ডরুম এলাকা পর্যন্ত অবশিষ্ট ২০৪০ মিঃ দৈর্ঘ্য (২.৪ মিঃ উচ্চতা) ফেন্সিং নির্মাণ করণ।

(২৪)	তেজগাঁওস্থ 'কমান্ড এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'কে বাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর।

খ।	**বাবিবা ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুঃ**

(১)	আনুষঙ্গিক এবং আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ২১৪ এমআরও ইউনিট এর জন্য ১ × হ্যাংগার নির্মাণ (দুই পর্বের শেষ পর্ব)।

(২)	ক্যাটারিং ফ্লাইট হতে ২০১ এমইউ পর্যন্ত আনুষংগিক কাজসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

(৩)	'পি' স্কোয়াড্রন এর জন্য আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ (৪ তলা ভিতসহ নীচতলার আংশিকসহ নীচতলার উপর ২য় তলা) স্টোর ভবন নির্মাণ।

(৪)	আওতাধীন ৭১ স্কোয়াড্রনের বিদ্যমান বিমানসেনা ব্যারাকের (৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ইমারত নং-৩৮৯) ২য় তলার উপর আভ্যন্তরিন/বাহ্যিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৩য় তলা নির্মান।

(৫)	আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ নীচ তলা ফাঁকা রেখে ০১X ৭২ বিমানসেনা টাইপ বাসস্থান (১৪ তলার ভিতসহ ১০ তলা, প্রতি তলায় ৮টি ইউনিট) নির্মাণ করণ।

(৬)	৪১ স্কোয়াড্রন এর প্রশিক্ষণ শেডের বর্ধিত অংশ নির্মাণ।

(৭)	৪১ স্কোয়াড্রন নয়নপুরে আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক বিষয়ক কাজ এবং আসবাবপত্রসহ (৫ তলা ভিত বিশিষ্ট) সার্জেন্টস ব্যারাক এর ৩য় তলার উপর ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণ।

(৮)	২০৩ এমইউ রাজেন্দ্রপুরে আভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ বিদ্যমান বিওকিউ (ইমারত নং-৫১) এর ২য় তলার উপরে ৩য় তলা নির্মাণ।

(৯)	২০৩ এমইউ রাজেন্দ্রপুরে বিল্ডিং নং- ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৮ এ ০৮×ডাক্ট টাইপ শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র এবং ডিহিউমিডিফায়ার স্থাপন করণ।

(১০)	২০৩ এম ইউ রাজেন্দ্রপুরে ডেঞ্জার এলাকায় গেইট হতে গরুর খামার পর্যন্ত আনুষঙ্গিক কাজসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।

(১১)	মসজিদের পিছনে গাড়ী পার্কিং এর জন্য আনুষংগিক কাজসহ ব্রিক বটমিং প্লাটফর্ম নির্মাণকরণ।

গ।	**<u>বাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজার:</u>**

(১)	নিচ তলা ফাঁকা রেখে আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ অফিস ভবন (২ তলা ভিতসহ ২ তলা) এবং নন-এভিয়েশন পিওএল স্টোর নির্মাণ।

(২)	নীচতলা পার্কিং সুবিধাসহ বিওকিউ ও অফিসার্স মেস (১৩ তলা ভিতসহ ১৩ তলা) এর আনুষঙ্গিক কাজসহ ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করণ।

ঘ।	**বাবিবা ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান:**

(১)	৪ তলার ভিতসহ ১ম তলা রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কসপ এবং ডিপো নির্মাণকরণ।

(২)	বিমানসেনা আবাসিক এলাকায় সুইমিংপুল এর অবশিষ্ট কাজ করণ।

(৩)	আনুষঙ্গিক কাজসহ মেইন গার্ডরুম হতে ১ নং সাব-ষ্টেশন পর্যন্ত ওভারহেড এইচটি এবং মেইন গার্ডরুম হতে বেস হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত ওভারহেড এলটি বৈদ্যুতিক লাইনের পরিবর্তে ভূগর্ভস্থ এইচটি ও এলটি বৈদ্যুতিক ক্যাবল স্থাপন করণ।

(৪)	আনুষংগিক কাজসহ মেইন গার্ডরুম হতে এয়ারম্যান কোয়ার্টার পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ লাইনের মাধ্যমে সড়ক বাতি স্থাপন।

(৫)	আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ক আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ১x৬ 'বি' টাইপ বাসস্থান (৮ম তলার ভিতসহ ৪ তলা, নীচ তলায় কার পার্কিং) নির্মাণ।

(৬)	অফিসার্স আবাসিক এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ করণ।

(৭)	নির্মানাধীণ ১ X ১০৪ ওয়ারেন্ট অফিসার টাইপ বাসস্থান (১৪ তলার ভিতসহ ১৪ তলা) নির্মাণ এর অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করণ।

(৮)	বি বা একাডেমি ট্রেনিং শেড বর্ধিত করণ এবং শেডের চারপাশ প্রতিকুল আবহাওয়ায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধকল্পে বহিঃ বেষ্টনী স্থাপন করণ।

(৯)	বিএএফ শাহীন কলেজ এর পাশের ৩ নং সাব-ষ্টেশন হতে ফরিদপুর চেকপোষ্ট পর্যন্ত রাস্তা প্রসস্থ করণ।

(১০)	বাবিবা সিএন্ডএম ইউনিট লালমনিরহাটে বিমান/হেলিকপ্টারের জন্য আনুষংগিক ও বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ হ্যাঙ্গার নির্মাণ।

(১১)	বাবিবা সিএন্ডএম ইউনিট লালমনিরহাটে আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ ২টি সাব-স্টেশন (৪০০ কেভিএ ও ২৫০ কেভিএ) এবং ২টি জেনারেটর (১৫০ কেভিএ ও ১০০ কেভিএ) স্থাপন।

(১২)	"বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর (বাবিবা) "ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর স্কুল" এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারন প্রকল্প"।

ঙ।	**বাবিবা ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর:**

(১)	২০৭ এমআরও ইউনিট এর পশ্চিম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

(২)	পিডিবি এবং আরইবি কর্তৃক লোড বৃদ্ধি করণ।

(৩)	ভিআইপি হেলিপ্যাড এর দক্ষিণ পার্শ্বে ভূমি উন্নয়ন ও ১ X হেলিপ্যাড নির্মাণ।

(৪)	উক্ত এলাকায় 'এডিসিসি নর্থ' স্থাপন।

চ। **বাবিবা ঘাঁটি জহুরুল হক:**

(১) বেস হেডকোয়ার্টার এর আভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ এডিএ হাট হতে এলএসইডব্লিউ সেকশন পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণসহ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।

(২) ২ পিএন্ডএস ইউনিট এর রাস্তা হতে ইউএভি হ্যাঙ্গার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

(৩) আলাউদ্দিন অডিটোরিয়ামে (ইমারত নং পি-৮৪) এ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করণ।

(৪) সাব-স্টেশন নং-৩ এর জন্য আনুষংগিক কাজসহ ১ x ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপন করণ।

(৫) রক্ষণাবেক্ষণ শাখার পাশে নব নির্মিত টারমাকে গ্রাউন্ড ক্রু'দের জন্য টয়লেট সুবিধাসহ বিশ্রামাগার নির্মাণ।

ছ। **বিমান সদর (ইউ):**

(১) কেন্দ্রীয় ব্যান্ড ও অর্কেস্ট্রা সেকশনের বিদ্যমান ভবনের আনুষংগিক কাজসহ নব নির্মিত অংশের ফিনিশিং কাজ ও ২য় তলার অবশিষ্টাংশ নির্মাণ।

(২) "এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট" এর আওতায় আ প্র প কে, বি বা এর জন্য আনুষংগিক ও বাহ্যিক বিষয়ক কাজসহ সাবষ্টেশন নির্মাণ।

(৩) এয়ারক্রাফট গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক কাজসহ ইউটিলিটি বিল্ডিং (২য় তলার ভিতসহ ১ম তলা), অফিস বিল্ডিং (২য় তলার ভিতসহ ১ম তলা) ও মেশিনারী বিল্ডিং নির্মাণ।

(৪) ঢাকা সেনানিবাসে বিমান বাহিনী প্রধানের বাসভবনের পশ্চিম পার্শ্বে বিদ্যমান নিরাপত্তা দেয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমএস পাইপ ও প্লেটের তৈরী লুবার দ্বারা ফেন্সিং নির্মাণকরণ।

(৫) এমটি পার্ক ও এমওডিসি ব্যারাকের পার্শ্বস্থ এলাকায় ভূমি উন্নয়নসহ ল্যান্ডস্কেপিং করণ।

৩। **সংগঠন ও ক্রয়:**

ক। **এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টার (একক):** দেশের সামগ্রিক আকাশ যুদ্ধের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও আদেশ প্রদানের জন্য একটি কমান্ড সেন্টার এর প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে সর্বজন সম্মত। এরই বাস্তবায়ন হিসাবে গত ১৫ সেপ্টে ২২ তারিখে সরকারি অনুমোদন সহকারে ২৯ জন লোকবল সংবলিত এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টার এর যাত্রা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য এক বিশাল মাইলফলক।

খ। **অ্যারো মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট (এএমআই):** নিরাপদ উড্ডয়ন নিশ্চিত করতে বৈমানিক ও এয়ারক্রুগণের শারিরীক সক্ষমতার প্রশিক্ষণ ও যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসক ও ফিজিওলজিক্যাল ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্টগণের প্রশিক্ষণ এবং মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এর অধীনে মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টগণের প্রশিক্ষণ এ সকল বহুমাত্রিক কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য অ্যারো মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট পুনর্গঠিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বিদ্যমান ৩০টি পদের অতিরিক্ত ২৬টি পদসহ সর্বমোট ৫৬টি পদের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর সরকারি আদেশ গত ২৮ নভে ২২ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

গ। **আয়ূস্কাল উত্তীর্ণ মিসাইলসমুহ এর আয়ূস্কাল বৃদ্ধি কল্পে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে আয়ূস্কাল উত্তীর্ণ মিসাইলসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়ূস্কাল বৃদ্ধির জন্য 213 MRO (U) নামে Maint, Repair and Overhauling Facility সম্পন্ন একটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ইউনিটে আয়ূস্কাল উত্তীর্ণ মিসাইলসমুহ ওভারহলিং এর মাধ্যমে আয়ূস্কাল বৃদ্ধি করার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে, বিগত অর্থ বছরে (২০২২-২৩) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সহিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিসাইলসমুহের খুচরা যন্ত্রাংশ (স্পেয়ার আইটেম) ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত যন্ত্রাংশসমুহ (স্পেয়ার আইটেম) সংগৃহিত হলে নিজ দেশে আয়ূস্কাল উত্তীর্ণ মিসাইলসমুহেরর ওভারহলিং সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে বিশেষ করে মিসাইলসমুহেরর আয়ূস্কাল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সময় সাশ্রয় হবে। সর্বোপরি, বিমান বাহিনীর বাহিনীর টেকনিশিয়ানদের কর্মদক্ষতা ও সমর ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ঘ। **বিমান বাহিনী কেমিক্যাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম (সিডিআরটি) এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়:** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোন কেমিক্যাল দুর্ঘটনা সংঘঠিত হলে উহার বিস্তার রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দ্রুত সময়ে বিমান বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিমান বাহিনী কেমিক্যাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম (সিডিআরটি) গঠন করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে, বিগত অর্থ বছরে (২০২২-২৩) কেমিক্যাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম (সিডিআরটি) এর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে ০২ লাইন আইটেম ক্রয়ের স্থানীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

৬। **রাবারাইজড আইটেমস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট:** সম্প্রতি সময়ে বিমান বাহিনীতে স্থাপিত Rubberized Items Manufacturing Plant বিগত ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের Rubberized item (Seal, Washer, Gasket & Rubber Pad, 'O' Ring) উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের এফ-৭ যুদ্ধ বিমানে ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বিমান বাহিনীর অন্যান্য হেলিকপ্টার ও বিমানের Rubberized item উৎপাদনের কার্যক্রম পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এই সকল Rubberized item বিমান বাহিনীর বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিং কার্যক্রমের প্রয়োজন অনুযায়ী দেশে প্রস্তুত করায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর Rubberized Items Manufacturing Plant এ ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ যেমন Vulcanizing Machine, Low Temparature Impac Tester, Tensile Test Machine, High Tempature Oil Resistence Tester ইত্যাদি Universal বিধায় একই মেশিন দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ (Mould) ব্যবহার করে বিভিন্ন বিমান, হেলিকপ্টার, Heavy aerospace/ special equipment এর জন্য প্রয়োজনীয় Rubberized item প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। তাই উক্ত প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর অন্যান্য যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার ,এ্যারোস্পেস গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট এবং ভেহিক্যাল এর পাশাপাশি Army Aviation এবং Naval Aviation এর চাহিদার প্রেক্ষিতে বিমান ও হেলিকপ্টারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় Rubberized Items দেশে তৈরী করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

**মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক রাবারাইজড আইটেমস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট এর উদ্বোধন।**

প্লান্টে রাবারাইজড আইটেম তৈরিকরণ

চ। **যুদ্ধবিমান ওভারহোল চুক্তি:** গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের অনুমোদিত সংস্থা China National Aero Technology Import and Export Corporation (CATIC) এর সাথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১০টি এফ-৭বিজি১/এফটি-৭বিজি১ যুদ্ধবিমান ওভারহোল করার জন্য ২০-২১ অর্থবছরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির অনুকুলে CATIC কর্তৃক বিমান বাহিনীর সদস্যদেরকে এফ-৭বিজি১/এফটি-৭বিজি১ যুদ্ধবিমান ওভারহোল করণের সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ২১৪ এমআরওইউতে চলমান রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে বিমান বাহিনীর সদস্যগণ স্বয়ংসম্পর্নরূপে এফ-৭বিজি১/ এফটি-৭বিজি১ যুদ্ধবিমান ওভারহোল করতে সক্ষম হবে, যার ফলে পরবর্তীতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

**২১৪ এমআরওইউ'তে প্রশিক্ষণরত বিমান বাহিনী সদস্যগণ**

৪। **মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :**

ক। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে বিমান বাহিনীর ৫২৩ জন কর্মকর্তা, ৩৫৭২ জন বিমানসেনা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩১ জন, নৌবাহিনীর ৭৯ জন, বিজিবি ৩৬ জন ও বন্ধুপ্রতিম দেশসমুহের ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি হতে ৪৩ জন অফিসার ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তা হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত হন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রিক্রুট প্রশিক্ষণ স্কুল হতে ৪৩৫ জন বিমানসেনা এবং এমওডিসি ট্রেনিং স্কুল হতে ৫০ জনসহ মোট ৪৮৫ জন রিক্রুট প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ০১ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে ৬২ জন এয়ার রেজিমেন্ট বিমানসেনা রিক্রুট নিয়োগপ্রাপ্ত হয় এবং ২৮ নভে ২০২২ ইং তারিখে অন্যান্য বিমানসেনার সাথে রিক্রুট ট্রেনিং সফলভাবে সম্পন্ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৬৯ জন এয়ার রেজিমেন্ট বিমানসেনা রিক্রুট নিয়োগপ্রাপ্ত হয়।

গ।	বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এটিআই বিএএফ) বিমানসেনাদের বিভিন্ন কারিগরি ও অকারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সনদপ্রাপ্ত। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান CAAB part 147 “Maint Trg and Exam Org” এর অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ০৪ x টেকনিক্যাল ট্রেড (Afr Fitt, Eng Fitt, E&I Fitt and Radio Fitt) CAAB/EASA এর সাথে সমন্বয় করে ট্রেড ট্রেনিং বেসিক এবং ট্রেড ট্রেনিং এ্যাডভান্স এর সিলেবাস ও বই প্রস্তুত এবং তাদের অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান প্রশিক্ষণ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ঘ।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভারত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, জার্মানী, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, কাজাকিস্তান, ফিলিপাইন, জর্ডান, ইরান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৬১ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন বিমানসেনাকে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বাস্কেটবল দল, ফেডারেশন কাপ টুর্নামেন্ট এ ৩য় স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীসহ মোট ০৯ টি দল অংশগ্রহণ করে। গত ১৪ জুন ২৩ থেকে ২২ জুন ২৩ তারিখ মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত ফাইভ নেশনস বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ জাতীয় দল অংশগ্রহণ করে এবং রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের সদস্য হিসাবে বিমান বাহিনী বাস্কেটবল দলের ০৩ জন খেলোয়াড় (কর্পোর‍্যাল মামুনুর রহমান, এলএসি সজিব কুমার দাস ও এসি-২ ইমদাদুল হক পিয়াস) অংশগ্রহণ করে এবং বিমান বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

চ।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিমান বাহিনীর ০৩ জন হকি খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের সদস্য হিসাবে এশিয়ান হকি কোয়ালিফায়ার্স রাউন্ডে অংশগ্রহণের জন্য ওমান সফর করে এবং উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই অর্থ বছরে এশিয়া কাপে ০২ জন হকি খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় দলে অংশগ্রহণ করে এবং ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করে। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ফ্রানচাইজি হকি লীগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত লীগে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হকি দলের ৯ জন খেলোয়াড় বিভিন্ন দলের হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে। উক্ত লীগে একমি চট্টগ্রাম দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। চ্যাম্পিয়ন দলে বিমান বাহিনী হকি দলের এলএসি সজিব, এলএসি আশরাফ, এসি মেহেদি ও এসি আরশাদ অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হকি দল ভারতের চন্ডিগড়ে ৪র্থ মার্শাল অব দ্যা এয়ার ফোর্স অর্জুন সিং হকি প্রতিযোগিতায় সুনামের সাথে অংশগ্রহণ করে সম্মানজনক ফলাফল অর্জন করেছে।

ছ।	বর্তমানে বিমান বাহিনীর ০৫ জন ভলিবল খেলোয়াড় বাংলাদেশ জাতীয় দলের সদস্য হিসাবে এশিয়া কাপে অংশগ্রহণের জন্য ইরান সফরে রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ভলিবল দলের কর্পোর‍্যাল তীর্থঙ্কর কুমার, কর্পোর‍্যাল ইসমাইল হোসেন, এলএসি জাহিদ হাসান, এসি-২ রাতুল হালদার ও এসি-২ ইব্রাহিম উক্ত দলে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত জাতীয় দলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ০৪ জন ও নৌবাহিনীর ০১ জন খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিমান বাহিনী ভলিবল দলের প্রশিক্ষক সিঃওঃঅঃ মাসুদুল হক নেপালে অনুষ্ঠিত কাভা মহিলা চ্যালেঞ্জকাপ টুর্নামেন্ট এ বাংলাদেশ মহিলা ভলিবল দলের প্রধান প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

জ।	৪র্থ ইয়ুথ ন্যাশনাল আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২২ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৪ তম তীর ন্যাশনাল আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দলের পক্ষে সিমা আক্তার সিমু একটি রৌপ্য পদক অর্জন করে। এছাড়াও উক্ত প্রতিযোগিতায় সিমা আক্তার সিমু ও কর্পোর‍্যাল রাম কৃষ্ণ সাহা যৌথভাবে তাম্র পদক অর্জন করে এবং সিংগাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-৩,২০২৩ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্পোর‍্যাল রাম কৃষ্ণ সাহা বাংলাদেশ দলের পক্ষে তাম্র পদক অর্জন করে।

ঝ।	আন্তঃবাহিনী ফুটবল প্রতিযোগীতা-২০২২ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ফুটবল দল ১৪ বছর পর রানার্স-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সদ্য সমাপ্ত সাফ ফুটবল টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ দল সেমিফাইনাল খেলে। উক্ত খেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফুটবল খেলোয়াড় সৈনিক সুমন রেজা বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

ঞ।	মার্চ ২০২৩, ১২টি দলের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খেলায় বংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উক্ত খেলায় বিমান বাহিনীর কর্পোর‍্যাল মনিরুল চৌধুরী এবং এলএসি সাজিদ চাকলাদার বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

ট।	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ক্রিকেটার ল্যান্স কর্পোর‍্যাল ইবাদত হোসেন চৌধুরী, জিডি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য হিসাবে একই সাথে ক্রিকেটের তিনটি ফরমেটে খেলার সুযোগ লাভ করে। উক্ত বিবা সদস্য দেশে ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ তথা বিমান বহিনীর মর্যাদা বিশ্ব দরবারে বৃদ্ধি করেছে।

৫। আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা।

ক। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে Government of the People's Republic of Bangladesh এবং Government of the state of Qatar এর মধ্যে গত ২৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে দোহায় একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাথে ঢাকায় গত ২৩-২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে ভারতীয় বিমান বাহিনী ও ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে তুরস্ক বিমান বাহিনীর সাথে ২টি Air Staff Talk অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়াও গত ০১-০২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও Pacific Air Force, USA এর সাথে Airmen to Airmen Talk অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ। গত ০৫ জুলাই ২২ তারিখে আফগানিস্তানে ভূমিকম্পের পর মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জরুরী ত্রান সামগ্রী নিয়ে বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান আফগানিস্তানে গমনাগমন করে।

গ। গত ০৮ ফেব্রু ২৩ তারিখে তুরস্কে সংঘটিত ভয়ংকর ভূমিকম্প পরবর্তী বিপর্যস্ত এলাকার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ধার পরিচালনাকারী দল এবং ত্রানসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১টি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান তুরস্ক গমন করে।

ঘ। ১০ ফেব্রু ২৩ তারিখে সিরিয়ায় সংঘটিত ভয়ংকর ভূমিকম্প পরবর্তী বিপর্যস্ত এলাকার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ধার পরিচালনাকারী দল এবং ত্রানসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১টি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান সিরিয়া গমনাগমন করে।

৬। কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

ক। মুক্তিযোদ্ধা ও দুস্থ ভাতা। বিমান বাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে বিমান বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা/পরিবারবর্গের চিকিৎসা এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বিমান বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা (৬৫ বা তদুর্দ্ধ) এবং অন্যান্য (৭০ বা তদুর্দ্ধ) ১২৮২ জন সদস্যদের বয়স্ক ভাতা ও ১৪২১ জন মরহুম বিবা সদস্যদের পত্নীদের দুস্থ ভাতা-২০২২ প্রদান করা হয়।

খ। আর্থিক সাহায্য প্রদান। গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিমান বাহিনীর ৫৮ সদস্য (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) ও তাদের পরিবারবর্গের আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় কল্যাণ পরিষদ সভার মাধ্যমে চিকিৎসা, শিক্ষা, বিবাহ ও মানবিক কারণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও জরুরি বিদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সিএমএইচ ও চিকিৎসা পরিদপ্তর (বিমান) এর সুপারিশক্রমে ১০টি আবেদন নোট অনুমোদনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

গ। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ৩০ জন বিবা সদস্যদের পরিবারকে এককালীন অনুদান ও পেনশন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ০৪ বার) উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়।

ঘ। অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী বিবা সদস্যদের আনুষ্ঠানিক দাফন/সৎকার হিসেবে বিভিন্ন ঘাঁটি/ইউনিট/সেনানিবাসে অর্থ প্রদান করা হয়।

ঙ। বিবা গেজেটভুক্ত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে চাহিত তথ্যের তদন্ত এবং সংশোধনমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী ও এমওডিসি সদস্যদের ঔষধ সরবরাহ। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও এমওডিসি হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং তদ্বীয় পরিবারবর্গের চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহের লক্ষ্যে বিএএসবি কর্তৃক পরিচালিত মেডিক্যাল ডিসপেনসারি স্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২,৫২,৮৪০.০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

৭। তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন।

ক। বিমান বাহিনীর বিমান, র‍্যাডার এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য নিরুপণের জন্য Aircraft, Radar & Weather Info Sys (ARWIS) সফট্ওয়্যার চালুকরণ।

খ। বিমান বাহিনীর সদস্যগণের আইনি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Legal Info System (LIS) সফট্ওয়্যার চালুকরণ।

গ। বিমান বাহিনীর আইটি ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য IT Eqpt Inventory Software (ITEIS) চালুকরণ।

ঘ। বিমান বাহিনীর বিমান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য Prototype Aircraft Manufacturing Proj Inventory Mgt Software (PAMIS) চালুকরণ।

ঙ। বিমান বাহিনীর সদস্যদের পাসপোর্ট-এর তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য PDC Info Sys সফট্ওয়্যার চালুকরণ।

চ। বিমান বাহিনীর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে Ground Support & Tester/ Test Eqpt Inventory Software (GSTEIS) চালুকরণ ।

ছ। বিমান বাহিনীর সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে BAF Women Welfare Association Pharmacy Mgt Sys (PMS) সফট্ওয়ার চালুকরণ।

জ। বিমান বাহিনীর কল্যাণ ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে BAF Welfare Trust Accounting Software চালুকরণ।

ঝ। বাফওয়া পরিচালিত গোল্ডেন ঈগল নার্সারি/স্কুলের ওয়েবসাইট চালুকরণ।

ঞ। বিমান বাহিনীর সেন্ট্রাল বাফওয়ার তথ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Central BAF Women Welfare Association Configuration & Online Sales Sys, (fb page) & Belliza Makeover Saloon (fb page) চালুকরণ।

৮। উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম।

ক। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশে Aviation Industry তৈরীর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিমান বাহিনী পরীক্ষামূলক মনুষ্যবাহী হালকা বিমান (এক্সপেরিমেন্টাল লাইট স্পোর্টস্ এয়ারক্রাফট) Bangabandhu Basic Trainer-1 (BBT-1) তৈরীর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে BBT-2 তৈরীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ। বিমান বাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা, পূর্ত কর্মকান্ড, রসদ ও সরবরাহ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরাতন নথিভূক্ত ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিকে ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে; ফলে সহজে ও দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা সেবা সহজীকরণে Hospital Management System মডিউল তৈরী করার ফলেও চিকিৎসা সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ত কর্মকান্ড সহজতরকরণে AIMS (Air Force Inventory Management Software) চালু করা হয়েছে এবং রসদ ও সরবরাহ সেবা প্রদানে Software তৈরি করা হয়েছে যা দৈনন্দিন কার্যক্রম আরও সহজতর হয়েছে।

৯। ব্লু ইকোনোমিঃ প্রয়োজ্য নয়।

১০। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম।

ক। বাফওয়া কর্তৃক পরিচালিত ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ও নভোএয়ার লিঃ এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ভাষা শিক্ষা কোর্স কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য বাফওয়া হতে বিভিন্ন ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বাফওয়া ও নভোএয়ার লিমিটেড এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে নভোএয়ার এর কেবিনক্রু'দের নিয়মিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও বাফওয়ার তত্ত্বাবধানে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে চাইনিজ ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা কোর্সের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সভানেত্রী বাফওয়া ও নভোএয়ার লিমিটেড এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

খ। **বাফওয়া কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন:** বাফওয়া কর্তৃক প্রতিবছরই বিমান বাহিনীর প্রতিটি ঘাঁটিতে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ০৮ মাস মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের (কাটিং, সেলাই, বেসিক এমব্রয়ডারী ও এ্যাডভান্স এমব্রয়ডারী) আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিমান বাহিনীর প্রতিটি ঘাঁটিতে মহিলাদের জন্য ০৮ মাস মেয়াদী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের (কাটিং, সেলাই, বেসিক এমব্রয়ডারী ও এ্যাডভান্স এমব্রয়ডারী) আয়োজন করা হয়েছে।

গ। **বাফওয়া ও বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন:** বাফওয়া ও বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক প্রতিবছরই বিমান বাহিনীর প্রতিটি ঘাঁটিতে নারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিমান বাহিনীর প্রতিটি ঘাঁটিতে বাফওয়া ও বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক সাঁতার প্রশিক্ষণ, রন্ধন প্রতিযোগিতা, ড্রাইভিং কোর্স, ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, আবৃত্তি ও শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ। **বাফওয়া কর্তৃক নারীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে "নবআলো" স্কীমের উদ্বোধন:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ যারা সরকারী ভাবে চিকিৎসা প্রাপ্তির আওতাভূক্ত নন, তাদের চিকিৎসা প্রদান কার্যক্রমের পরিধি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাফওয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সম্মানিত সভানেত্রী তাহ্‌মিদা হান্নান-এর দিক নির্দেশনা ও উদ্যোগে বাফওয়া কর্তৃক বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটিতে "নবআলো" স্কীম চালু করা হয়েছে। এ স্কীমের আওতায় বিনামূল্যে নিয়মিত চিকিৎসা সুযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতালের মাধ্যমে প্যাথলজি ও রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষাসহ শল্যচিকিৎসা (সার্জারী) প্রদান করা হচ্ছে।

ঙ। **বাফওয়া কর্তৃক নারীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে "সুরক্ষা" স্কীমের উদ্বোধন:** বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বিমানসেনা এবং এমওডিসিদের পরিবারবর্গ বিমান বাহিনী হাসপাতাল বা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার অন্তর্ভূক্ত নন। এ কারণে বিমানসেনা এবং এমওডিসি'দের অবসর জীবন যাপন সহজ এবং নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বাফওয়া কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত বিমানসেনা ও এমওডিসি পত্নীদের বিনামূল্যে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটিতে "সুরক্ষা" স্কীম চাল করা হয়েছে।

চ। **চিকিৎসা ও অন্যান্য খাতে সহায়তা বাবদ আর্থিক অনুদান:** বাফওয়া কর্তৃক গত ০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিমান বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিমান বাহিনীর সামরিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গসহ তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যার শিক্ষা, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা এবং অন্যান্য পারিবারিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মোট ৪২,০৪,০৩৯.০০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ চার হাজার ঊনচল্লিশ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছ। <u>বিউটি পার্লার Belleza Makeover Salon এর উদ্বোধন</u>। গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে লেডিস ক্লাব ও চিলড্রেন'স ক্লাবের সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাহ্‌মিদা হান্নান নারীদের উন্নয়নে বিএএফ লেডিস ক্লাব তেজগাঁও পরিচালিত বিউটি পার্লার Belleza Makeover Salon এর উদ্বোধন করেন। এর ফলে বিভিন্ন ঘাঁটিসমূহে বেশ কিছু নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

জ। <u>বাফওয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম</u>। গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বি বা বঙ্গবন্ধু-তে বাফওয়ার সম্মানিত সভানেত্রী "বাফওয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম"-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোমটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে প্রচুর সংখ্যক মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থান হবে।

ঝ। <u>ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রচারণা সভা ও র‍্যালী</u>। বাফওয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দেশনায় বাফওয়ার সকল আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক শাখা কর্তৃক ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ, জনসচেনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল নারীদের অংশগ্রহণে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রচারণা সভা ও র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এ ধরণের সভার ফলে নারীরা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

ঞ। <u>"রিটায়ার্ড এয়ার ফোর্স অফিসার্স ওয়াইভস এসোসিয়েশন" এর সদস্যাদের কর্মকান্ড</u>। গত ০৩ মার্চ ২০২৩ তারিখ ১১০০ ঘটিকায় বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক "রিটায়ার্ড এয়ার ফোর্স অফিসার্স ওয়াইভস এসোসিয়েশন" এর সদস্যাদের কল্যাণের নিমিত্তে 'Inaugural Meet & Greet' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড অব্যহত রয়েছে।

ট। <u>আন্তর্জাতিক 'নারী দিবস' উদ্‌যাপন এবং আলোকিত নারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান</u>। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ১০জন বীর মুক্তিযোদ্ধা (নারী)-কে আজীবন সম্মাননা প্রদান ও ১০ জন আলোকিত নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ সংবর্ধনার পাশাপাশি বাফওয়ার সম্মানিত সভানেত্রী কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা (নারী) ও আলোকিত নারীদের বাফওয়া ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান, দুঃস্থ ও অসহায় পঙ্গুদের মাঝে হুইল চেয়ার ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মাঝে ব্রেইল বই বিতরণ করা হয়।

ঠ। <u>বৃদ্ধাশ্রমে ঈদ উপহার ও ইফতার প্রদান</u>। গত ১০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত 'আপন নিবাস বৃদ্ধাশ্রম' এবং 'আপন ভূবন বৃদ্ধাশ্রম' এ ১১৪ জন প্রিয় স্বজনের ভালবাসা ও যত্ন বঞ্চিত বৃদ্ধাদের মাঝে ঈদ উপহার ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ড।	বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৩ পালন। গত ১৭ জুন ২০২৩ তারিখে বাফওয়ার সকল অঙ্গ-সংগঠনে বাফওয়ার সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে "বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২৩" পালন করা হয় এবং বৃক্ষরোপনে সবাইকে উৎসাহিত করা হয়।

ঢ।	বাফওয়া ও বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত বাফওয়া গোল্ডেন ঈগল নার্সারী ও বিশেষ শিশুদের জন্য ব্লু স্কাই স্কুল এবং গোল্ডেন ঈগল কিডস লার্নিং ডে কেয়ার। বাফওয়া কর্তৃক পরিচালিত বিমান বাহিনী বিভিন্ন ঘাঁটিতে ০৬ টি 'বাফওয়া গোল্ডেন ঈগল নার্সারী' ও বিশেষ শিশুদের জন্য ০১টি 'ব্লু স্কাই' স্কুল এবং বিএএফ লেডিস ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত 'গোল্ডেন ঈগল কিডস লানিং ডে কেয়ার' পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহের শিশুদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষক ও আয়া পদে শতভাগ নারীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

ণ।	বাফওয়া কর্তৃক বাফওয়ার বিভিন্ন আউটলেট পরিচালনা। বিমান বাহিনী বিভিন্ন ঘাঁটিতে হস্তশিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের নিমিত্তে বাফওয়া কর্তৃক বাফওয়া আউটলেটসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত হস্তশিল্পজাত পণ্যসামগ্রী নারীদের দ্বারা উৎপাদন করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

ত।	ডানো মিল্ক পাউডার বিতরণ অনুষ্ঠান। গত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে বাফওয়ার সম্মানিত সভানেত্রী তাহ্‌মিদা হান্নান কর্তৃক বিমান বাহিনীতে কর্মরত বিমানসেনা ও অসামরিক কর্মচারীদের পত্নীদের (গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী) মাঝে ডানো মিল্ক পাউডার বিতরণ করা হয়।

১১।	প্রকাশনা। শূন্য প্রতিবেদন।

১২।	আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন। শূণ্য প্রতিবেদন।

১৩।	ফোর্সেস গোল-২০৩০। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আরও গতিশীল, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর অধীনে মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট, এ্যাটাক হেলিকপ্টার, আনমেন্ড অ্যারিয়াল ভেহিক্যাল ইত্যাদি ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে এয়ার রেজিমেন্ট গঠনসহ শুন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে নতুন ইউনিট গঠন, বিদ্যমান ইউনিটসমুহের পুনর্গঠন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান আছে।

১৫।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

ক।	প্রতি ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জাতীয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ১৩ জন কর্মকর্তা, ১২ জন বিমানসেনা ও ০২ জন অসামরিক ব্যক্তিসহ মোট ২৭ জন্য সদস্যকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

**শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত সদস্যদের সাথে মাননীয় বিমান বাহিনী প্রধান**

খ। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহনে Community Cleaning এর মাধ্যমে আবাসিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণসহ বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি/ইউনিটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র‍্যালি-২০২৩

গ। বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি/ইউনিট হতে প্রাপ্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমুহ সমন্বয়পূর্বক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হয়।

ঘ। সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি/ইউনিটে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সপ্তাহে ০১ দিন প্রত্যেক ঘাঁটি/ইউনিটে Dry Day পালন করা হয়।

ঙ। সামরিক নেতৃত্বের গুনাবলি ও নৈতিকতার উপর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বা বিভিন্ন গুণীজন দ্বারা কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

চ। বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি/ইউনিটের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজের খুতবায় সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।

১৬। <u>জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ</u>

ক। <u>২১৩ এমআরওইউ বিবা'তে মিসাইলের মেরামত ও আয়ুস্কাল বর্ধিতকরণ।</u> বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে আয়ুস্কাল উত্তীর্ণ মিসাইলসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়ূস্কাল বৃদ্ধির জন্য 213 MRO (U) নামে Maint, Repair and Overhauling Facility সম্পন্ন একটি ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে (২০২২-২৩) অত্র মিসাইল মেরামত ও ওভারহোলিং প্লান্টে চীনা নির্মিত আয়ুস্কাল উত্তীর্ণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক PL-9C Air-to-Air মিসাইলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংযোজন/বিয়োজন ও ওভারহলিং করণের মাধ্যমে আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করে কার্যোপযোগী (অপারেশন) করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি টেকনিশিয়ানদের কর্মদক্ষতা ও বিমান বাহিনীর বাহিনীর সমর ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১৩ এমআরওইউ'তে মিসাইল মেরামত ও আয়ুস্কাল বর্ধিতকরণে বিমান বাহিনী সদস্যগণ

খ। **চীনা নির্মিত জঙ্গীবিমানে আধুনিক ও উন্নতমানের MB Ejection Seat সংযোজনকরণঃ** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত চীনা নির্মিত জঙ্গী বিমানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য 214 MRO (U) নামে Maint,

Repair and Overhauling Facility সম্পন্ন একটি ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে (২০২২-২৩) অত্র Maint, Repair and Overhauling প্লান্টে চীনা নির্মিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক F-7 Series ও K-8W জঙ্গী বিমানে ব্যবহৃত চীনা নির্মিত TY-6C/TY-6E/ TY-7A Ejection Seat এর পরিবর্তে ইংল্যান্ডের তৈরী আধুনিক ও উন্নতমানের MB Ejection Seat দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের উড্ডয়ণ নিরাপত্তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে MB Ejection Seat নিজ দেশে প্রতিস্থাপন/সংযোজন করায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি টেকনিশিয়ানদের কর্মদক্ষতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। MB Ejection Seat সংযোজনকরণ এর ছবি অত্র পত্রের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

গ। **রাজধানীর বঙ্গবাজারে সংঘটিত ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণঃ** ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বঙ্গবাজারে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বিমান বাহিনীর ৯নং স্কোয়াড্রন হতে ২টি বেল-২১২ হেলিকপ্টার এবং ৩১নং স্কোয়াড্রন হতে ২টি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার পর্যবেক্ষণ মিশন (Recce) এবং অগ্নি নির্বাপনে (Aerial Firefighting) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য বাহিনী এবং সংস্থাসমূহের পাশাপাশি বিমান বাহিনীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই স্বল্প সময়ের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঘ। <u>বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বার্ষিক শীতকালীন মহড়া 'উইনটেক্স-২০২৩'</u>। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তিন দিনব্যাপী বার্ষিক শীতকালীন মহড়া 'উইনটেক্স-২০২৩' গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ শুরু হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে মহড়ার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এই মহড়াটি বিমান বাহিনীর সার্বিক পরিকল্পনায় 'এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টার' (ACOC) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। উল্লিখিত মহড়ায় বিমান বাহিনীর বৈমানিকগণ আকাশ যুদ্ধের বিভিন্ন প্রকার রণকৌশল যথা ফাইটার বিমানের মাধ্যমে এয়ার অ্যাটাক, ইন্টারসেপশন, আকাশ থেকে শত্রু কবলিত স্থান পর্যবেক্ষণ, রসদ সরবরাহ, সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র স্থানান্তর, স্পেশাল অপারেশন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার মিশনসহ সকল ধরনের কলাকৌশল অনুশীলন করেন। উক্ত মহড়াটি কমিউনিকেশন এক্সারসাইজ (COMEX), লজিস্টিক এক্সারসাইজ (LOGEX) এবং লাইভ এক্সারসাইজ (LIVEX) এই তিন ধাপে সম্পন্ন করা হয়। এই মহড়ায় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন র‍্যাডার স্কোয়াড্রনের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের আক্রমণকে চিহ্নিত করে নিজ বাহিনীর যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ইউনিটের সহায়তায় উক্ত আক্রমণকে প্রতিহত করার কৌশল অনুশীলন করে। আকাশ যুদ্ধ ছাড়াও ভূমিতে ঘাঁটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সকল কৌশল অনুশীলন করা হয়। অনুশীলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও কমান্ডো দল কর্তৃক Combat Search & Rescue (CSAR) মিশন, পরিবহন বিমান দ্বারা জরুরি রসদ স্থানান্তর, বিমান বাহিনীর নিজস্ব Bomb Disposal ইউনিটের সহায়তায় বোমা অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য সনাক্ত ও নিষ্ক্রিয়করণ এবং স্ক্র্যাম্বলিং এর মাধ্যমে আকাশসীমায় অনুপ্রবেশকারী শত্রু বিমানকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে Air Defence Alert (ADA)-এ কর্তব্যরত যুদ্ধ বিমানকে ব্যবহার করা ইত্যাদি। 'উইনটেক্স-২০২৩' মহড়ায় বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও র‍্যাডার স্কোয়াড্রন এবং মিসাইল ইউনিটসহ সকল যুদ্ধাস্ত্র ও সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। মহড়াটি বিমান বাহিনীর সকল ঘাঁটি, স্টেশন ও ইউনিট ছাড়াও সিলেট, টাঙ্গাইল, লালমনিরহাট, শমশেরনগর, বরিশাল, রসুলপুর, সুধারাম সহ সারা বাংলাদেশে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, মহড়াটিকে আরও ফলপ্রসু এবং বাস্তবতা প্রদানের জন্য ও অন্যান্য বাহিনীর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়কল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স এবং বিএনসিসি (এয়ার উইং) এ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছে। এ মহড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিদ্যমান সমরাস্ত্রের কার্যকরী সক্ষমতা মূল্যায়ন করে আকাশ প্রতিরক্ষায় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঙ। <u>আফগানিস্তানে সংঘটিত ভূমিকম্প বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০জে পরিবহন বিমানের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী সহায়তা প্রেরণ</u>। আফগানিস্তানের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গত ২২ জুন ২০২২ তারিখে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানলে এতে সহস্রাধিক আফগান লোক নিহত, প্রায় দুই হাজারের বেশী মানুষ আহত হয় এবং কয়েক শতাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভূমিকম্পের ফলে খাদ্য ও পানি সংকট, বাসস্থান সংকট ও জরুরী চিকিৎসা সেবার অভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকার বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'সমন্বিত উন্নয়ন' নীতির ভিত্তিতে ভূমিকম্পসৃষ্ট আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের জন্য সাধ্য অনুযায়ী জরুরী মানবিক সহায়তা প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি C-130J পরিবহন বিমান ০৫ জুলাই ২০২২ সকাল ০৬৩০ ঘটিকায় তাবু, শুকনো খাবার, ঔষধ সামগ্রীসহ প্রায় ১২ টন জরুরী ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার মোঃ হাবিবুর রহমান, পিএসসি বিমানের ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ত্রাণ সামগ্রী হস্তান্তর শেষে সি-১৩০জে পরিবহন বিমানটি একই দিনে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প কবলিতদের সাহায্যের জন্য ত্রান সামগ্রীসহ সি-১৩০ বিমান

চ। **সিরিয়ায় সংঘটিত ভূমিকম্প কবলিতদের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০জে পরিবহন বিমানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা উপকরণ প্রেরণ:** গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সিরিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার ফলে সার্বিকভাবে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দ্রুত মানবিক সহায়তা প্রেরণের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান সিরিয়ায় পাঠানো হয়। সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তাবু, কম্বল ও শুষ্ক খাবারসহ মোট ১১ টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বিমান বাহিনীর ১৭ সদস্যের একটি দল ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমানে করে সিরিয়ায় গমন করে।বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন জামিল উদ্দিন আহম্মদ মিশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি এর সার্বিক নির্দেশনায় মিশনটি পরিচালিত হয়।সহায়তা প্রদান শেষে সি-১৩০জে পরিবহন বিমানটি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

সিরিয়ায় ভূমিকম্প কবলিতদের সাহায্যে ত্রান সামগ্রীসহ উড্ডয়ন প্রাক্কালে প্রেস ব্রিফিং

ছ। <u>তুরস্কে সংঘটিত ভূমিকম্প কবলিতদের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০জে পরিবহন বিমানের মাধ্যমে সহায়তাকারী দল এবং মানবিক সহায়তা প্রেরণ</u>। গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার ফলে সার্বিকভাবে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দ্রুত মানবিক সহায়তা প্রেরণের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমান তুরস্কে পাঠানো হয়। তুরস্কে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারকাজে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৪ জন ক্রু-সহ সর্বমোট ৬১ জনের একটি দল প্রয়োজনীয় সংখ্যক তাঁবু, কম্বল ও ঔষধসহ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০জে পরিবহন বিমানে করে তুরস্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার মোঃ আবু হেনা আল মামুন অর রশিদ মিশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফএডব্লিউসি, পিএসসি এর সার্বিক নির্দেশনায় মিশনটি পরিচালিত হয়।সহায়তা প্রদান শেষে সি-১৩০জে পরিবহন বিমানটি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে।

জ।	ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রাং' কালীন বিমান বাহিনী ঘাঁটি কর্তৃক স্থানীয় জনগণকে আশ্রয় সহায়তা প্রদান এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে রেকি বা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।	ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ রাতে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে কক্সবাজারের সমিতিপাড়া, কুতুবদিয়া পাড়া, চরপাড়া, পদনার ডেইল ইত্যাদি এলাকার পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে আনুমানিক ৮৪০ জন স্থানীয় জনগণকে বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার-এ আশ্রয় প্রদান করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য ২৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সূর্যোদয় হতে বিমান বাহিনীর ২টি হেলিকপ্টার ঢাকা ও যশোর হতে আকাশে উড্ডয়ন করে। হেলিকপ্টার দুটি বাংলাদেশের দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার উপর উড্ডয়ন করে মানুষ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করে।

ঝ।	সিলেট, সুনামগঞ্জ ও বিভিন্ন জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা।	অবিরাম বর্ষণ উজান হতে প্রবাহিত অতিরিক্ত জলরাশির কারণে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় গত জুন ২০২২ ইং এ সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন উদ্ধার এবং ত্রান সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার নিমিত্তে “ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার” এর আওতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও ট্রান্সপোর্ট বিমান কর্তৃক উদ্ধার তৎপরতা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক “BAF Central Flood Disaster Mgt Ops Room” স্থাপনের মাধ্যমে হেলিকপ্টার এবং ট্রান্সপোর্ট বিমান এর সহায়তায় সর্বমোট ১১৭:১০ উড্ডয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫,০৭৪ কেজি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে।

**সিলেট, সুনামগঞ্জ ও বিভিন্ন জেলার বন্যা কবলিতদের সাহায্যের জন্য ত্রান সামগ্রীসহ বিমান**

ঞ।	**আনম্যান্ড এরিয়াল সিস্টেম (ইউএএস) Falco Astore**ঃবাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ইতোমধ্যে ৩ টি UAV সংযোজিত হয়েছে এবং গত জানু ২০২৩ তারিখ হতে এর অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত UAV এর মাধ্যমে গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও নজরদারির মাধ্যমে আকাশ থেকে ভূমিতে বাংলাদেশের বৃহত্তর ভৌগলিক অঞ্চল পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী দলের সশস্ত্র চলাচল/অবস্থান নির্ণয়ের জন্য UAV এর মাধ্যমে অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

১৭।	এসডিজিঃ	বৈশিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিমান বাহিনী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রথম সারির রেসপনডেন্ট হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে আসছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্র বাহিনীর ঘাঁটিসমূহ ও ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে অপারেশন কক্ষ খোলা হয় ও বিভিন্ন এজেন্সীর সাথে সমন্বয়পূর্বক হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দূর্যোগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও মহড়া (Excerise) আয়োজন, বৃক্ষরোপন/বনায়ন, পতিত জমি আবাদ, বিভিন্ন জেলায় হেলিকপ্টার অবতরণ জায়গা চিহ্নিত করণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা হিসেবে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা, অভিযোজন ও অবকাঠামেগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৮।	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ

ক।	আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালীকরণে ০২টি এয়ার ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরে এয়ার ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (উত্তর) এবং বিমান বাহিনী র‌্যাডার ইউনিট বরিশালে এয়ার ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন (দক্ষিণ) এর নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ।	জাতিসংঘ সদর দপ্তর এর PCRS পদ্ধতির মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নীতিগত অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আরও একটি এয়ারফিল্ড সাপোর্ট ইউনিট কন্টিনজেন্ট জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েনের কাজ চলমান রয়েছে।

# প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

১।　**প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মূল কর্মপরিধি**।　দেশের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাঙ্গালীর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশনায় ২০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে 'ডিএফআই' নামে একটি গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এটি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষায়িত গোয়েন্দা সংস্থা। বাহিনীত্রয় ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ সংস্থা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ এবং দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং এর গঠনমূলক বিশ্লেষণ করে সরকারকে সময়োপযোগী ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করা এ সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব।

২।　**ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন**।　২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ভৌত ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ঃ

ক।　স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার আবর্তে দেশীয় ও বহির্দেশীয় শত্রু হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য "ডিজিএফআইকে" দক্ষ ও কার্যক্ষম গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। এরই আলোকে 'ডিজিএফআই এর টেলিযোগাযোগ ও অবকাঠামো, মানব সম্পদ এবং কারিগরি সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি)' ডিজিএফআই এর টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ এবং কারিগরী সক্ষমতা উন্নয়ন (টিআইএইচডিটিসিবি) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৭ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ০৪ বেজমেন্টসহ ১৩ তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণাধীন অবস্থায় আছে। উক্ত ভবন ডিজিএফআই এর প্রশাসনিক এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উন্নয়ন ও নিরাপত্তামূলক কাজের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

খ।　গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর থেকে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ভৌত ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে ঃ

(১)　কাকরাইলে ডিজিএফআই এর অফিস ভবন এর জন্য আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ (১৪ তলার ভিতসহ ১৪ তলা) অফিস ভবন নির্মাণ (ভিত্তির অবশিষ্ট অংশ এবং বেইজমেন্টের ছাদ হতে ২য় তলার ছাদ পর্যন্ত শুধু স্ট্রাকচার-২য় পর্যায়)।

(২)　কাকরাইলে ডিজিএফআই এর সৈনিকদের জন্য আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ (১৪ তলার ভিতসহ ১৪ তলা) সৈনিক লাইন নির্মাণ (ভিত্তির অবশিষ্ট অংশ এবং বেইজমেন্টের ছাদ হতে ২য় তলার ছাদ পর্যন্ত শুধু স্ট্রাকচার- ২য় পর্যায়)।

৩।　**মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ**। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে দক্ষ, কৌশলী ও চৌকস মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এ সংস্থা ৮০২ জন প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

# প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর

১। **ভূমিকা**। প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় এবং প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আওতাধীন একটি আন্তঃবাহিনী সংস্থা। সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য সকল প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য সকল সামগ্রী কেন্দ্রীয় ক্রয়ের দায়িত্ব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ০৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ডিজিডিপি গঠিত হয়। ক্রয় কার্যক্রমের বিপুল বিস্তার এবং ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতার জন্য ডিজিডিপি সর্বমহলে পরিচিতি পেয়েছে এবং আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রঃ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর

২। **ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন**। ডিজিডিপির কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মপরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬৩,২৮,০০০.০০ (এক কোটি তেষট্টি লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে একটি ০৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনে ইলেক্ট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) এর ডাটা সেন্টার ও ই-ডিপি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস কক্ষ ছাড়াও "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" ও দরপত্র খোলার কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্রঃ ই-ডিপি বিল্ডিং

৩। **সংগঠন ও ক্রয়**।

ক। **সংগঠন**। অত্র মহাপরিদপ্তরে ২৪১ জন অনুমোদিত সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীর পদ বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫১ জন সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ৯০ জন অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক ১৫১ জন জনবলের মধ্যে ৪০ জন অফিসার ও ১১১ জন কর্মচারী রয়েছেন। অসামরিক ৯০ জন জনবলের মধ্যে ০৩ জন অফিসার ও ৮৭ জন কর্মচারী রয়েছেন। অনুমোদিত ৪০ জন সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে বর্তমানে ৩২ জন সামরিক কর্মকর্তা বিদ্যমান রয়েছেন এবং সামরিক ১১১ জন কর্মচারীর মধ্যে বর্তমানে ১০৮ জন কর্মচারী বিদ্যমান রয়েছেন। অনুমোদিত অসামরিক ০৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে বর্তমানে ০২ জন কর্মকর্তা বিদ্যমান রয়েছেন এবং ৮৭ জন কর্মচারীর মধ্যে ৮২ জন বিদ্যমান রয়েছেন। সার্বিকভাবে অনুমোদিত ২৪১ জন জনবলের মধ্যে বর্তমানে ২২৪ জন জনবল কর্মরত আছে।

খ। **ক্রয়**। প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আওতাধীন একটি আন্তঃবাহিনী সংস্থা। সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও আন্তঃবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য সকল প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য সকল সামগ্রী কেন্দ্রীয় ক্রয়ের দায়িত্ব অত্র সংস্থার উপর ন্যস্ত

রয়েছে। এই গুরুদায়িত্ব পালনে অত্র সংস্থার সকল উইং তথা সেনা উইং ১ ও ২, নৌ উইং এবং বিমান উইং এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় এবং কেন্দ্রীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্নের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

৪। **মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ**

ক। **মানবসম্পদ (শুন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতি)**।

(১) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৯ম গ্রেডের ০১ জন, ১৪তম গ্রেডের ০১ জন, ১৮তম গ্রেডের ০১ জন এবং ২০তম গ্রেডের ০৩ জন কর্মচারী প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদিত শুন্য পদে পদায়ন করা হয়েছে।

(২) এছাড়া ০১ জন কর্মচারী ১৪তম গ্রেড হতে ১৩তম গ্রেড এবং ০২ জন কর্মচারী ১৬তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেডে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছেন।

খ। **প্রশিক্ষণ**। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষন/কোর্স/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) **স্থানীয়**। ডিজিডিপি'র কর্মকর্তাদের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে 'Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)' এর অধীনে অনুষ্ঠিত Supply Chain Management Course - এ ০৬ জন এবং 'Bangladresh International Arbitration Centre' এর অধীনে অনুষ্ঠিত Arbitration-Module: 1, 2 & 3 -তে ০১ জন অংশ গ্রহন করেন।

৫। **কল্যাণমূলক কর্মকান্ড**। অত্র দপ্তরে তালিকাভূক্ত সরবরাহকারীগণের/সেবা প্রার্থীদের তথ্য প্রাপ্তি/সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু রয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অংশীজনের সেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিডিপি ওয়েবসাইটে তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে।

৬। **তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন**।

ক। **ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) সিস্টেম বাস্তবায়ন**। সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছ, দ্রুততর ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) প্রবর্তনের কার্যক্রম পূর্নোদ্দমে চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সকল ঔষধ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান, সরবরাহকারী কর্তৃক দর প্রস্তাব জমাকরণ এবং যোগ্য ও নিম্ন দরদাতা নির্ধারন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়া সকল পণ্যের দরপত্র আহবান সংক্রান্ত তথ্যাদি ও কারিগরী বিনির্দেশ নিয়মিতভাবে ডিজিডিপির ওয়েবসাইটে (www.dgdp.gov.bd) প্রকাশ করা হয়।

খ। **PERSONA NON GRATA (অবাঞ্চিত ব্যক্তিবর্গ) এর তালিকা অনলাইন গেইট পাস সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণ**। সেনাসদর থেকে প্রাপ্ত অবাঞ্চিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা অত্র মহাপরিদপ্তরের অনলাইন গেইট পাস সিস্টেমের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত মডিউলের মাধ্যমে অত্র মহাপরিদপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের নাম গেইট পাস সিস্টেমে লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় ভাবে অবাঞ্চিত ব্যক্তিবর্গকে অতি সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৭। **উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম**।

ক। **উদ্ভাবনী কার্যক্রম।**

১। সকল সম্ভাব্য দরপত্রের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহকারীগণকে অবহিত করা হচ্ছে।

২। ক্রয় কার্যক্রমের 'Progress Monitoring System' চলমান রয়েছে ।

৩। সকল দরপত্র ক্রয়কারীগণকে সিডিউল এর সফট কপির ডাউন লোড লিংক সিস্টেমের মাধ্যমে ই-মেইল প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সরবরাহকারীগণের আরএফআইডি কার্ড প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৫। দরপত্র ক্রয়কারীগণের সুবিধার্থে 'Queue Management System' চালু করা হয়েছে।

৬। ফিংগার প্রিন্টসহ সরবরাহকারীগণের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে ।

খ। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস।** প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার প্রয়াসে অত্র মহাপরিদপ্তরে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' নামক একটি সেল খোলা হয়েছে। এ সার্ভিস সেলের মাধ্যমে সরবরাহকারীগণকে তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিম্নেবর্ণিত সুবিধাবলী প্রদান করা হচ্ছে ঃ

১। ডিজিডিপি ক্রয় সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (গোপনীয় তথ্য ব্যতীত) প্রদান।

২। তালিকাভূক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

৩। তালিকাভূক্তি নবায়ন ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

৪। দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

৫। অফার প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

৬। চূক্তিপত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

৭। দরপত্র/চুক্তিপত্র সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা/পর্যবেক্ষন/স্পষ্টীকরণ।

৮। দরপত্র/চুক্তিপত্র সংক্রান্ত যে কোন জটিলতা নিরসন।

৯। যে কোন বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ।

১০। যে কোন যথোপযুক্ত উপদেশ/পরামর্শ গ্রহণ।

১১। সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান।

০৮। **নারী উন্নয়ন কার্যক্রম**। নারী উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০২ জন নারী কর্মকর্তাকে 'Dhaka Chamber of Commerce & Industry' তে Supply Chain Management Course- এ প্রেরণ করা হয়েছে।

০৯। **প্রকাশনা**। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবৎসরেও ডিজিডিপি'র সকল উইং এর বিবিধ ক্রয় কার্যক্রম, বিগত বছরের ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণী, অনিষ্পন্ন চুক্তির বিবরণ, নতুন তালিকাভূক্ত সরবরাহকারীগণের তালিকা, আর্থিক জরিমানা, অডিট আপত্তি উত্থাপন ও নিস্পত্তি এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদির বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual report) প্রকাশের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০। **আইন,বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন**। ২০২২-২০২৩ অর্থবৎসরে ডিজিডিপি'র তালিকাভূক্তি নীতিমালায় কতিপয় তথ্য/বিধান সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছে।

১১। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ।

১২। **এসডিজি।** ডিজিডিপি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, অসমতার হ্রাস, টেকসই নগর ও জনপদ, শান্তি ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বাস্তবায়নে সর্বদা বদ্ধপরিকর এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৩। **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**। অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি করণের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তিকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম এবং যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ ডিজিডিপি ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

# সামরিক চিকিৎসা সার্ভিসেস মহাপরিদপ্তর

১। **ভূমিকা।** সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, মেডিকেল স্টোরস এবং সরঞ্জামাদির বাৎসরিক পরিকল্পনা, ক্রয় ও নিয়ন্ত্রণ, এএমসি,এডিসি ও এএফএনএস অফিসারদের দেশে/বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ পুল নিয়ন্ত্রণসহ গ্রেডিং ও ক্লাসিফিকেশন প্রদান করে থাকে। এছাড়াও অত্র মহাপরিদপ্তর চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা কাজকে উৎসাহিত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হালনাগাদ কারিগরী উন্নয়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাসহ সার্বিক জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ নীতি প্রণয়নে অবদান রাখে। আন্তঃবাহিনী মেডিকেল ইউনিটসমূহ যেমন, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই), আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি (এএফআইপি), আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল স্টোরস ডিপো (এএফএমএসডি) এবং আর্মড ফোর্সেস ফুড এন্ড ড্রাগস ল্যাবরেটরী (এএফএফএন্ডডি ল্যাব) এর উপর কারিগরী আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ অত্র মহাপরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

২। **ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন।** আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণে সিএমএইচ ঢাকায় মর্ডান স্পেশালাইজড ট্রিটমেন্ট সেন্টার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেন্টার, কার্ডিও-ভাসকুলার এন্ড থোরাসিক সেন্টার, ক্যান্সার সেন্টার, নেফ্রোলজি এন্ড ইউরোলজি সেন্টার, নিউরোলজি এন্ড নিউরো সার্জারী সেন্টার, কিডনি ট্রান্সপণ্ড্যান্ট সেন্টার, বোন ম্যারো ট্রান্সপণ্ড্যান্ট সেন্টার, কর্ণিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সেন্টার, ফার্টিলিটি সেন্টার, বার্ণ, পণ্ডাস্টিক এন্ড রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারী সেন্টার, ট্রমা সেন্টার স্থাপন এবং নিউরো ও চক্ষু অপারেশন থিয়েটার 'মডিউলার ওটি' তে রূপান্তরকরণসহ এএফআইপি এর কার্যক্রমকে আরোও গতিশীল ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি আধুনিক মাল্টিপারপাস ভবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরোও আধুনিক ও যুগোপযোগী নিশ্চিত করতে যথাপযুক্ত পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তদানুযায়ী বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক। **সিএমএইচ ঢাকায় খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কেবিন (অফিসার এবং অন্যান্য পদবী)ঃ** মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধগণের সু-চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সিএমএইচ ঢাকায় পৃথক কেবিন নির্মান করা হয়।

সিএমএইচ ঢাকায় খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কেবিন (অফিসার)

সিএমএইচ ঢাকায় খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কেবিন (অন্যান্য পদবী)

খ। **সোলজার জেনারেল ওপিডি (এম আই রুম) এবং এক্স-রেঃ** সিএমএইচ ঢাকা এর চিকিৎসা ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী নিশ্চিতকল্পে সোলজার জেনারেল ওপিডি এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

সোলজার্স জেনারেল ওপিডি এর বাহিরের অংশ

সোলর্জাস জেনারেল ওপিডি এর ভিতরের অংশ

গ। **<u>সিএমএইচ ঢাকায় মর্ডাণ আইসিইউঃ</u>** গুরুতর রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করণে সিএমএইচ ঢাকায় একটি মডার্ণ আইসিইউ স্থাপন করা হয়।

সিএমএইচ ঢাকার মর্ডাণ আইসিইউ এর ভিতরের অংশ

সিএমএইচ ঢাকার মর্ডাণ আইসিইউ এর বাহিরের অংশ

ঘ। **<u>সিএমএইচ ঢাকার এমআরআই মেশিন স্থাপনঃ</u>** আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগ নিরুপনের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তদানুযায়ী আধুনিক উপায়ে রোগ নিরুপন নিশ্চিতকল্পে সিএমএইচ ঢাকায় আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়।

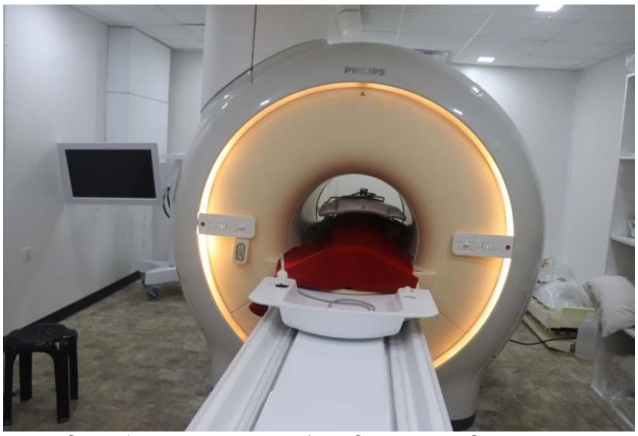


সিএমএইচ ঢাকার এমআরআই মেশিন স্থাপনের ভিতরের অংশ

সিএমএইচ ঢাকার এমআরআই বিল্ডিং এর অফিসার্স অপেক্ষাগার

ঙ। **<u>সিএমএইচ ঢাকার অফিসার্স ফ্যামিলি ওয়ার্ড (নতুন ভবন নির্মাণ)ঃ</u>** সিএমএইচ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করণে লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের পৃথক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে স্ব-স্ব বিভাগের জন্য পৃথক ভবন নির্মান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সিএমএইচ ঢাকার অফিসার্স ফ্যামিলি ওয়ার্ড

সিএমএইচ ঢাকার অন্যান্য পদবীর ফ্যামিলি মেডিক্যাল সার্জিক্যাল ও শিশু ওয়ার্ড

চ। **<u>সিএমএইচ ঢাকার সিসিইউ (Coronary Care Unit) সংস্কারের পরঃ</u>** আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় করোনারী কেয়ার ইউনিটের ভূমিকা অপরিসীম। তদানুযায়ী সিএমএইচ ঢাকায় করোনারী কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হয়।

সিএমএইচ ঢাকার সিসিইউ (Coronary Care Unit)

সিএমএইচ ঢাকার সিসিইউ (Coronary Care Unit)

৩। <u>সংগঠন ও ক্রয়</u>

ক। **<u>নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভূক্তি/ক্রয়ঃ</u>** অত্র মহাপরিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সিএমএইচ এবং আর্মড ফোর্সেস ইনিস্টিটিউট অব প্যাথলজি (এএফআইপি) এর অনুকূলে Video Enteroscope, Video Bronchoscope (Complete set), Ultrasonic Surgical Aspirator – CUSA/USA, 03 Tesla MRI Machine, Boiler Plant for Medical Grade Steam Supply 1100 Kg/hour (CSSD), Boiler Machine for Modern Laundry (Capacity 1000 kg/hour), EEG Machine, TL-EEG350 WAVE poild with video 2x reader station network 32 EEG chanel + 03 poly Graphic, $CO_2$ Laser System, CT Scanner Machine with standard accessories (128 Slice), Transcranial Doppler Machine Ges ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) সরঞ্জামাদিসমূহ নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

৪। <u>মানবসম্পদ উন্নয় ও প্রশিক্ষণ।</u>

ক। <u>প্রশিক্ষণ</u>।

(১) <u>বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (অফিসার, এএফএনএস অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর ব্যক্তিবর্গ)।</u> সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আর্মি মেডিকেল কোর ও ডেন্টাল কোরের অফিসার এবং এএফএনএস অফিসারগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষিত জনবল সিএমএইচ এর রোগীদের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভুমিকা রাখছে।

(২) **দেশে প্রশিক্ষণ (এএফএমআই)**। এএফএমআই কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে অফিসার এবং এএফএনএস অফিসারগণকে নিম্নবর্ণিত কোর্স সমূহ সম্পন্ন করানো হয়েছে (সর্বমোট-২৩০ জন)ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | এমএইচআই কোর্স | - | ০২ জন অফিসার |
| (খ) | এমএমইডি কোর্স | - | ০৪ জন অফিসার |
| (গ) | এমডি/এমএস কোর্স | - | ৬৩ জন অফিসার |
| (ঘ) | এমফিল (এইচএইচএম) কোর্স | - | ০৩ জন অফিসার |
| (ঙ) | এফসিপিএস কোর্স | - | ২৪ জন অফিসার |
| (চ) | পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপেণ্ঢামা কোর্স | - | ৮৪ জন অফিসার |
| (ছ) | বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স | - | ১৮ জন এএফএনএস অফিসার |

(৩) সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসকগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্র মহাপরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে অতি সম্প্রতি বিসিপিএস এর অধীনে ৩৩ টি বিষয়ে এফসিপিএস, বিএসএমএমইউ এর অধীনে ৩৪ টি বিষয়ে এমএস/এমডি এবং বিইউপি এর অধীনে ১১ টি বিষয়ে ডিপেণ্ঢামা কোর্স চালু করা হয়েছে।

৫। **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম)।**

ক। আন্ড়র্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশ আর্মি মেডিকেল কোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনী চিকিৎসা দলের সদস্য হিসেবে প্রায় ১৯০ জন মেডিকেল অফিসার, ০৯ জন এএফএনএস অফিসার এবং ৭৫৫ জন জেসিও/অন্যান্য পদবী ব্যক্তিবর্গ বৈদেশিক মিশনে কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। এছাড়াও সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর ও এর আওতাধীন আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল স্টোর ডেপো (এএফএমএসডি) বৈদেশিক মিশনে চিকিৎসা স্থাপনায় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করে আসছে।

খ। জাতীয় নির্দেশনায় অত্র মহাপরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আন্ড়র্জাতিক পরিমন্ডলে UN Mission এবং বৈশ্বিক করোনা মহামারী মোকাবেলায় Goodwill Mission হিসেবে কুয়েত, মালদ্বীপ ও লেবাননে চিকিৎসক, চিকিৎসা সহকারী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (PPE) ও ঔষধ প্রেরণ করে চিকিৎসা কার্যক্রম অত্যন্ড় সফলতার সাথে পরিচালনা করা হয়েছে।

গ। অতি সম্প্রতি তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা দল কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ/আহত জনগণের চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান এবং সিরিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ/আহত জনগণের জন্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে ।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিকিৎসা দল কর্তৃক তুরস্কে চিকিৎসা সেবা প্রদান

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিকিৎসা দল কর্তৃক তুরস্কে চিকিৎসা সেবা প্রদান

৬। **কল্যানমূলক কর্মকান্ড**

ক। আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি (এএফআইপি) উত্তম মানব সেবা ও গবেষণায় এক অনন্য উদাহারণ। বিশ্বমানের জটিল এবং দুরুহ রোগ নিরুপনের অনন্য সেবা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

খ। সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সশস্ত্র বাহিনীর ১০জন জটিল রোগীকে উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৪০জন রোগীর সরকারি খরচে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন।**

ক। বাংলাদেশ সরকারের ভিশন-২০৩০ এর সাথে মিল রেখে সিএমএইচ ঢাকার সাথে অন্যান্য সিএমএইচ সমূহের পয়েন্ট টু ভিডিও কনফারেন্স/টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

খ। সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণে সিএমএইচসহ অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র'সমূহে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (CT Scan Machine, Neuro Navigation Cranial, MRI Machine, 1000 MA/150 KV X-Ray Machine and Fluoroscopy System, Extra-Corporeal Shock Wave Lithotripsy Machine, Phaco-Equipments Emulsifier, Laparoscopy Machine, High Resolution Ultrasound Machine, Color Doppler Echo Machine, Automated Immunohistochemistry (IHC) Stainer, Autoclave Machine, Double Head Gamma Camera SPECT CT, Intra Aortic Ballon Pump Complete Set, Colour Doppler Echocardiogram Machine, Duodeno Fiberscope Oblique viewing for ERCP ইত্যাদি) সংযোজন করা হয়েছে, যা উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে অসামান্য অবদান রাখছে।

৮। **উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম**। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে "সেনা স্বাস্থ্য সেবা" নামে টেলিমেডিসিন-চিকিৎসা সেবা সংযোজন করা হয়েছে।

৯। **নারী উন্নয়ন কার্যক্রম।** অত্র মহাপরিদপ্তরের আওতাধীন আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট (এএফএমআই) কর্তৃক বিএসসি নার্সিং কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যা নারী শিক্ষায় আগ্রহী করণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সেবিকা তৈরীতে অসামান্য অবদান রাখছে।

১০। **গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা/জার্নাল/সাময়িকী।** আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য সম্বলিত নিম্নবর্ণিত জার্নালসমূহ ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

ক। জার্নাল অব আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি (জেএএফআইপি) - ডিসেম্বর ২০২২।
খ। বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল জার্নাল - ডিসেম্বর ২০২২।
গ। জার্নাল অব আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ - ডিসেম্বর ২০২২।
ঘ। সিএমএইচ জার্নাল - ডিসেম্বর ২০২২।
ঙ। এমডিসি জার্নাল - ডিসেম্বর ২০২২।

১১। **আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রনয়ণ/সংশোধন**। নাই।

১২। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন**। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নিম্নবর্ণিত কর্মসম্পাদিত চুক্তির কার্যক্রম বাস্তাবায়িত হয়েছেঃ

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | সুচক | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ক। | চিকিৎসার মান উন্নয়ন | চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমে গবেষণা | গবেষণা কর্ম সম্পাদন | |
| | | | গবেষণা কর্ম সম্পাদন | |
| খ। | চিকিৎসা অবকাঠামো উন্নয়ন | চিকিৎসা সেবা গবেষণার প্রসারে অবকাঠামোগত উন্নয়ন | সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্ক সংযোজন/ উন্নতিকরণ | |
| গ। | মানবসম্পদ উন্নয়ন | কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজন | |
| | | | ওয়ার্কশপ সেমিনার আয়োজন | |
| ঘ। | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতমূলক সম্পর্ক স্থাপন | সহযোগিতমূলক সম্পর্ক স্থাপন | |
| | | | সহযোগিতমূলক সম্পর্ক স্থাপন | |
| ঙ। | চিকিৎসার মান উন্নয়ন | চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপন | উন্নত চিকিৎসা | |

১৩। **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে নিম্বের্ণিত বিষয়াবলীর আলোকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ।
খ। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী পরিচালনা।
গ। শুদ্ধাচার সহায়ক আইন, বিধি, নীতিমালা, ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র প্রয়োগ ও বাস্ড়বায়ন।

ঘ। ওয়েব সাইট ও সেবা বক্স হালনাগাদকরণ।
ঙ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
চ। প্রকল্প ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে শুদ্ধাচার বাস্ড়বায়ন।
ছ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
জ। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন

১৪। জুন ২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। নাই।

১৫। এসডিজি। নাই

১৬। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

ক। আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতসহ আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর তথা জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থার-স্থল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহ কর্তৃক প্রাধিকৃত রোগীদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষের নিম্নবর্ণিত জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেঃ

ক। **THALASSEMIA,** ঠোঁট কাটা এবং তালুকাটা রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান।
খ। **CONGENITAL HEART DISEASE** এ আক্রা রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান।
গ। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান (রেডিওথেরাপী, কেমোথেরাপী, ব্রাকিথেরাপী ও পিইটি সিটি সিম্যুলেটর করা হয়)।
ঘ। জন্মগত বধির ব্যক্তিগণের চিকিৎসা সেবা প্রদান।
ঙ। বিরল রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান।

খ। এছাড়াও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকাসহ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য হাসপাতাল/ফিল্ড হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক জাতীয় নির্দেশনার অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ

(১) শীত ও গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দেশের সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্পেইনসহ (করোনাকালীন নবজাতকের চিকিৎসা সেবাসহ গর্ভবতী নারীর চিকিৎসা) প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঔষধ বিতরণ করা হয়।

(২) সড়ক দূর্ঘটনা কবলিত আহত রোগীগণ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে মহাসড়কের অতি নিকটবর্তী হাসপাতাল হিসেবে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহে আগমন করেন এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

(৩) চোখের ছানি পড়া (Cataract) রোগীদের অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১৭। উপসংহার। চিকিৎসা সেবা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য প্রাধিকৃত ব্যক্তিবর্গের মান সম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গভীর দেশ প্রেম, উঁচু মনোবল এবং সর্বোপরি আলণ্ঢাহর উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে রোগীদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর বদ্ধপরিকর। সমরে ও শান্তিতে রাখিব সুস্থ, সুস্থ্য হাসিতে উদ্দীপ্ত সশস্ত্র বাহিনী এবং সেবায় ও ত্যাগে রহিব সমুজ্জ্বল এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আর্মি মেডিকেল কোর, আর্মি ডেন্টাল কোর এবং আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

# ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

১। **ভূমিকা**।

ক। **প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মূল কর্মপরিধি**। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি), "জ্ঞানেই নিরাপত্তা" ‘‘Security Through Khowledge’’ এই মূলমন্ত্র নিয়ে প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, স্ট্র্যাটেজি ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান এবং গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবছর ৩টি কোর্স, যথাক্রমে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি), আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স (এএফডব্লিউসি) এবং ক্যাপস্টোন কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। গত ২৪ বছরে এনডিসি ২৪টি ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং ২১টি আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স পরিচালনা করেছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে এ যাবৎ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও যুগ্মসচিব পর্যাদার) ১২৬১ জন বাংলাদেশী কর্মকর্তা এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে কর্নেল/লেঃ কর্নেল সমপর্যায়ের বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৬৩৭ জন কর্মকর্তা সাফল্যের সাথে কোর্স সমাপ্ত করেছেন। ২০০৩ সাল হতে এ যাবৎ ২০টি বন্ধুপ্রতীম দেশের ৪১৩ জন বিদেশী সামরিক কর্মকর্তা ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিবিড় সম্পর্ক অনুধাবন ও একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম তৈরীর উদ্দেশ্যে বিগত ২০১০ সাল হতে ক্যাপস্টোন কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। এযাবৎ মোট ১৪টি ক্যাপস্টোন কোর্সে ৮১ জন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ সর্বমোট ৩৮১ জন ফেলো অংশগ্রহণ করেছেন। এনডিসি’র শিক্ষাক্রমে গবেষণার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিবছর প্রশিক্ষণার্থীগণ ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শতাধিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এসব গবেষণাপত্র ও সেমিনার প্রকাশনা আকারে দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়সহ বিদেশে সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। এনডিসি সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ বিবেচনায় নিয়ে একাধারে কয়েকটি সেমিনার আয়োজন করেছে। এছাড়াও ভিশন ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য এনডিসি বিভিন্ন আঙ্গিকে ক্রমাগত গবেষণা করে যাচ্ছে।

খ। **মোট জনবল**। বর্তমানে অনুমোদিত জনবল ২৮৭ জন।

২। **ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন**।

ক। **গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ক্রয় ইত্যাদি)**। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের আগামী ৫০ বৎসরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্ভাব্য সর্বমোট ২০০-২৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে গুণগত মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুগোপযোগী পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে বর্তমানে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধাদির উন্নয়ন ও পরিবর্ধন করার লক্ষ্যে ৪৯ কোটি ৯৯.৫৯ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ মাত্র) টাকার সি টাইপ পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩। **মানবসম্পদ ও উন্নয়ন**।

(ক) **শুন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতি**। অত্র প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ১ম শ্রেণীর ০৫টি, ২য় শ্রেণীর ০১টি, ৩য় শ্রেণীর ০১টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর ০৫টি পদসহ সর্বমোট ১২টি পদ শূন্য/ঘাটতি রয়েছে। উক্ত পদসমূহ পূরণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পত্রালাপ চলমান রয়েছে।

(খ) **প্রশিক্ষণ**।

(১) **ক্যাপস্টোন কোর্স**। ২০২২ সালে দুটি ক্যাপস্টোন কোর্সে সর্বমোট ৫০ জন ক্যাপস্টোন ফেলো অংশগ্রহণ করেন।

(২) **ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স**। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২২ এ ৮৮ জন দেশী/বিদেশী সামরিক বাহিনীর এবং অসামরিক কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন।

(৩) **আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স**। আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০২২ এ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বমোট ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন।

৪। **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা**।

ক। **সংক্ষিপ্ত ভূমিকা**। অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহনরত বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তাদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল হচ্ছে।

খ। **গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত তথ্য**। ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অতিথি বক্তা হিসেবে আগমন করেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ ও প্রতিনিধিদল অত্র প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান থেকে অতিথি বক্তাগণ আগমন করেন। এনডিসি এবং এএফডবিণ্ডউসি কোর্স মেম্বারসহ ফ্যাকাল্টি ও স্টাফ অফিসারগণ বিভিন্ন দেশে বহির্দেশ শিক্ষা সফরে গমন করেন এবং নানা আন্তর্জাতিক সেমিনার/বৈদেশিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এতে বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কর্মকর্তাদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে।

৫। **কল্যাণমূলক কর্মকান্ড**। এনডিসি'র অসামরিক কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য প্রতিবছর নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা হয়ঃ

ক। আর্থিক অস্বচ্ছল কর্মচারীদের এনডিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্মিত ১০টি বাসস্থানে পর্যায়ক্রমে বসবাসের সুযোগ দান।
খ। অসামরিক কর্মচারীদের মেসে খাবারের জন্য এনডিসি'র নিজস্ব তহবিল হতে ভর্তুকি প্রদান।
গ। অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিকরণ।
ঘ। অস্থায়ী কর্মচারীদের নিজস্ব তহবিল হতে সাজ-পোষাক প্রদান।

৬। **তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন**। তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে এনডিসি কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ করা হয়ঃ

ক। ই-জার্নাল প্রকাশনা চলমান।

খ। এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এল.এম.এস (লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার) ৪.০ এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। LMS Application এর Android Apps Development করা হয়েছে। এছাড়াও এএফডবিণ্ডউসি কোর্সে সহায়তা করার জন্য Plagiarism Software চালু করা হয়েছে।
গ। অনলাইন একাডেমিক কার্যক্রম চলমান।
ঘ। অনলাইন লাইব্রেরী কার্যক্রম চলমান।

৭। **নারী উন্নয়ন কার্যক্রম।** অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এএফডব্লিউসি ২০২২ কোর্সে সশস্ত্র বাহিনীর ০৩ জন লেঃ কর্ণেল পদবীর কর্মকর্তা (আর্মি ০২, নেভী ০১, এয়ার ফোর্স ০১) এবং এনডি ২০২২ কোর্সে ০৩ জন যুগ্নসচিব পদমর্যাদার নারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা হচ্ছে।

৮। **প্রকাশনা**। অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্সের কোর্স মেম্বারদের বাছাইকৃত গবেষণাপত্র সমূহের সমন্বয়ে রিসার্স এন্ড একাডেমিক উইং এর তত্ত্বাবধানে ২০২২ সালে ০২টি এনডিসি জার্নাল, ০৪ টি নিউজলেটার, ০১টি কলেজ ব্রোসিয়ার এবং ০১টি কলেজ বার্ষিকী পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিন (বীকন) প্রকাশিত হয়েছে।

**০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে এনডিসি ও এএফডব্লিউসি ২০২২ এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি'তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কমান্ড্যান্ট, এনডিসি**

২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এনডি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট এর সাথে কোর্স মেম্বারগণ

২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে এএফডব্লিউসি'র সমাপনী অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট এর সাথে কোর্স মেম্বারগণ

০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে এনডি ও এএফডব্লিউসি কোর্স ২০২২ এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি উপলক্ষ্যে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এনডিসি কমান্ড্যান্ট এর পক্ষ থেকে স্যুভেনিয়ার প্রদান

৯। <u>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।</u> জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অংশ হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে প্রতিনিয়ত প্রেষণা প্রদান করা হয়।

১০। <u>অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম</u>। নিম্নে অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম দেওয়া হলোঃ

ক। ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা'র জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

খ। ২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

গ। ১৫ আগষ্ট ২০২২ তারিখ জাতির পিতা'র ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলেক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

ঘ। ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

# সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ

<u>ভূমিকা</u>

- মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মিরপুর সেনানিবাসে ১৯৭৭ সালে সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ ঢাকা শহরের কেন্দ্র স্থল থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তরে মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানের পূর্বে মিরপুর ডিওএইচএস, পশ্চিমে আলুব্দী ইষ্টার্ন হাউজিং, উত্তরে এমআইএসটি এবং দক্ষিণে এনডিসি অবস্থিত।

- প্রশিক্ষণরত অফিসারদের ষ্টাফ ডিউটি, সমর নীতি, যুদ্ধ কৌশল, প্রশাসনিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রশদ ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, কাউন্টার ইন্সারজেন্সি অপারেশন, যৌথ/একক/সম্মিলিত যুদ্ধাভিযান/জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্ম্পক, জাতীয় অর্থনীতি, পরিবেশ, সমাজ, প্রাকৃতিক দুযোর্গ মোকাবেলা প্রভৃতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ্যাডমিন ব্লক, ডিএসসিএসসি

৮ তলা একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স', ডিএসসিএসসি

<u>ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন</u>

- ২০১৯-২০২৪ অর্থ বছরে মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিওএসসি'র জন্য ১০ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ। যার কাজ চলমান রয়েছে।

নির্মাণাধীন ১০ তলা বিশিষ্ট বিওকিউ

নর্মাণাধীন ১০ তলা বিশিষ্ট অফিসার্স মেস

## মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

- অত্যন্ত পেশাদার ও প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী গঠনের অংশ হিসাবে বর্তমান সরকারের গৃহীত ফোর্সেস গোল ২০৩০ পরিকল্পনা অনুয়ায়ী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের উচ্চ প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও ভৌত-অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন চলমান রয়েছে। ডিএসসিএসসি কোর্স-২০২২ সফলতার সাথে ষ্টাফ কোর্স পরিচালিত হয় যাতে ২১টি দেশের ৪৬ জন বৈদেশিক এবং ২০৪ জন দেশি প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। একইভাবে ডিএসসিএসসি কোর্স-২০২৩ এ ২৪টি দেশের ৪৯ জন বৈদেশিক এবং ২০৮ জন দেশি প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন।

**কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ**

- কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের মানসিক ও মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আন্তঃ উইং/ডিভিশন ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, নৌকা বাইচ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ছাড়াও হ্যাশ, হেলথ রান এবং বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ছাত্র অফিসারগণ বিভিন্ন স্থাপনা, ঘাঁটি, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতি ভ্রমণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করবার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

**কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা**

**কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের ভলিবল প্রতিযোগিতা**

## আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- ডিএসসিএসসি কোর্স-২০২২ এ ২১টি বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে আগত ৪৬ জন বিদেশী সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী) অত্র কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ডিএসসিএসসি কোর্স-২০২৩ এ ২৪ টি বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে আগত ৪৯ জন বিদেশী সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা) প্রশিক্ষণরত আছেন।

ডিএসসিএসসি কোর্স ২০২২ এর অনুশীলন

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী অফিসারদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বিদেশী অতিথি বক্তার মাধ্যমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ সালের নিম্নবর্ণিত অতিথি বক্তাগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন:

| ক্রমিক | বিদেশী বক্তা | তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১। | British High Commissioner | 11-09-2022 | |
| ২। | US Ambassador | 19-09-2022 | |
| ৩। | EU Ambassador | 09-11-2022 | |

## কল্যাণমূলক কার্যক্রম

- প্রতি মাসে অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কের মাসিক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অসুবিধা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- দুর্নীতি বন্ধে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষন এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে দুর্নীতির কুফল এবং দুর্নীতির শাস্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত দুর্নীতি বন্ধে প্রেষণা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- দৈনন্দিন কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীলের লক্ষ্যে ৪র্থ শ্রেণির সকল শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কর্মরত কোন সদস্য সিএমএইচ, ঢাকায় ভর্তি হলে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করলে বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দক্ষ সৎ ও নিয়মানুবর্তিতা সাথে কাজের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কোর্সে অংশগ্রহকারী অফিসার ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে স্কুল/কলেজে যাতায়াতের নিমিত্তে গাড়ীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

## তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রচলিত মান সমুন্নত রেখে নিজস্ব উদ্ভাবিত ই-লার্নিং সল্যুউশন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাম্পাস (আভ্যন্তরীন) হিসাবে শুধুমাত্র ইন্ট্রানেট ব্যবহার (ইন্টারনেট ব্যতীত) করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বহি:সংস্থানের অতিথি বক্তাদের ক্লাস অনলাইনে (ইন্টারনেট) পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রচলিত অন্যান্য ডিজিটাল সুবিধাদি যেমন: প্ল্যাজারিজম, ক্লিয়ারেন্স, ফীডব্যাক, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অনলাইন ভিত্তিক সফ্টওয়্যার (আভ্যন্তরীন) হিসাবে শুধুমাত্র ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে ব্যবহার (ইন্টারনেট ব্যতীত) করে প্রশিক্ষনের মান যুগোপযোগী ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা হয়েছে।

## উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রচলিত মান সমুন্নত রেখে নিজস্ব উদ্ভাবিত ই-লার্নিং সল্যুউশন সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাম্পাস (আভ্যন্তরীন) হিসাবে শুধুমাত্র ইন্ট্রানেট ব্যবহার (ইন্টারনেট ব্যতীত)

করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বহি:সংস্থানের অতিথি বক্তাদের ক্লাস অনলাইনে (ইন্টারনেট) পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রচলিত অন্যান্য ডিজিটাল সুবিধাদি যেমন: প্ল্যাজারিজম, ক্লিয়ারেন্স, ফীডব্যাক, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার (আভ্যন্তরীন) হিসাবে শুধুমাত্র ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে ব্যবহার (ইন্টারনেট ব্যতীত) করে প্রশিক্ষনের মান যুগোপযোগী ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা হয়েছে।

**নারী উন্নয়ন কার্যক্রম**

- নারীদের নিপীড়ন হতে সুরক্ষা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ নারীদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল সুযোগ সুবিধা ও সমআচরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং নারী প্রশিক্ষণনার্থীদের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- নারী প্রশিক্ষনার্থীদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এমআই রুম (Medical Inspection Room) রয়েছে।
- এছাড়াও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বেসামরিক শুন্যপদে নারীদের নিয়োগদানে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

**প্রকাশনা**

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের লাইব্রেরি সেকশন কর্তৃক MIRPUR NEWS LETTER প্রতি বছর ০২ (দুই) টি সংখ্যা (মার্চ ও সেপ্টেম্বর) প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিএসসিএসসি লাইব্রেরি সেকশন হতে ০২ (দুই) টি সংখ্যা (মার্চ ও সেপ্টেম্বর) MIRPUR NEWS LETTER প্রকাশ করা হয়েছে।

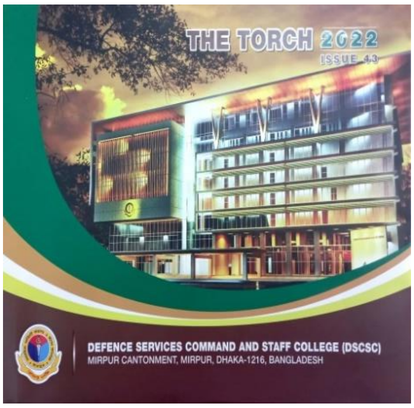


টর্চ-২০২২

নিউজ লেটার-২০২৩

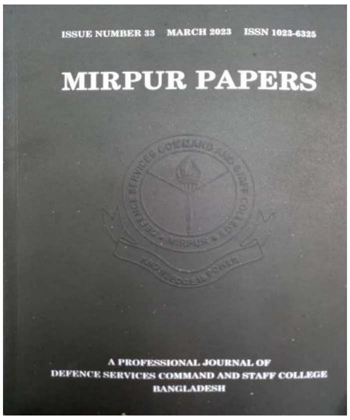


মিরপুর পেপার-২০২৩

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের রিসার্চ এন্ড একাডেমিক উইং কর্তৃক THE TORCH ও MIRPUR PAPERS প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিএসসিএসসি রিসার্চ এন্ড একাডেমিক উইং হতে THE TORCH ও MIRPUR PAPERS প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

- প্রতি মাসে অধিনায়কের মাসিক দরবারে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের করণীয়/অকরণীয় সর্ম্পকে নিয়মিত প্রেষণা প্রদান করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অসুবিধা দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- দুর্নীতি বন্ধে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে স্বচ্ছ ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষন এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যেমে দুর্নীতির কুফল এবং দুর্নীতি শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানে সামরিক বিধিমালা এবং বেসামরিক কর্মচারী বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি বন্ধে জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে শুধু সরকারি কর্মচারী হিসাবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও জনগণের সেবক হিসাবে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগের কাজ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দক্ষ, সৎ ও নিয়মানুবর্তী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া অন্যায় কাজে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।
- কর্মরত যেকোন সদস্য সিএমএইচ, ঢাকায় ভর্তি হলে সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করলে বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।
- অত্র প্রতিষ্ঠানের সব সময় দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।
- সকল কর্মচারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- বৃক্ষ রোপন অভিযান ২০২৩ এর আওতায় এ বছরে সর্বমোট ৩৫০টি (ফলজ-১১০, বনজ-২০, ঔষধি-২০ ও সৌন্দর্যবর্ধক-২০০) গাছ রোপন করা হয়েছে।

- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ একটি সুষম পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে যা তিন বাহিনীর প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরন করে থাকে। স্ব স্ব বাহিনী ও ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য ষ্টাফ কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানটি অভিষ্ঠ্য লক্ষ্যে পৌছাতে বদ্ধ পরিকর। পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ মেহেরবানীতে এখন পর্যন্ত ডিএসসিএসসি তার স্ব মহিমায় সামরিক শিক্ষার মানদন্ড ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সকলের সার্বিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

# আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ

১। **<u>ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন:</u>** অত্র প্রতিষ্ঠানের মুজিব কর্ণার,প্রশাসনিক ভবন, বেসিক সাইন্স বিল্ডিং, ক্লিনিক্যাল বিল্ডিং এবং মেল ও ফিমেল ডরমিটরি-ত বিভিন্ন ধরনের ডিস্টেম্পার, ওয়েদার কোট পেইন্টসহ বিবিধ ভৌত ও অবকাঠোমোগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এছাড়াও মেল ও ফিমেল ডরমিটরি এবং বেসিক সাইন্স বিল্ডিং এর লিফট্সমূহ মেরামত এবং রেনভেশন করা হয়েছে।

চিত্রঃ **মুজিব কর্ণার**

২। **<u>সংগঠন ও ক্রয়:</u>** আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে স্ব স্ব কোড অনুযায়ী বরাদ্দকৃত খাত হতে প্র-য়াজন অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় এবং যাবতীয় মেরামত কার্য সম্পাদন করা হয়।

৩। **<u>মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:</u>** এএফএমসি'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৩২৪ জন জনবল (সামরিক ও অসামরিক) প্রাধিকার রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ সামরিক অফিসারগণ কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষ-ণর মান বজায় রাখার ল-ক্ষ্য কলেজের বিশেষায়িত শিক্ষক পদগুলি সর্বদা পূর্ণ রাখা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ক্রয় এবং স্থাপনের মাধ্যমে কলেজে আধুনিক প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। প্রতি সপ্তা-হ সিএমই প্রোগা-ম দে-শ বি-দ-শ প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহন করেন। এছাড়াও অত্র ইউনিটে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার জেসিও, ওআর এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী-দর দক্ষ গ-ড় তোলার ল-ক্ষ্য মোটি-ভশন ক্লাস পরিচালনা করা হয়।

চিত্রঃ সিএমই -সমিনা-র সনদ বিতরণ

চিত্রঃ  সেমিনা-র বক্তব্য প্রদান

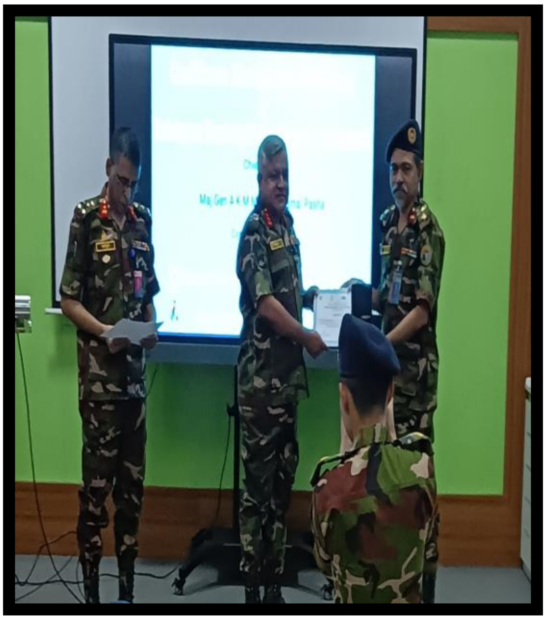

চিত্র: সিএমই প্রোগ্রাম

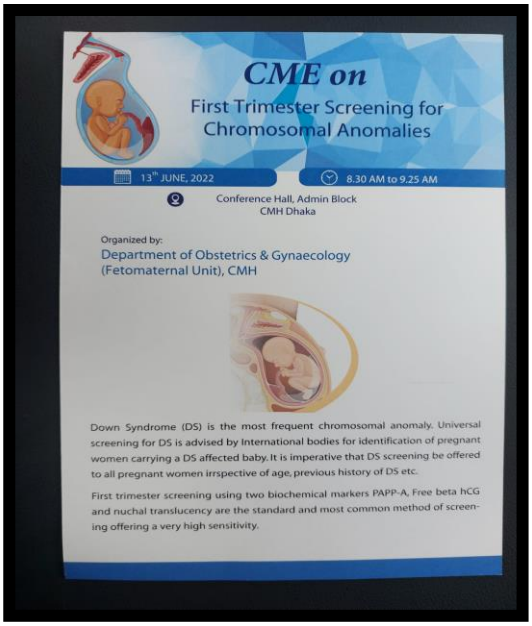


চিত্রঃ আন্তজার্তিক সেমিনা-র অংশগ্রহন

৪। **আন্তজার্তিক সম্পৃক্ততা:** বর্তমানে এএফএমসিতে ৬১ জন বিদেশী ক্যাডেট অধ্যয়নরত, যা বিশ্বে এএফএমসি এর ভাবমূর্তি ও সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে।

৫। **কল্যাণমূলক কর্মকান্ড:** জাতির পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত **"ফোর্সেস গোল ২০৩০"** বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য **'জ্ঞানই শক্তি-সেবাই ধর্ম,** এই মূলমন্ত্রে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা সেবার মহান ব্রত নিয়ে চিকিৎসক তৈরীর কারিগর হি-স-ব সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমা-ন আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ একটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হি-স-ব পরিগণিত হ-য়-ছ। বিগত অর্থ বছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরেও কলেজে অধ্যয়নরত মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ক্যাডেটদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৬। **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন:** সম্প্রসারণ মান আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে কলেজে অধ্যয়নরত ক্যাডেটগণের জন্য কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সার্বিক ও পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভাগগুলোতে আরও উচ্চ রাউটার, ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সংযোগ ও দশ আইপিস বিশিষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র সং-যাজনসহ একটি স্কিল্ড এন্ড সিম্যু-লশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্রঃ **মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান**

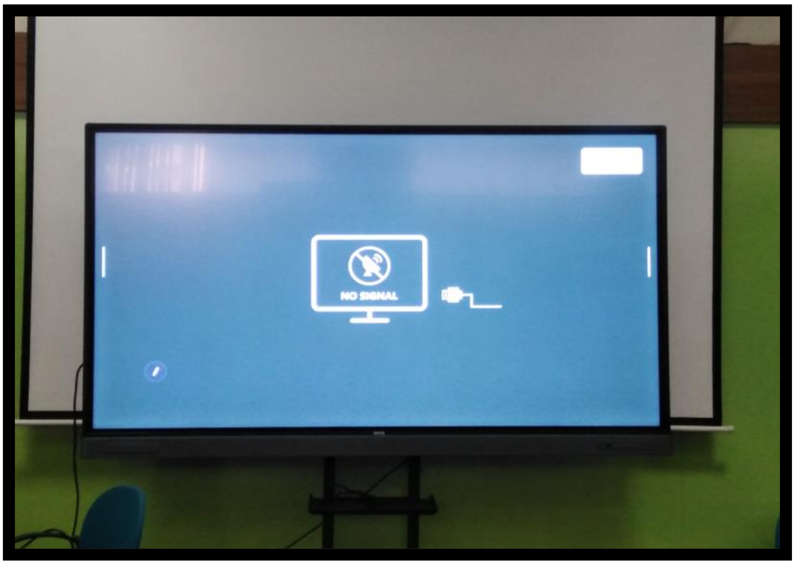


**চিত্রঃ ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড।**

৭। **<u>উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমঃ</u>** বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্যাডেটদের যাবতীয় বেতন ভাতা, ডাটা এন্ট্রি বিবিধ ও শিক্ষা কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি আরও প্রযুক্তিগত উন্নত করার প্রয়াসে লেকচার গ্যালারীতে দুইটি ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড স্হাপন করা হ-য়-ছ।

৮। **<u>ব্লু-ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য)ঃ</u>** প্র-যাজ্য নয়।

৯। **<u>নারী উন্নয়ন কার্যক্রম:</u>** ২০২২-২০২৩ শিক্ষাব-র্ষ এএফএমসি-২৫ তম ব্যাচে ১২৫ জন ক্যাডেট (বি-দশী ক্যা-ডটসহ) ভর্তি করা হয়। যার মধ্যে ৭৫ জন মহিলা এবং ৫০ জন পুরুষ, এক্ষেত্রে মহিলা ও পুরু-ষর অনুপাত ৬০% এবং ৪০%। উল্লেখ্য যে, কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে অদ্যাবধি ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা পুরু-ষর তুলনায় মহিলা-দর হার বেশি, যা চিকিৎসা সেবায় নারীদের অংশগ্রহণে বিশাল ভূমিকা পালন করছে।

চিত্রঃ **ফি-মল ক্যাডেটগণের ড্রিল প্রশিক্ষণ**

১০। **<u>প্রকাশনা:</u>** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কলেজের শিক্ষকগ-ণর গবেষণা প্রবন্ধের সমন্বয়ে Journal of Armed Forces medical College (JAFMC) নামে ০১টি ষান্মাষিক জার্নাল এবং উ-ম্মষ, ফ-টাবুক ও নিউজ-লটার প্রকাশিত হয়েছে।

Journal of Armed Forces Medical College, Bangladesh

BMDC Approved    ISSN-1992-5743

JAFMC

JAFMC Bangladesh, Vol 18, No 2 (December) 2022

Editorial

01 Importance of Hand Hygiene in Health Care Setting
**Ahmad M, Pasha AKMMK**

Original Articles

03 Prevalence of Dyslipidemia among Type 2 Diabetes Mellitus Patient in Combined Military Hospital, Sylhet
**Mostofa MG, Ferdous NEJ, Bhuiyan MAQ**

07 Study of Serum Ferritin and Glycemic Status in Type II Diabetic Patients
**Akhter KR, Naznin L, Giti S, Khan AA, Islam MR**

11 A Retrospective Study on Previously Untreated Non-metastatic Breast Cancer Patients at a Tertiary Care Hospital
**Elahi MQE, Islam MA, Sarwar SMR, Sarkar F**

15 Profile of Dermatophytosis among Armed Forces Personnel Attending in Combined Military Hospital, Dhaka
**Karim ATMR, Sadeque SP, Zaman MM, Chowdhury SN**

19 Clinical Characteristics and Risk Factors Analysis of COVID-19 Infections- A Single Center Observational Study
**Bhuiyan MAQ, Alam MZ, Nabi MN, Munir UR**

24 Treatment of Retinopathy of Prematurity by Intravitreal Injection of Bevacizumab
**Hossain MI, Khan KH, Sultana J, Hasan Z, Hossain B, Kadir SMU**

28 Evaluation of Post Extraction Bleeding Risk for Oral Surgery under Continued Clopidogrel Anti-platelet Therapy
**Karim F, Chowdhury GM, Rab MA, Sindhi Q**

31 Seroprevalence of Apparently Healthy and Unvaccinated Healthcare Workers at the Ward of COVID Patients in a Referral Hospital, Dhaka, Bangladesh
**Jasmine R, Jubaida N, Baki AA, Giti S, Rahman M**

35 Psychological Impact of COVID Pandemic among the Armed Forces Healthcare Workers
**Rahman SS, Islam MA, Munir UR, Khan AKMJH**

40 Role of Foetal Trans-cerebellar Diameter in the Prediction of Gestational Age in Correlation with other Foetal Biometric Parameter: A Cross-sectional Study in a Secondary Hospital of Bangladesh
**Hossain J, Akter H, Akter S, Mahmood T, Belal A, Sohan SUA**

46 Study of Risk Factors and Foeto-maternal Outcome of Gestational Diabetes Mellitus
**Chisty S, Alam RB**

51 Histological Study of Splenic Capsule in Bangladeshi Cadaver
**Chowdhury MAI, Toshi AA, Jafrin W, Biswas AK**

57 A Prospective Study of Post-operative Complications Following Stapled Haemorrhoidectomy
**Rahman N, Hoque MA**

61 Incidence, Options of Medical Intervention and Post-Intervention Follow-up of Patients with Patent Ductus Arteriosus: An Experience in Combined Military Hospital, Dhaka
**Maksud AA, Begum NNF, Sarker MFR**

66 Perceptions of Autism Spectrum Disorder among People in a Remote Area of Bangladesh
**Sultana N, Mawla MR, Khan NF, Alam MR, Karim MZ, Haque N**

Case Report

72 Claude's Syndrome: A Case Report of Rare Midbrain Syndrome from Bangladesh
**Huq MR, Kabir H, Chowdhury MI, Rumi MF, Anwar MB**

75 Instructions to Authors

Website: www.afmc.edu.bd    Enlisted in HINARI, DOAJ and INASP

চিত্রঃ **এএফএমসি জার্নাল (জেএএফএমসি)।**

১১। **<u>আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন:</u>** অত্র প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাউন্সিল ও গর্ভনিংবডি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাডেটদের শিক্ষা এবং বিবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১২। **<u>ফো-র্সস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ</u>** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "ফোর্সেস গোল ২০৩০" বাস্তবায়-নর ল-ক্ষ্য 'জ্ঞানই শক্তি-সেবাই ধর্ম' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হ-য় আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা সেবার মহান ব্রত নিয়ে চিকিৎসক তৈরীর কারিগর হিসেবে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১৩। **<u>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নঃ</u>** অত্র প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি বাস্তবায়-নর অংশ হি-স-ব ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান রয়েছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করা হয়।

**১৪। <u>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ</u>** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদান করে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র কলেজে কর্মরত সিনিঃ ওয়াঃ অফিঃ (এমএ) মোঃ আলাল উদ্দিন, এএমসি শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ক-র-ছ।

**১৫। <u>জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অর্জনঃ</u>** অত্র প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ক্যাডেটগণের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে একটি এমআই রুম এবং আগত অভিভাবক-দর জন্য একটি অভিভাবক অ-পক্ষাগার তৈরী করা হ-য়-ছ।

চিত্রঃ **এমআই রুম উ-ভাধন।**

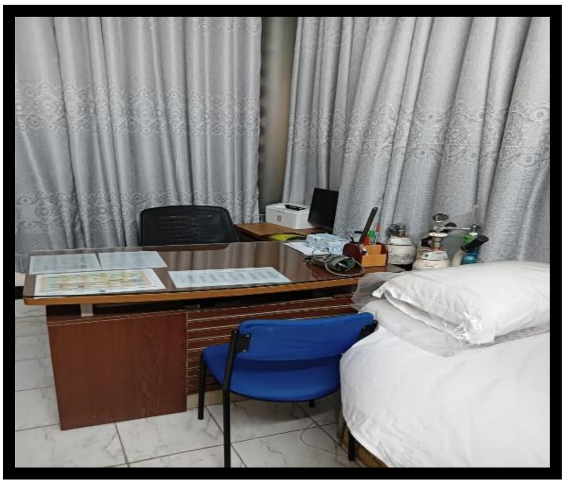

চিত্রঃ **এমআই রুম**

**১৬। <u>এসডিজিঃ</u>** অত্র প্রতিষ্ঠান এসডিজি এর লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পাদন করে আসছে।

**১৭। <u>অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:</u>** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ক্যাডেটদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা সফর আ-য়াজন করা হ-য়-ছ, যা ক্যা-ডটগ-ণর বি-নাদ-নর খোরাক যুগি-য়-ছ।

চিত্রঃ **শিক্ষা সফর ২০২৩**

চিত্রঃ **শিক্ষা সফর ২০২৩**

স্বাধীনতা  ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

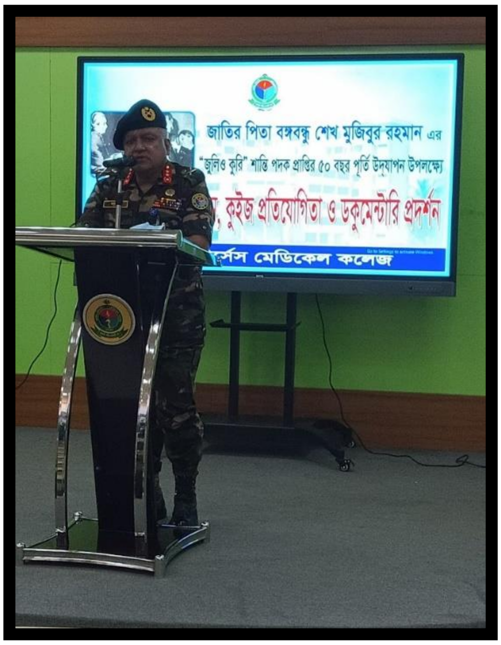


জুলিও কুরি শান্তি পদক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

গণহত্যা দিবস উদ্‌যাপন

২১-শ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ উদ্‌যাপন

# মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

(১) ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ

এমআইএসটির Master Plan অনুযায়ী একাডেমিক টাওয়ার বিল্ডিং ৩ ও ৪ এবং একটি অ্যাডমিন টাওয়ার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের সামরিক শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য একটি ছাত্র অফিসার্স মেস এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

টাওয়ার বিল্ডিং-৩

টাওয়ার বিল্ডিং-৪

অ্যাডমিন টাওয়ার

নির্মাণাধীন ছাত্র অফিসার্স মেস

(২) সংগঠন ও ক্রয় ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের ০৬টি নতুন ডিপার্টমেন্ট এর সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষন ঃ

ক। ২০২২-২৩ অর্থবৎসরে ৩-১০ গ্রেডের পদে কোন নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি এবং ১১-২০ গ্রেডের পদে ২২ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

খ। প্রশিক্ষণ।

| ক্রমিক | সময়কাল | প্রশিক্ষণের বিবরণ |
|---|---|---|
| ১। | সেপ্টেম্বর ২০২২ | Advanced Full Stack Web Development শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। উক্ত কোর্সে সিএসই বিভাগের ২৮ জন সামরিক ছাত্র অফিসার অংশগ্রহণ করেন। |
| ২। | অক্টোবর ২০২২ | Fundamentals on Cyber Security শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। উক্ত কোর্সে সিএসই বিভাগের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। |
| ৩। | নভেম্বর ২০২২ | মেডিক্যাল ইমেজিং কৌশল, রেডিওথেরাপি পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মেডিকেল ডিভাইসের নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে জার্মানির একজন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। |

| ক্রমিক | সময়কাল | প্রশিক্ষণের বিবরণ |
|---|---|---|
| ৪। | ডিসেম্বর ২০২২ | আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শর্ট কোর্স পরিচালনা করা হয়। উক্ত কোর্সে আইসিডিডিআরবি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সর্বমোট ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। |
| ৫। | জানুয়ারি ২০২৩ | কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা এবং সাইবার নিরাপত্তার উপর প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো) এর ১৯ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। |
| ৬। | ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | Information Security Assessment and Penetration Testing (SAPT-3) ও SAPT-04 বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। |
| ৭। | মার্চ ২০২৩ | Outcome Based Education (OBE) এর উপর একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সিএসই বিভাগের সকল ফ্যাকাল্টি অংশগ্রহণ করেন। |
| ৮। | মার্চ ২০২৩ | অত্র প্রতিষ্ঠানে “সিএনসি মেশিন” ও “3D প্রিন্টার” এর উপর একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৭০৩ মিডিয়াম ওয়ার্কশপ এর ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। |

(৪) **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা ঃ**

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১১-১২ মে ২০২৩ তারিখে ৩৪তম International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX-2023) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্ভাবনী প্রদর্শনীতে অত্র প্রতিষ্ঠানের নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ‘স্বাস্থ্য ও ওষুধ’ এবং ‘কৃষি’ বিভাগে উদ্ভাবনের জন্য ০২টি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

(৫) **কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ**

২০২২ সালে এমআইএসটির ৩৪২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড বাবদ মোট ৬০,৩৭,৫৬৭.০০ (ষাট লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতষট্টি) টাকা প্রদান করা হয়।

(৬) **তথ্য প্রযুক্তিখাতে উন্নয়ন ঃ**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় এমআইএসটির সিএসই বিভাগ কর্তৃক ২০ মে ২০২৩ তারিখে MIST Leetcon 2023: HackMeIfYouCan শীর্ষক সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত Catch the Flag প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। উল্লেখিত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সামরিক বাহিনী, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং বিভিন্ন আইটি কোম্পানীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

(৭)। **প্রকাশনা ঃ** অত্র প্রতিষ্ঠান হতে এমআইএসটি নিউজলেটার, এমআইএসটি জার্নাল এবং এমআইএসটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে।

# ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পর্ষদ

## ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন (কর্মকর্তা ও অনুষদ সদস্যদের জন্য ০৮ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ)

১। **ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ**

ক। প্রতিটি ক্যাডেট কলেজে নিয়মিত বাজেট থেকে সংস্কার/মেরামত এবং নির্মাণ ও সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১২টি ক্যাডেট কলেজের ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৭৮০৪.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পন্ন একটি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে।

২। **সংগঠন ও ক্রয়ঃ**

ক। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ক্যাডেট কলেজসমূহে শুন্য পদের অনুকূলে ৪৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

খ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ক্যাডেট কলেজসমূহে ক্যাডেট হাউসে পানি সরবরাহের জন্য প্লাম্বিং মালামাল ক্রয়, ডেক্সটপ কম্পিউটার ক্রয়, প্রিন্টার ক্রয়, ক্যাডেটদের খেলার সামগ্রী ও ব্যান্ড সামগ্রী ক্রয়, লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় বই ক্রয়, হাসপাতালে বিভাগের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়, ক্যাডেটদের জন্য মেডেল ও ক্রেস্ট ক্রয়, পেপার কাটিং মেশিন, পিভিএক্স ইন্টারকম মেশিন ও ইন্টারকম সেট ক্রয়, ডিজিটাল ডুপ্লিকেটিং মেশিন ক্রয়, বায়োলজি বিভাগের জন্য বাইনোকুলার মাইক্রোস্কোপ ক্রয় এবং ক্যাডেটদের ব্যান্ড প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে।

৩। **মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজের অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (TOT), পটেনশিয়াল এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরস্ ট্রেনিং (PAPT), পটেনশিয়াল হাউস মাষ্টার ট্রেনিং (PHMT), সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং (SMT), ফ্যাকাল্টি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং (FFT), ফ্যাকাল্টি ফাউন্ডেশন এন্ড ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং এবং Orientation Programme for the Inducted Lecturer of Cadet Colleges শীর্ষক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

৪। **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততাঃ**

ক। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটদের সাথে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ সম্পৃক্ত থাকেন।

৫। **কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ**

ক। কলেজ কল্যাণ তহবিল থেকে কর্মরত কর্মচারীদের পারিবারিক অভাব ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তি ও পরীক্ষার জন্য বৃত্তি ও অনুদান, মেয়ের বিবাহ, জটিল রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি কার্য সম্পাদনে কলেজ কল্যাণ তহবিল থেকে ও এক্স ক্যাডেট ফোরাম হতে কলেজের সাথে সমন্বয়পূর্বক আর্থিক সাহায্য/লোন প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

খ। ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবে ইংরেজি ভাষা ও অন্যান্য ভাষা (বিশেষক্ষেত্রে) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ঘ। ক্যাডেটদের নিয়মিত সাঁতার শেখানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নঃ**

ক। Intrigated Software এর মাধ্যমে কলেজের সকল স্তরের জনবলের তথ্য হালনাগাদ ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

খ। ক্যাডেটদের সকল তথ্য হালনাগাদ এবং কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাৎসরিক রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করা হচ্ছে।

গ। কলেজের ক্যাডেট হাউস, ক্যাডেট মেস, হাসপাতাল, লাইব্রেরী ও ক্যাডেট ক্যান্টিনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ঘ। অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল ও রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হচ্ছে।

ঙ। ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স মেশিন স্থাপন।

চ। উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও বৈদ্যুতিক বিভাগের সদস্যদের জন্য Revit Architecture এর উপর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ করা হয়েছে।

ছ। ক্যাডেট কলেজ ইনফরমেশন সিস্টেম (CCIS) প্রজেক্টর কাজ চলমান।

জ। রোবোটিক্স ক্লাবের কাজের সুবিধার জন্য উন্নতমানের ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

ঝ। কলেজের নিরাপত্তাকল্পে নতুন সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

ঞ। ক্লাসরুমগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস গ্রহণ করা হচ্ছে।

ট। ক্লাসরুমগুলোতে ইন্টারএ্যাকটিভ স্মার্টবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

ঠ। ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বহিরাঙ্গনের সাথে তথ্য ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রচার করা হয়।

৭। **উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমঃ**

ক। ই-মেইলের মাধ্যমে ক্যাডেট কলেজে ৭ম শ্রেণির ভর্তির সকল কার্যক্রম করা হচ্ছে। এছাড়াও কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল, টেবুলেশনশীট কলেজ ওয়েব সাইটে প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ক্যাডেটদের অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের সন্তানের পড়ালেখার সর্বশেষ তথ্য জানতে পারে।

খ। ক্রিয়েটিভিটি এক্সিবিশন আয়োজন করা হচ্ছে।

গ। ক্যাডেট কলেজ ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং অনলাইনে ক্যাডেট ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ করা হচ্ছে।

ঘ। সর্বশেষ ক্যাডেট কলেজে কর্মরত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের ডাটা কেন্দ্রীয়ভাবে কলেজ ওয়েব সাইটে সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। **ব্লু ইকোনমিঃ** (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য)।

৯। **নারী উন্নয়ন কার্যক্রমঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজ লেডিস ক্লাবের মাধ্যমে নারী উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ যেমন- হস্তশিল্প তৈরীকরণ, সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ এবং চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে।

১০। **প্রকাশনাঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজসমূহে বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকী, কলেজ ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

১১। **আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধনঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজ (কর্মকর্তা/কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা-২০১৪ সংশোধন/পরিমার্জন কার্যক্রম চলমান।

১২। **ফোর্সেস গোল-২০৩০ঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান।

১৩। **বার্ষিক কর্মম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নঃ**

ক। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদনের চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৪। **শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বাস্তবায়ন তথ্যঃ**

ক। ক্যাডেট কলেজসমূহে দরবার, কলেজ এ্যাসেম্বলী, স্টাফ কনফারেন্সে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এবং ক্যাডেটদেরকে প্রাত্যহিক সমাবেশে সুশাসন বিষয়ে অবহিতকরণ ও যথাযথ প্রেষণা প্রদান এবং ধর্মীয় শিক্ষক কর্তৃক প্রেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ক্যাডেট, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনিয়ম, দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার বিষয়ে প্রেষণা দেওয়া হয় এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা নিস্পত্তি করা হয়। কলেজের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ বিধি মেনে স্বচ্ছতা রক্ষা করা হয়। মাসিক ও ত্রৈমাসিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে সার্বিকভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। সময়ানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সুরক্ষায় যত্নবান হওয়া, সুন্দর আচরণ, নৈতিকতা, দেশাত্মবোধক ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা করা এবং জ্ঞানার্জনে নিজেকে উৎসর্গ করা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রেষণা প্রদান ও মূল্যায়ন করা হয়। ভালো কাজের জন্য সময়ে সময়ে পুরস্কৃত করা হয়।

খ। উন্নত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিস্পত্তিকরণ, নথি বিনষ্টকরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৫। **জুন-২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ**

ক। এইচএসসি পরীক্ষার্থী-২০২২ এর মধ্য হতে ২১৩ জন সামরিক বাহিনীতে যোগদান ও ৩৬৯ জন বিভিন্ন পাবলিক ভার্সিটি/ ইঞ্জিনিয়ানিং ইউনিভার্সিটি/ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় এবং ১০ জন বিদেশে পড়ালেখার জন্য গমন করে।

খ। এসএসসি-২০২৩ পরীক্ষায় ৬১৭ জনের মধ্যে ৬১৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করে।

গ। ক্যাডেট নং-২৮১৯, ক্যাডেট রাফসান জামান বাংলাদেশ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

ঘ। ক্যাডেট নং-৩০২৫, ক্যাডেট মোঃ আলফি হাসান বঙ্গবন্ধুর জীবনের উপর নির্মিত '০১ মিনিটের ভিডিও চিত্র' নির্মাণের জন্য ২য় স্থান অর্জন করে।

ঙ। Rajshahi University Model United Nations (RU MUN)-2022 অত্র কলেজের ০৭ জন ক্যাডেটের মধ্যে ০২ জন ক্যাডেট যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

চ। ক্যাডেট ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ছ। ক্যাডেট ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় পাবলিক স্পিকিং (ইংরেজি) প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

১৬। **এসডিজিঃ**

ক। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানী, অসমতার হ্রাস, শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ক্যাডেট কলেজসমূহে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে।

১৭। **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ**

ক। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজ পরিবার আজ বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বলতম স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ক্যাডেটদের দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, মেধা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে এরুপ সাফল্য উত্তরোত্তর নবতর মর্যাদার প্রতীকে পরিণত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্মাণাধীন কলেজ অডিটোরিয়ামের একটি দৃশ্য

কলেজের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্রান্সফর্মার স্থাপনের একটি দৃশ্য

অনুষদ সদস্য এবং ২য় শ্রেণি কর্মকর্তাদের নতুন কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণের একটি দৃশ্য

ক্যাডেটদের তৈরীকৃত ড্রোন উড্ডয়ন উদ্বোধন এর একটি দৃশ্য

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক সমন্বয় সভার একটি দৃশ্য

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক সমন্বয় সভার একটি দৃশ্য

অগ্নিনির্বাপন সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন ও মহড়া প্রদান

ক্যাডেটবৃন্দ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাকুরা সাইন্স হাই স্কুল প্রোগ্রাম (জাপান)

ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন (কর্মচারীদের জন্য ০৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ)

# বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

**ভূমিকা:**

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর অর্থাৎ বিএনসিসি অধিদপ্তর একটি প্রশিক্ষণধর্মী সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ইতিহাস সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের ইতিহাস। ১৯২৩ সালে ইন্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স এ্যাক্ট পাশের পর কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর (UTC) গঠন করা হয়। ১৯৪৩ সালে এ সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর (UOTC) গঠন করা হয়। ১৯৬৬ সালে কলেজের ছাত্রদের জন্য জুনিয়র ক্যাডেট কোর (JCC) গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ইউওটিসি'র সদস্যবৃন্দ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসীম সাহসিকতা ও বজ্রকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ কোরের গৌরব ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখে। পরবর্তীতে দেশের যুব সমাজ তথা ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামরিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্বদান ও দেশ সেবার মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাবেক ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর, বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর (BCC) ও জুনিয়র ক্যাডেট কোর কে একীভূত করে ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর গঠিত হয়।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরে সামরিক ও বেসামরিক ৪১৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

**(১) ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন:**

- **বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ:** সাভারের বাইপাইলে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলা হয়েছে যা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে হস্তান্তরের পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য একটি ড্রিল গ্রাউন্ড, দর্শক গ্যালারী এবং একটি অস্থায়ী ক্যাডেট আবাসন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

০৬তলা বিএনসিসি প্রক্ষিশণ একাডেমি, বাইপাইল, সাভার

- **বিএনসিসি ০৬তলা স্টাফ বিল্ডিং নির্মাণ:** সাভারের বাইপাইলে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের জন্য একটি আধুনিক স্টাফ বিল্ডিং গড়ে তোলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে আগত বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদের থাকা-খাওয়া, স্টোর রুম ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কাজের সহায়ক হিসেবে ০৬তলা স্টাফ বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে।

(২)    সংগঠন ও ক্রয়:

| ক্র/নং | বিষয় | তথ্য/উপাত্ত |
|---|---|---|
| (ক) | বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (খ) | আসবাবপত্র (ফার্নিচার) ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (গ) | কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (ঘ) | প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রাধিকার অনুযায়ী চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (ঙ) | অন্যান্য মনিহারী ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (চ) | পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রাধিকার অনুযায়ী চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |
| (ছ) | অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় | ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাহিদার অনুকূলে সরবরাহ করা হয়েছে। |

(৩)    <u>মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ</u> ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮৫ জন ক্যাডেটকে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যান্ড প্রশিক্ষণ, নার্সিং প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণে মোট ১৬৬৬ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬তম গ্রেডের ১২ জন এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ৩৭ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৪ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২তম-১৬তম গ্রেডের ৩৪ জন কর্মচারীকে হিসাব সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০তম গ্রেডের ২১ জন কর্মচারীকে মৌলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২তম-১৬তম গ্রেডের ২৩ জন কর্মচারীকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪)    <u>আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা</u>ঃ বিএনসিসি অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে যুব বিনিময় কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারত ও মালদ্বীপের ০৩ জন কর্মকর্তা ও ২৪ জন ক্যাডেট গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেন। সফর কালে আমন্ত্রিত অতিথিগণ দেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সাথে আমন্ত্রিত বিদেশী কর্মকর্তা ও ক্যাডেটবৃন্দ

**(৫) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:**

ক। **বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা**। গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে বিএনসিসি'র পক্ষ থেকে ময়নামতি রেজিমেন্টের ব্যবস্থাপনায় সুনামগঞ্জ এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্যাডেট পরিবার ও সাধারণ মানুষের মাঝে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে ঘর মেরামতের জন্য টিন, শুকনা খাদ্য সামগ্রী, নগদ অর্থ এবং রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়।

খ। **এডিস মশা ও ডেঙ্গুবিরোধী জনসচেতনতামূলক প্রচারণায় বিএনসিসি ক্যাডেটদের অংশগ্রহণ**। গত ১৭ মে ২০২৩ তারিখ এডিস মশা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আতিকুর রহমান। বর্নিত কর্মসূচীতে বিএনসিসি ক্যাডেটসহ মহাপরিচালক, বিএনসিসি উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত কর্মসূচীর আওতায় বিএনসিসি'র পক্ষ থেকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এলাকায় মাসব্যাপী ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এডিস মশা ও ডেঙ্গুবিরোধী জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কর্মসূচীতে বিএনসিসি ক্যাডেটসহ মেয়র ও মহাপরিচালক

গ। অতি গরমে সুস্থ থাকার নিমিত্তে জনসচেতনতামূলক বিশেষ ক্যাম্পেইন। কর্ণফুলী রেজিমেন্টের ব্যবস্থাপনায় গত ০৮ জুন ২০২৩ তারিখে অতি গরমে সুস্থ থাকার নিমিত্তে জনসচেতনতামূলক বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। অতি গরমে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কিত লিফলেট প্রস্তুত করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ। অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিএনসিসি'র ক্যাডেটরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন- বৃক্ষরোপণ অভিযান, রক্তদান কর্মসূচী, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও বিভিন্ন দিবস উদযাপন।

বিএনসিসি'র মহাপরিচালক কর্তৃক শীতবস্ত্র বিতরণ

(৬) **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন:** তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন এর অংশ হিসেবে বিএনসিসির নতুন ও পুরাতন ক্যাডেট, সামরিক স্টাফ ও বেসামরিক স্টাফদের সকল তথ্যাদি পূরণ করে বিএনসিসি ডাটাবেইজের রেজিস্ট্রেশন কাজ চলমান রয়েছে।

(৭) **উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম:** উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণের আওতায় প্রায় ৩১,০০০ পুরাতন ও নতুন ক্যাডেটদের তথ্যাদি ডাটাবেইজে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সকল পুরাতন ও নতুন সকল ক্যাডেটদের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হবে।

(৯) **নারী উন্নয়ন কার্যক্রম:** নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭৩ টি বিএনসিসি মহিলা প্লাটুন বিদ্যমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যাটালিয়ন/ফ্লোটিলা/স্কোয়াড্রন, রেজিমেন্ট/উইং এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে মোট ২৪৮৮ জন মহিলা ক্যাডেটকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(১১) **আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন:** বিএনসিসি এ্যাক্ট, ২০১৬ এর আলোকে যুগোপযোগী একটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০২২ প্রস্তুত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

(১৩) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর হয়েছে। বিএনসিসি অধিদপ্তরের আওতাধীন রেজিমেন্টসমূহের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(১৪) **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বিএনসিসি অধিদপ্তরের ২-৯ম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে, ১০-১৬তম গ্রেডের ০১ জন এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তর প্রধানদের মধ্য থেকে ৩-৯ম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক রেজিমেন্টের ৩-৯ম গ্রেডের ০১ জন করে কর্মচারীকে ও প্রত্যেক রেজিমেন্টের ১০-১৬তম গ্রেডের ০১ জন করে এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ০১ জন করে কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে ০১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও ০১ টি সনদ প্রদান করা হয়।

(১৫) **জুন/২০২৩ পযন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন:**

ক। **<u>সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক বিএনসিসি কেন্দ্রীয় ক্যাম্পিং পরিদর্শন</u>** । বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্তৃক আয়োজিত কেন্দ্রীয় ক্যাম্পিং ২০২৩ বিএনসিসি প্রশিক্ষন একাডেমী, বাইপাইল, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। গত ০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ উক্ত ক্যাম্পিং এর সমাপনী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন সম্মানীত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, এসবিপি (বার), ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি। এছাড়াও তিনি বিএনসিসির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সেনাবাহিনী প্রধান গার্ড অব অনারে অংশগ্রহণকারী বিএনসিসি ক্যাডেটদের সাথে মতবিনিময় করছেন

খ। **<u>বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন।</u>** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) কর্তৃক দোয়া মাহফিল, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম মহোদয় এবং বিএনসিসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর সাদী, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিএনসিসি'র সম্মিলিত একদল চৌকস ক্যাডেট রীদলেয়িং ও গার্ড এ অংশগ্রহণ করে।

সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন

বিএনসিসি'র মহাপরিচালক কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

**(১৬) এসডিজি:**

ক। সূচক ০৩ আলোকে সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে বিভিন্ন সময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও বিএনসিসি ক্যাডেটগণ রক্তদান কর্মসূচী, বৃক্ষরোপণ অভিযান, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, অগ্নি-নির্বাপন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক বাহিনী হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।

খ। সূচক ০৫ এর আলোকে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হিসেবে এ অধিদপ্তরে প্রায় ৫০-৬০ জন মহিলা কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিয়োগ কার্যক্রমের সময় মহিলা কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রতিবছর মহিলা ক্যাডেটদের সামরিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**(১৭) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:**

ক। **<u>১৫ই আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন</u>**। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম এবং বিএনসিসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর সাদী, এনডিসি, পিএসসি। এছাড়াও সুন্দরবন রেজিমেন্টের তত্ত্বাবধানে গোপালগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বিএনসিসি'র মহাপরিচালক ও ক্যাডেটগণ কর্তৃক ১৫ আগস্ট উপলক্ষে র‍্যালী

# বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

**ভূমিকা:**

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধিদপ্তর দৈনন্দিন আবহাওয়া পূর্বাভাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সঠিক সময়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস/সতর্কবানী প্রদান করে সম্পদ ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখাসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

**১। ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন:**

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আধুনিকায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে:**

- ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম আরও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দেশের ১৩টি স্থানে ভূ-কম্পন যন্ত্র স্থাপন এবং এ যন্ত্রগুলোকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

**Testing of the broadband seismomters for new six stations**

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর পরিচালিত সকল কার্যক্রম http://bmd.gov.bd- ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে প্রতিদিন আপডেট করা হচ্ছে এবং তা জনগণের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।
- দেশের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য Software Upgradation করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের উন্নয়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরীয় সকল তথ্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে যা নিয়মিত দিনে দু'বার এবং প্রয়োজনে ততোধিক বার আপডেট করা হয়ে থাকে।
- বিশ্ব ব্যাংক এর একটি চলমান প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়েছে।
- High Performance Computing (HPC) System এর মাধ্যমে Operational Numerical Weather Prediction-পরিচালনা করে কার্যকরভাবে ১০দিনের আগাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস http://bmd.gov.bd/link/nwp এই ওয়েব সাইট থেকে পাওয়া যাচ্ছে।
- Global Information Services Center (GISC), Tokyo এর সাথে Back Up সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে আবহাওয়া তথ্য ও পূর্বাভাস স্বল্পতম সময়ে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে, আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নদীবন্দর ও চলাচলকারী নৌ-যানসমূহের জন্য আবহাওয়ার অধিকতর সঠিক পূর্বাভাস/সতর্কবার্তা প্রদানের মাধ্যমে আবহাওয়াজনিত কারণে নৌ-দুর্ঘটনার সংখ্যা বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
- কোরিয়া সরকারের অনুদানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে GEO-KOMSAT-2A Receiving and Analysis System স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত Satellite উপাত্তসমূহ ঘূর্ণিঝড়সহ আবহাওয়া পূর্বাভাস কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) Automated Weather Observing System (AWOS) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পরামর্শ সেবা বুলেটিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

বিমানবন্দর অফিসসমূহে স্থাপিত AWOS

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১২৫টি স্থানে স্বয়ংক্রিয় কৃষি আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। চারটি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা) জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ওয়াসা অফিস চত্বরে ৬৫টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরস্থ Calibration Lab এর আধুনিকায়নের কাজ সম্পন হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া সদর দপ্তরসহ ০৬টি বিভাগীয় শহরের অফিসের আধুনিকায়ণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**২। সংগঠন ও ক্রয়:**

**সংগঠন:** বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো ১২ এপ্রিল ২০২৩ সালে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সরকারি আদেশ (জিও) জারি হয়েছে।

ক্রয়: বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৫টি স্বয়ংক্রিয় কৃষি আবহাওয়া স্টেশন, ৬৫টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র, ৩৫টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন, ০৩টি Automated Weather Observing System (AWOS), ০১টি High Performance Computer এবং ০১টি Meteorological Information and Communication Station ক্রয় করা হয়েছে।

অধিদপ্তরীয় রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০৬ সেট Digital wind measuring and recording system, ১৮ সেট Meteorological sensors with display cabinet, ০৩ সেট AWS Information Display console Panel, ১৬ সেট Digital Barometer এবং ০১ ইউনিট Web Based Human Resource Malnagement System (HRMS) and Visitor Management System (VMS) with Mobile App Software ক্রয় করা হয়েছে।

**৩। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ:**

আবহাওয়া ও জলবায়ু জনিত প্রাকৃতিক দূযোর্গ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ:

- আবহাওয়া অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয় ও Climate Model এর উপর ৩০০ জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য একই কর্মকর্তা/ কর্মচারী আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয় ও Climate Model উপর একাধিকবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান

৪। **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা:**

- WMO Congress Early warning 4 all এ ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
- Green Climate Fund (GFC) এর আওতায় হাওড় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা ও কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।
- ICIMOD ও UK Met Office এর সঙ্গে সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। **কল্যাণমূলক কার্যক্রম:**

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাষানী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে এ অধিদপ্তর সহযোগীতা প্রদান করছে।
- যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর ও মহাকাশ দূর অনুধাবন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (SPARSO)- এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**কোভিড-১৯: কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিম্মোক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:**

(ক) অফিসের প্রতিটি অফিস কক্ষ/আঙ্গিনা/রাস্তাঘাট জীবানুমুক্ত করা হয়।
(খ) প্রবেশ পথে ইনফ্রারেড/থার্মোমিটার দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশ করানো হচ্ছে।
(গ) অফিসে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
(ঘ) বার বার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
(ঙ) খাওয়ার সময় শারীরিক দূরত্ব (ন্যূনতম তিন ফুট) বজায় রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
(চ) টয়লেট জীবানুমুক্তকরণ করা হয়েছে।
(ছ) দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

৬। **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন:**

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর পরিচালিত সকল কার্যক্রম http://bmd.gov.bd- ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে প্রতিদিন আপডেট করা হচ্ছে এবং তা জনগণের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে।
- দেশের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য Software Upgradation করা হয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের উন্নয়ন করা হয়েছে। অধিদপ্তরীয় সকল তথ্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে যা নিয়মিত দিনে দু'বার এবং প্রয়োজনে ততোধিক বার আপডেট করা হয়ে থাকে।
- High Performance Computing (HPC) System এর মাধ্যমে Operational Numerical Weather Prediction-পরিচালনা করে কার্যকরভাবে ১০দিনের আগাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের http://bmd.gov.bd/link/nwp ওয়েব সাইট থেকে পাওয়া যাচ্ছে।
- Global Information Services Center (GISC), Tokyo এর সাথে Back Up সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে আবহাওয়ার তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে আবহাওয়া তথ্য ও পূর্বাভাস স্বল্পতম সময়ে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- কোরিয়া সরকারের অনুদানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে GEO-KOMSAT-2A Receiving and Analysis System স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত Satellite উপাত্তসমূহ ঘূর্ণিঝড়সহ আবহাওয়া পূর্বাভাস কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

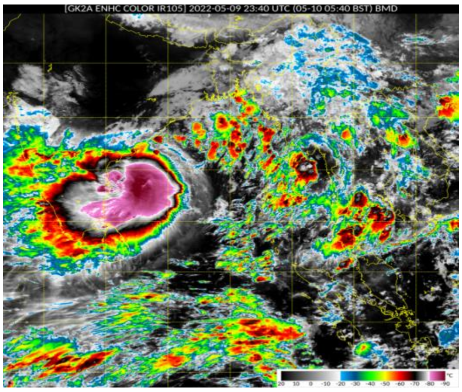


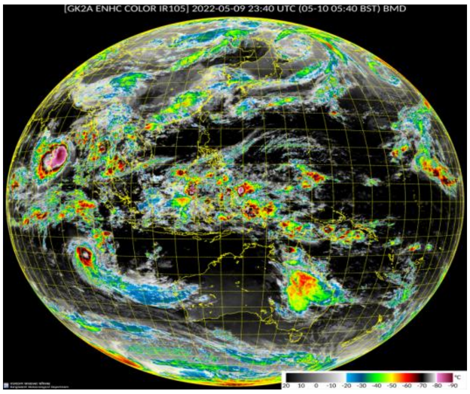


GK-2A Satellite Images

**৭। উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম:**

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকল শাখা/মহাশাখাতে ডিজিটাল নথি নম্বর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দরপত্র কার্যক্রমে e-GP প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপাত্ত ও তথ্যাদি সহজভাবে প্রাপ্তির লক্ষ্যে web portal কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

**৮। ব্লু ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য):** প্রযোজ্য নয়।

**৯। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম:**
নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশী-বিদেশি বিভিন্ন প্রশিক্ষনে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

**১০। প্রকাশনা:**
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল Dew Drop, Atmosphere এবং BMD Newsletter নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়েছে।

**১১। আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন:**
বাংলাদেশ আবহাওয়া অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট ১৩৩৮ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে।

**১২। ফোর্সেস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):** প্রযোজ্য নয়।

**১৩। বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন:** বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**১৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:**
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক জনহিতকর, অতীব জরুরি ও কষ্টসাধ্য কাজ এবং শুদ্ধাচারের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং প্রতিবছরই তা প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে অন্যায় করলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রেড ২-৯ ভুক্ত ১ জন, গ্রেড ১০-১৬ ভুক্ত ১ জন এবং গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত ১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে তাদের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ, ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের চিত্র ও তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি:

**১৫। জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন:**

- কোরিয়ান সরকারের অনুদানে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে ২০২২ সালে GEO-KOMSAT-2A Receiving and Analysis System স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত Satellite থেকে প্রাপ্ত Satellite উপাত্তসমূহ ঘূর্ণিঝড়সহ দৈনন্দিন আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদান কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার ২০২১ সালে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে, আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নৌ-যানসমূহের জন্য আবহাওয়ার অধিকতর সঠিক পূর্বাভাস/সতর্কবার্তা প্রদানের মাধ্যমে আবহাওয়াজনিত কারণে নৌ-দুর্ঘটনা বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
- পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতিতে GIS Software সংযোজনের ফলে আবহাওয়ার তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক এলাকাভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস বোধগোম্যভাবে মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।
- Global Information Services Center (GISC), Tokyo এর সাথে Back Up সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে আবহাওয়া তথ্য ও পূর্বাভাস স্বল্পতম সময়ে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের (বিএমডি) বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১২৫টি স্থানে স্বয়ংক্রিয় কৃষি আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- চারটি বিভাগীয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা) শহরে জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ওয়াসা অফিস চত্বরে ৬৫টি স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) Automated Weather Observing System (AWOS) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- আবহাওয়া/অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়/Climate Model এর উপর ১২০০জন-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরস্থ যন্ত্রপাতি Calibration Lab এর আধুনিকায়ন কাজ সম্পন হয়েছে।
- কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পরামর্শ সেবা বুলেটিন প্রস্তুত করণের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া সদর দপ্তরসহ ০৬টি বিভাগীয় শহরের অফিসের আধুনিকায়ণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মাল্টিফ্যাক্স সফট্ওয়ার চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে সকল আবহাওয়া পরিসেবা গ্রহণকারীকে দ্রুততম সময়ে আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- উপজেলা ভিত্তিক ০৭ (সাত) দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস বিএমডি'র ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

**১৬। এসডিজি:** এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে:

ক. প্রকল্প শিরোনাম: **"বাংলাদেশের ১৪টি নদীবন্দরে ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ"**

**উদ্দেশ্য:** স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে নৌ-যান চলাচল ও জানমালের নিরাপত্তা, যাত্রী সাধারণের অমূল্য জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতির সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

ফলাফল: প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন নদীবন্দর এলাকায় অবস্থিত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে স্থাপিতব স্পর্শকাতর, অত্যাধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সংগৃহিত আবহাওয়ার রিয়েলটাইম উপাত্তসমূহ টেলিমেট্রি পদ্ধতিতে সরাসরি কেন্দ্রিয় পূর্বাভাস কেন্দ্র, ঢাকায় আনয়ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং কাল-বৈশাখী/ বজ্রঝড়, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি দুর্যোগকালীন সময়ে ইস্যুকৃত পূর্বাভাস/ সতর্কবার্তা, বুলেটিন/অ্যাডভাইজারি আকারে নৌ-বন্দর, নৌ-যান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রেরণের মাধ্যমে আবহাওয়াজনিত কারণে সংঘটিত নৌ-দূর্ঘটনার সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

খ. প্রকল্প শিরোনাম: **"GEO-KOMSAT 2A- Receiving and Analysis System স্থাপন"**

**উদ্দ্যেশ:** বাংলাদেশে GEO-KOMPSAT-2A Receiving and Analysis System সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আগাম সর্তকবার্তা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা ।

ফলাফল: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে GEO-KOMSAT 2A -Receiving and Analysis System স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত Satellite উপাত্তসমূহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

ক. প্রকল্প শিরোনাম: 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলাবায়ু সেবা প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট এ)'

**উদ্দ্যেশ:** বিজ্ঞানভিত্তিক জলবায়ুর পূর্বাভাস প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঝুঁকি, এ সম্পর্কে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ এবং প্রশমন (Mitigation) ও অভিযোজন (Adaptation) এর ব্যাপারে বিশ্বপ্রেক্ষিত জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টর-এ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে Sector Specific Forecast ও Warning প্রদান করে জাতীয় পর্যায়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে প্রতিটি সেক্টরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ফলাফল: প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আবহাওয়ার অধিকতর নির্ভুল ও কার্যকর আগাম পূর্বাভাস/সতর্কবার্তা প্রদান করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সেক্টরভিত্তিক পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রদানের মাধ্যমে

জাতীয় পর্যায়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সংগে প্রতিটি সেক্টর এর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব হবে।

খ. প্রকল্প শিরোনাম: **'ঢাকা ও রংপুর আবহাওয়া রাডারের উন্নয়ন'**

**উদ্দেশ্য:** প্রাকৃতিক দূর্যোগের উন্নততর পূর্বাভাস প্রদান ও নিরাপদ বিমান চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাপানী কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতায় "ঢাকা ও রংপুর মেটিওরোজজিক্যাল রাডার সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ফলাফল: প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে আবহাওয়া অধিদপ্তরের রাডারসমূহের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে দেশব্যাপী টর্নেডো, কালবৈশাখী বজ্রপাতসহ ঘূর্ণিঝড়ের অধিকতর সঠিক ও কার্যকর আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে।

গাজীপুর রাডার টাওয়ার (নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে)

**১৭। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:**

২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উদযাপন:

- প্রতি বছর ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড় পত্র প্রকাশ করা হয়।
- ২৩ মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক কর্মশালায় Paper Presentation এবং Open Discussion এর আয়োজন করা হয়।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার-এ আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।
- বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষ্যে আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সর্বসাধারণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যানার, ফেস্টুন, অধিদপ্তরের মূলফটক ও অফিস চত্বর আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ করা হয়।

মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে নিম্মোক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়:

ক) 'মুজিব জন্মশত বার্ষিকী' উপলক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।

খ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহে বৃক্ষ রোপন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি পালন।

গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

ঘ) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে মুজিব কর্নার স্থাপন।

ঙ) জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

# বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে; বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ, পরিবেশ, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের নিমিত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের National Aeronautics and Space Administration (NASA)-র Earth Resources Technology Satellite (ERTS) প্রোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে Bangladesh ERTS Programme গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালে Bangladesh Landsat Programme (BLP) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization (SPARRSO) গঠিত হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১৯৯১ সালের ২৯ নং আইনের মাধ্যমে এটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৫ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে মহাকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য একে "জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট" হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানটি মহাকাশ বিষয়ক গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির প্রসারের মধ্য দিয়ে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ প্রেরণের মাধ্যমে মহাকাশ অর্থনীতির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে "স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

(১) ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে স্পারসো'তে গবেষণা কার্যক্রম উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ২ টি ল্যাব সংস্কার করা হয়েছে।

(২) সংগঠন ও ক্রয়ঃ

সংগঠন: স্পারসোর নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাবান হলো স্পারসো বোর্ড। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত। ১৬ টি কারিগরি বিভাগ ও ৫ টি সহায়ক শাখা এবং সাভারে অবস্থিত ১ টি আঞ্চলিক দূর অনুধাবন কেন্দ্রের (RRSC) সমন্বয়ে স্পারসোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক্রয়: গত অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮ প্যাকেজে মোট ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

(৩) মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্পারসোতে ৪ টি কোয়ার্টারে ৪ ধাপে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন: Research Methodology, Cyber Security, Power Point, Project Management ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততাঃ

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) এর সঙ্গে নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক/বৈদেশিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছেঃ

- Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)
- Regional Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (RCSSTEAP)
- Inter - Islamic Network on Space Sciences and Technology (ISNET)
- Asian Association on Remote Sensing (AARS)
- United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP)
- Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (CSSTE-AP)
- Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO)
- Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)
- European Space Agency (ESA)
- International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)

**(৫) কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ** স্পারসো সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মৃত সুমঙ্গল চাকমার স্ত্রী জনাব ম্যানিলা চাকমা এর অনুকূলে স্পারসোর কল্যাণ তহবিল থেকে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ২০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

**(৬) তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নঃ**

স্পারসোতে গত অর্থ বছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের অংশ হিসেবে কাজের গতিশীলতা আনয়নে e-nothi, APA, e-Gp, GRS, সম্পর্কিত কার্যসমূহ অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে কার্যসম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া, দাপ্তরিক অন্যান্য কাজের গতিশীলতা আনয়নের জন্য Development of Office Management সংক্রান্ত সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(৭) উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমঃ**

স্পারসোতে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজডকৃত সেবা  ম্যাপ / ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট প্রাপ্তির জন্য স্পারসোর ওয়েবসাইটের) এর সেবা ও সহযোগিতা বাটন চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে একজন সেবাগ্রহীতা ম্যাপ / ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট প্রাপ্তির জন্য Time, Cost and Visit কম করে সেবা সহজীকরণ পদ্ধতি আরো সহজতর করা হয়েছে। এছাড়া, দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ সেবা সহজীকরণের আওতায় উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Office Management সংক্রান্ত সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(৮) ব্লু-ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য)**

**(৯) নারী উন্নয়ন কার্যক্রমঃ  প্রযোজ্য নয়।**

**(১০) প্রকাশনাঃ**

স্পারসো গত অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন ও স্পারসোর সামগ্রিক পরিচিত সম্পর্কিত বাংলা ও ইংরেজীতে Brochure প্রকাশ করেছে।

**(১১) আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধনঃ**

স্পারসোর প্রবিধানমালা সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(১২) ফোর্সেস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**

**(১৩) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নঃ**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে স্পারসোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পাদন, প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা উন্নয়নে বিষয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ সম্পর্কিত সূচকসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে।

**(১৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ**

স্পারসোর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা গবেষণা কর্মের মনিটরিং, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সর্ম্পকিত বিভিন্ন কার্যক্রম, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত সূচকসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে।

**(১৫) জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ**

সম্প্রতি (২০২৩ সালে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “স্পারসোর আধুনিকায়নের জন্য কৌশলপত্র” অনুমোদন করেছেন। এ প্রেক্ষিতে মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, এর বিকাশ ও ব্যবহার এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

**(১৬) এসডিজিঃ**

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার গোল ০২, ০৬, ০৯, **১১**, ১৩, **১৫**, ১৬ ও **১৭** এর বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে **১১** টি গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছে।

**(১৭) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**

৩০ জানুয়ারি ২০২৩ মহাকাশ বিজ্ঞান ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং এ-সংক্রান্ত গবেষণা-উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করতে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

# বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মানচিত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এই অধিদপ্তর বিভিন্ন স্কেলে বাংলাদেশের টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রণয়ন, জিওগ্রাফিক্যাল ও পলিটিক্যাল মানচিত্র প্রণয়ন, জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, আকাশ আলোকচিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ, গড় সমুদ্র সমতল নির্ণয় ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) অংশ ও বাংলাদেশ-মিয়ানমার অংশের আন্তর্জাতিক সীমানা জরিপের দায়িত্বও এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। সকল প্রকার জরিপের মান নিয়ন্ত্রণ ও জরিপ কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করে থাকে। অত্র অধিদপ্তর থেকে সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা নির্মাণ, বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনসহ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত আধুনিক ডিজিটাল মানচিত্র, আকাশ আলোকচিত্র, ভূ-উপাত্ত, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) ও জরিপ সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, কৃষি সম্প্রসারণ, বন সংরক্ষণ, ব্লু-ইকোনমি, সমুদ্র উপকূলে জেগে উঠা নতুন চর সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত আধুনিক ডিজিটাল মানচিত্র, আকাশ আলোকচিত্র, ভূ-উপাত্ত ও জরিপ সহযোগিতা প্রদান করে অত্র অধিদপ্তর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত আধুনিক ডিজিটাল মানচিত্র, আকাশ আলোকচিত্র, ভূ-উপাত্ত ও জরিপ সহযোগিতাও অত্র অধিদপ্তর হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। অত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ম্যাপ, আকাশ অলোকচিত্র ও ভূ-উপাত্ত সরবরাহ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে ১:২৫,০০০ স্কেলের বেইজ ম্যাপের ৯৮০ টি শীটের ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়মিত সংস্করণ কাজ চলমান রয়েছে।

(১) **ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামোর কোন উন্নয়ন করা হয়নি।

(২) **সংগঠন ও ক্রয়:**

| শিরোনাম | বিস্তারিত তথ্য |
|---|---|
| ১। সংগঠন | অত্র অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে মোট জনবল ৮৯৩ জন। বর্তমানে কর্মরত জনবল ৪৬৪ জন এবং শূন্য পদ ৪২৯টি। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। |
| ক) নতুন সাংগঠনিক ইউনিট সৃষ্টি | বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরে কোন নতুন সাংগঠনিক ইউনিট সৃষ্টি করা হয় নাই। |
| খ) বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ/সংশোধন/পদ উন্নীতকরণ | বিদ্যমান সংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ/ সংশোধন/ পদ উন্নীতকরণের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। |
| ২। ক্রয়: | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরে Chemical, Field Equipment, Rep-Materials, Liveries, Cartridge for Printer, Digital Level, Electronic Total Station, Photogrammetric Software, Computer Software, Hard Disk ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। |

(৩) **মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণঃ**

| শিরোনাম | বিস্তারিত তথ্য |
|---|---|
| ১। **মানবসম্পদঃ** | |
| ক) শূন্য পদ পূরণ | ২০২২-২০২২ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরে সেনাবাহিনী হতে দুই জন কর্মকর্তা প্রেষণে যোগদান করেন। |
| খ) পদোন্নতি প্রদান | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরে কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি। |
| গ) চাকুরির সুবিধা বৃদ্ধি | অধিদপ্তরে কোন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকায় কারও চাকরির সুবিধা বৃদ্ধি করা হয় নাই। |
| ২। **প্রশিক্ষণঃ** | |
| (ক) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তর হতে ১১ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| (খ) বহিঃবিভাগীয় প্রশিক্ষণ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরের ৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অধিদপ্তরের বাইরে আরপিএটিসি, বিআইএম,এনএপিডি,বিপিআই এবং বিটাক প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। |
| (গ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তরের ১৯৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। |

(৪) আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততাঃ

বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মায়নমার আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার যৌথভাবে নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ চলমান আছে।

(৫) কল্যাণমূলক কর্মক্রমঃ

(ক) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধার্থে অধিদপ্তরের প্রধান অফিস তেজগাঁওতে এবং মিরপুর, ধামালকোটে অবস্থিত ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারে ২টি ক্যান্টিন স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) করোনা পরিস্থিতির কারণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে প্রতিমাসে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানেটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে।

(গ) ডেঙ্গু প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে মশক নিধনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম (যথা: ঝোপঝাড়, নর্দমা পরিস্কার এবং মশার ঔষধ স্প্রে ইত্যাদি) গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৬) তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নঃ

অধিদপ্তরের ইন্টারনেট ওয়েব পোর্টাল (www.data.sob.gov.bd) এর সাহায্যে অনলাইন ডাটা সরবরাহ পদ্ধতি চালু করে ভূ-উপাত্ত ও ম্যাপ এর সফটকপি প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।

(৭) উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রমঃ

(ক) অনলাইন সার্ভিস অব জিওডেটিক ডাটা (Latitude, Longitude & Mean Sea Level Height) ঃ কার্যক্রমটি ১০০% সম্পন্ন হয়েছে যা বর্তমানে পাইলটিং পর্যায়ে আছে।

(খ) হ্যান্ড জিপিএস দ্বারা সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের স্বয়ংক্রিয়করণ ঃ ১০০% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পাইলটিং পর্যায়ে আছে।

(গ) অন লাইন সার্ভিস অব ম্যাপ ডাটা ঃ বর্তমানে ৯৫% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে তা ১০০% সম্পন্ন হবে। উদ্ভাবনী বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া অত্র অধিদপ্তর ডি-নথির কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং e-GP কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৮) **ব্লু ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য)**ঃ উহা অত্র অধিদপ্তরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(৯) নারী উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

(ক) দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে অধিদপ্তরে কর্মরত নারী কর্মচারীদের জন্য তেজগাঁও অফিসে এবং মিরপুর, ধামালকোটে অবস্থিত ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারে ডে-কেয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান এবং পৃথক ওয়াসরুম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(গ) মহিলাদের জন্য সুস্থ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা হচ্ছে।

(১০) প্রকাশনাঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র অধিদপ্তর হতে কোন বই প্রকাশিত হয় নাই।

(১১) আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধনঃ

(ক) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(খ) খসড়া “টপোগ্রাফিক্যাল জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়ন আইন, ২০২২ প্রণয়ন এর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(গ) জাতীয় ভূ-স্থানীক উপাত্ত অবকাঠামো নীতিমালা প্রণয়ণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ঘ) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১২) **ফোর্সেস গোল-২০৩০**ঃ উহা অত্র অধিদপ্তরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

(১৩) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন**ঃ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিক হতে apmas.gov.bd সফটওয়্যারে প্রবেশ করেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অধিদপ্তরের খসড়া অর্জন ৭৮.২১।

(১৪) **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ** অত্র অধিদপ্তরে সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষে প্রণীত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের ০৩ জন কর্মচারীকে (নির্ধারিত গ্রেড অনুযায়ী) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(১৫) **জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ**

(ক) সমগ্র দেশের ১:২৫,০০০ স্কেলের ৯৮০টি ডিজিটাল মানচিত্রের ১ম ও ২য় সংস্করণের কাজ শেষ হবার পর বর্তমানে ৩য় সংস্করণের কাজ চলছে।
(খ) ৬৪ জেলার ডিজটাল মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(গ) প্রধান প্রধান নদী অববাহিকার ১:৫০,০০০ স্কেলের ৭৫টি মানচিত্রের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ) ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় সুনামী সতর্কীকরন কার্যক্রমের আওতায় Intergovernmental Oceanographic Commission এর অধীন University of Hawai Sea Level Center এ টাইডাল উপাত্ত প্রেরণ পূর্বক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
(ঙ) ৩৭৫টি বেঞ্চমার্কের সুমদ্র সমতল হতে উচ্চতা নির্ণয় এবং ৪৭৪৪ কিঃ মিঃ লেভেলিং সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(চ) বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) আন্তর্জাতিক সীমানায় ৪৪টি পিলার নির্মাণ করা হয়েছে।

(ছ) ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩৬১ বর্গকিলোমিটার এলাকার আকাশ আলোকচিত্র ধারণের পর ১৩৩টি অর্থফটো তৈরি করা হয়েছে এবং ঢাকা শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় ১৬৭.৩৬ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুত করা হয়েছে।

(জ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য চট্টগ্রাম, লালমনিরহাট, জালালাবাদ ও লেবুখালি শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকার এবং ত্রিশাল মিলিটারী একাডেমী এর ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্ন ক রে ১:৫০০০ স্কেলের ডিজিটাল ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঝ) বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার অধীনে পটুয়াখালী ও যশোর রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার জমির টপোগ্রাফিক্যাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঞ) অধিদপ্তরের অনলাইন সার্ভিস অব ডাটা এর কার্যক্রম ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে।

(ট) অধিদপ্তরাধীন জিওডেটিক ডিটাচমেন্টের অধীনে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের স্থানাঙ্ক ও উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য সারাদেশে ১৫০৮ কিঃ মিঃ 1st Order লেভেলিং এর মাধ্যমে ১৪৩টি পিলারের গড় সমুদ্র তল হতে উচ্চতা (MSL) নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০টি নতুন জিওডেটিক সার্ভে পিলার নির্মাণ কাজ এবং ১৭টি জিওডেটিক পিলারের GNSS Observation এর মাধ্যমে স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঠ) ২০২২-২০২৩ মাঠ মৌসুমে ১:২৫,০০০ স্কেলের ২১৭টি শীটের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

**(১৬) <u>এসডিজিঃ</u>** এসডিজি অভীষ্ট ৯, ১১, ১৭ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরে ৩টি চলমান প্রকল্প যথাঃ- GNSS প্রকল্প, NSDI প্রকল্প এবং বাংলাদেশের ৪৯৫টি উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃহৎ স্কেলে টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র প্রণয়ন (UAV) প্রকল্পের কাজ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে।

১৭) <u>অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমঃ</u>

(ক) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
(খ) খসড়া "টপোগ্রাফিক্যাল জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়ন আইন, ২০২২ প্রণয়ন এর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
(গ) জাতীয় ভূ-স্থানীক উপাত্ত অবকাঠামো নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে
(ঘ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমলে প্রণীত ২টি ইংরেজী বিধিমালা বাংলায় ভাষান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
(ঙ) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
(চ) আকাশ আলোকচিত্র ধারণের মাধ্যমে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃহৎ স্কেলে টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র প্রণয়ন।
(ছ) জাতীয় স্থানীয় ডাটা অবকাঠামো (NSDI) স্থাপন।
(জ) GNSS CORS এর নেটওয়ার্ক পরিধি সম্প্রসারণ এবং টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ।
(ঝ) উপজেলাসমূহের ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন।

# সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

**(১) ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন:**

**সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সাধিত হয়েছে:**

(১.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মকর্তাদের বাসস্থানের জন্য ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকায় নির্মিত ৯তলা বিশিষ্ট স্টার্ফ কোয়ার্টারের উপর ৮ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

বর্তমান ছবি প্রয়োজন

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নবনির্মিত আবাসিক স্টার্ফ কোয়ার্টার

(১.২) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে ভিভিআইপি চলাচলের রাস্তায় (শহিদ সরণি) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সড়ক বাতি (LED Street Light) স্থাপন করা হয়েছে।

(১.৩) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বের (আসবাবপত্রসহ) অপেক্ষাগার নির্মাণ করা সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নবনির্মিত অপেক্ষাগার

(১.৪) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে ভিভিআইপি চলাচলের রাস্তা (শহিদ সরণি) কার্পেটিংসহ রোড মার্কিং কাজ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে।

শহিদ সরণির রাস্তা কার্পেটিংসহ রোড মার্কিং কাজ।

(১.৫) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে শহিদ মইনুল রোডের শিশুপার্ক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক আধুনিকায়ন্ন করা হয়েছে।

শহিদ মইনুল রোডের শিশুপার্ক আধুনিকায়ন।

(১.৬) কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতায় ১২২৮টি দোকান বিশিষ্ট 'গোমতী টা্ওয়ার' নির্মাণ করা সম্পন্ন হয়েছে।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নবনির্মিত 'গোমতী টা্ওয়ার'

(১.৮) সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের (৪র্থ তলা ভিত বিশিষ্ট) ৪র্থ তলা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

(১.১১) জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুলের নবনির্মিত ভবনের ৩য় হতে ৫ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুলের ৩য় হতে ৫ম তলা পর্যন্ত নবনির্মিত স্কুল ভবন।

(১.১২) জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক জালালাবাদ সেনানিবাসে অবস্থিত অফিসার্স শিশুপার্ক সংস্কারসহ আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মাণ।

জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স শিশুপার্ক

(২) **সংগঠন ও ক্রয়:**

(২.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ০৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তরের পাশাপাশি নতুন ০৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত ০৩টি নতুন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর হলো (১) সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, সিলেট সার্কেল, (২) সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, যশোর সার্কেল এবং (৩) সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ঘাটাইল সার্কেল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বর্ণিত ০৩টি নতুন দপ্তরের জন্য ৬১টি পদ সৃজনসহ দপ্তর স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তী অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, সিলেট সার্কেল এর অনুমোদন প্রদান করা হয়ছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২.২) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন বিদ্যমান ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পাশাপাশি নতুন ক্যান্টনমেন্টসমূহে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রামু, শেখ হাসিনা ও শহীদ মাহবুব সেনানিবাস, পার্বতীপুরে ০৩টি ক্যান্টনমেন্ট প্রশাসন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সিলেট সেনানিবাস ও শেখ রাসেল সেনানিবাস-এ ক্যান্টনমেন্ট প্রশাসন গঠনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২.৩) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকারি নির্দেশনার আলোকে যানবাহন, কম্পিউটার সামগ্রীসহ অন্যান্য সকল ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

(৩) **মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:**

(৩.১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ এর অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ১১-১৬তম গ্রেডের ১২৭ জন কর্মচারীকে এবং ১৭-২০তম গ্রেডের ১৪০ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩.২) ০৫টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাসহ অধিদপ্তরের আওতাধীন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসকগণ, কান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারগণ, প্রকৌশলীগণ, হিসাবরক্ষকণ কর্মকর্তাসহ প্রায় ২২৩ জন কর্মকর্তাকে পিপিআর, পিপিপি, পিএম, জেমস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) **কল্যাণমূলক কার্যক্রম:**

(৫.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল এর মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যান্টনমেন্ট চ্যাপ্টার্ড এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের উন্নতমানের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৫.২) চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্তৃক ৫০ শয্যা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসাপাতালে এর মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যান্টনমেন্ট চ্যাপ্টার্ড এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের উন্নতমানের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৫.৩) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের ১১টি ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(৫.৪) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ১৬টি আধুনিক মার্কেটসহ অন্যান্য মার্কেসমূহে দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অসংখ্যা মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে।

## (৬) তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন:

(৬.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এন্ড কলেজে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

(৬.২) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরূম, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং টিউশন ফি ও ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক পরিচালনা করা হচ্ছে।

(৬.৩) ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৬০% নথি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এটি বর্ধিত করা হচ্ছে। এছাড়া,ই-মেইলের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ ও এ অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন সকল দপ্তরের ওয়েবসাইট যুগোপযোগীকরণ করা হয়েছে।

(৬.৪) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন কতিপয় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত কয়েকটি স্কুল-কলেজে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

## (৭) উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম:

(৭.১) মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপনকে সামনে রেখে এ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত ও বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্মারক উদ্যোগ স্বরূপ **"সেবাবান্ধব মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ ডিজিটাল প্লাটফর্ম সফটওয়্যার"(Service Friendly Human Resource Management Initiative Digital Platform Software) সহমর্মী"** বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যাওে বর্তমানে উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে টেলিটকের আদলে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

## (৯) নারী উন্নয়ন কার্যক্রম:

(৯.১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের যৌন হয়রানি বন্ধে কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে এটি মনিটরিং করা হচ্ছে।

## (১১) আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন:

(৯.১) চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২২ সরকারের অনুমোদনক্রমে জারী করা হয়েছে।

(৯.২) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টনমেন্ট সার্ভেন্টস নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত) পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে।

## (১৩) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন:

(১৩.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## (১৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

(১৪.১) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## (১৪) জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন:

- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ৫০০ ও ১০০০ হাজার ফুট বিশিষ্ট ০২টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও জেটিংকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত রজনীগন্ধ্যা সুপার মার্কেট এলাকায় জননিরাপত্তার স্বার্থে ভূ-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়েছে।
- কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতায় টিপড়া বাজার এলাকার পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিকায়ন করে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।
- সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্মিত ০২ তলা ভিত বিশিষ্ট ভবনের ১ম তলার নির্মাণ করা সমাপ্ত হয়েছে।
- রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এন্ড কলেজের ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ২য় তলায় অডিটোরিয়ামের একোয়াস্টিক ও সাউন্ড সিস্টেমের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের জলাবদ্ধতা নিরসনে এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্টের গ্যারিসন মসজিদ মোড় হতে ৪৩ স্বতন্ত্র ফিল্ড কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার্স এর এমটি গ্যারেজের সম্মুখ অংশ পর্যন্ত ৩৬ মিটার আরসিসি বক্স ড্রেন, ২২৩ মিটার ইটের ড্রেন এবং ২২৩ মিটার ওয়াকওয়ে/ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।
- সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রধান সড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাথরসহ স্থায়ী ফুলের বেড নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে ফেয়ার পার্ক, ফুটপাত ও মেইন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।
- এ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক ও জুনিয়র শিক্ষক এর **১১১টি** শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- এ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ৯৭টি শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

## (১৬) এসডিজি:

(১৬.১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

# কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়

**ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি)**

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামরিক হিসাব বিভাগ হিসেবে ১৯৮২ সালে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক খাতের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যয় ও আন্তঃনিরীক্ষাসহ ব্যয়সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর প্রধান দায়িত্ব। ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর অধীনে ০৫ (পাঁচ) টি সিনিয়ির ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (এসএফসি), ০৫ (পাঁচ) টি ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (এফসি) ১০ (দশ) টি এরিয়া ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (এরিয়া এফসি) এবং ০২ টি সিনিয়র এফপিও সহ মোট ১২ (বার) টি ফিল্ড পে অফিস (এফপিও) রয়েছে ।

**মূল কর্মপরিধি**

ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) আর্থিক বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করে এবং এ ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করে। এসএফসি ও এফসি অফিস এর সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীর মাসিক ও উপযোজন হিসাব প্রস্তুত করে এবং iBAS++ সিস্টেমের মাধ্যমে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়ে আর্থিক হিসাবের উপাদান বা তথ্য সরবরাহ করে থাকে। প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহে হিসাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে রুলিং প্রণয়ন বা নির্দেশনা প্রদান করাও ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর কাজ।

**১. ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন**

- বাংলাদেশ সরকারের সুদূরপরিকল্পনার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় তথ্য SDG-2030 বাস্তবায়নে ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বচ্ছ সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি; তথা কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিজিডিএফ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাগণের কক্ষ, সকল শাখার ওয়ার্ক স্টেশন ও অন্যান্য কক্ষে কম্পিউটার স্থাপন করে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। মার্বেল পাথর দিয়ে সিঁড়ি সংস্থার এবং করিডোর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য নামাজের রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**২. সংগঠন ও ক্রয়**

- শূন্যপদ পূরণ: ১১তম গ্রেডের অডিটর পদে ৩৭৫ জন, ১৬তম গ্রেডের জুনিয়র অডিটর পদে ৫২ জন, ২০তম গ্রেডে অফিস সহায়ক পদে ১৩ জন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে ০৩ জন এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে ০৮ জন, টেলিফোন অপারেটর ০১ জন এবং ড্রাইভার ০৪ জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

**৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ**

- সরকারি কাজে গতি আনায়নে বাংলাদেশ সরকারের সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরও উচ্চতর পর্যায়ে সেবাসহজীকরণে যাতে কর্মকর্তাগণ তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে পারেন সে লক্ষ্যে সিজিডিএফ কার্যালয়ের ১৫৭ জন কর্মকর্তাকে অনলাইনে "Schematic View of Bangladesh Constitution" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা)-তে "Legal and operating Framework of Audit" শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতায় "IPSAS Certification Course" এবং "Fiscal Economics and Economic Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে Professional Etiquette সৃষ্টির জন্য শুরু থেকেই Financial Management Academy এর Foundation Training সহ ইন-হাউস বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজিডিএফ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের ÒNew Procedure for LC and ECR Payment in iBAS++ এবং Local Audit Reporting and Module Para Writing শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

**৪. আর্ন্তজাতিক সম্পৃক্ততা**

- গুরুত্বপুর্ণ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত কোন তথ্য নাই।

**৫. কল্যাণমূলক কর্মকান্ড**

- ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর আওতাধীন সিজিডিএফ এবং এর অধীন সকল কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ ও পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কাযক্রম এবং স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য ও বিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা মনিটরিং ও সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের লক্ষ্যে কাযক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে অত্র কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য প্রাধিকারভূক্ত সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাবস্থা অব্যাহত আছে। ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে এডিস মশা নিধন কর্মসূচীসহ সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৬. তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন

- পেনশন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যুগোপযোগী এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সিজিডিএফ কার্যালয়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। পেনশন ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা পেনশন ও ফান্ড সেগম্যান্ট প্রতিষ্ঠাকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের ফলে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সুফল আনয়ন সম্ভব হয়েছে। মুজিব শতবর্ষের লক্ষ্য পূরণের অভিপ্রায়ে সিজিডিএফ কার্যালয়ের অসামান্য কর্মপরিকল্পনা, কর্মদক্ষতা বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর কঠোর পরিশ্রমে অতি দ্রুত সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর পেনশনারের পেনশন কার্যক্রম EFT এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে পেনশনারদের কষ্ট লাঘবের পাশাপাশি প্রশাসনিক কাযক্রম জটিলতা হ্রাস পেয়েছে। EFT এর মাধ্যমে পেনশনারের যাবতীয় তথ্য দ্রুতসময়ে iBAS++ এর মাস্টার ডেটাতে অন্তর্ভূক্ত করায় সহজেই ভবিষ্যতে জটিলতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ভুয়া পেনশনার ও একাধিক পেনশন উত্তোলনের মত জালিয়াতি হ্রাসের মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
- কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টির শুরু থেকে যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ) এর দক্ষ কর্মপরিকল্পনা এবং সাহসী পদক্ষেপ এ ডিপার্টমেন্ট ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সামরিক হিসাব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূরণে সক্ষম হয়েছে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ কার্যালয়ের নিয়োজিত কর্মবৃদ্ধির তুলনায় অপ্রতুল জনবল থাকা সত্বেও iBAS++ চালুর পর থেকে ডিএফডির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিরলস পরিশ্রমে ডিএফডিসহ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং আন্তঃবাহিনীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ELECTRONIC FUND TRANSFER (EFT) মাধ্যমে শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ) কার্যালয়ের Action Plan অনুসারে ডিফেন্স একাউন্টিং সার্কেলের সকল পে-পয়েন্ট iBAS++ Pay & accounting module এর মাধ্যমে সকল Transaction এবং Payment সম্পন্নকরণ এবং iBAS++ এ এন্ট্রিকৃত MICR চেক ইস্যু করা হচ্ছে। এ ডিপার্টমেন্টে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং ডিএফডি ও সশস্ত্র বাহিনীর আনুষঙ্গিক বিলসহ সকল প্রকার অনুমোদিত বিলের MICR চেক ইস্যু করা হচ্ছে। এতে ব্যাংকের মাধ্যমে এ ডিপার্টমেন্টে প্রতিদিনের জমা/খরচের হিসাব দিন শেষেই দেখা সম্ভব হচ্ছে। যাতে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এর ঋণ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

### ৭. উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম

- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কার্যালয় থেকে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ওয়েব মেইল এর মাধ্যমে সকল এসএফসি/এফসি/এরিয়া এফসি/এফপিও এবং এসএফপিও অফিস সমূহে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। একইসাথে সিজিডিএফ কার্যালয়ে ইতোমধ্যে সীমিত পরিসরে অভ্যান্তরীণভাবে ই-নথি ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে।
- সিজিডিএফ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য বাতায়ন নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা এবং নিয়োগ, বদলি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও পদোন্নতিসমহ বিভিন্ন তথ্যাদি তথ্যবাতায়নে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।
- সামরিক বাহিনীর পেনশনারদের পেনশন সংক্রান্ড় যে কোন জিজ্ঞাসা, বিলম্ব-জটিলতা ইত্যাদি অবহিত করার জন্য কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক/বেসামরিক সদস্যদের পেনশন প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে একটি করে পেনশন হটলাইন চালু করা হয়েছে।
- ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, জিপিএফ iBAS++ এর আওতায় আনা হয়েছে। ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এর অধীনস্থ অফিসসমূহের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সেবা গ্রহীতাগণের সকল দাবী পূরণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

### ৮. ব্লু-ইকোনমি

- প্রযোজ্য নয়

### ৯. নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

- নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নারী কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া নারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।
- ইতিমধ্যে কর্মস্থলে নারীদের প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) এ একটি কমপেণ্টইন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে মোতাবেক কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### ১০. প্রকাশনা

- প্রযোজ্য নয়

### ১১. আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রনয়ণ/সংশোধন

- ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) কর্তৃক Local Audit officers Handbook Part-1, Local Audit Officers Handbook Part-2, Local Audit officers Handbook (BAF), Local Audit Manual (M.E.S) সমূহ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**১২. ফোর্সেস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**

- প্রযোজ্য নয়

**১৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন**

- নির্ধারিত সময়ে বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক বিল পরিশোধ করা। নির্ধারিত সময়ে পেনশন পরিশোধ করা। মনিটরিং ও সুপারভিশন উন্নত করা। বেতনস্কেল, বেতন নির্ধারণ, ছুটি, পেনশন, আনুতোষিক, অবসর সুবিধা, ভ্রমণ ভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিষয়ে বিভিন্ন আর্থিক বিধানবলী প্রণয়ন ও আদেশ জারিকরণ এবং আর্থিক শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং মিতব্যয়িতা অর্জনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো ও আর্থিক বিধি/পদ্ধতি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ মেনে সকল কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**

- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে পেনশনারগণকে সেবা প্রদান সংক্রান্ত কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং পেনশনাদের সুবিধার্থে Website চালু করা হয়েছে। এছাড়া সিজিডিএফ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য বাতায়ন নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় এবং নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতিসহ বিভিন্ন তথ্যাদি তথ্যবাতায়নে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। সিজিডিএফ কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ ই-নথি চালু করা হয়েছে। অফিসসমূহে ওয়েবমেইল ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে যাবতীয় চিঠিপত্র আদান প্রদান ও অন্যান্য অফিসিয়াল কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। Human Resources Management Software এর মাধ্যমে সিজিডিএফ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। Military Account Code-1950 নতুন করে সংশোধন করে Defence Account Code-2023 তৈরী করা হয়েছে এবং তা CGDF এর Website এ Upload করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি, দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ আধুনিক ও উন্নতকরণ এবং সরকারি বিধি নিষেধ পরিপালনে বলিষ্ঠ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ের জন্য পুরো অফিস সুন্দরভাবে Decoration এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু জ্বরে প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় পুরো অফিসে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহসহ মশা নিধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। অফিসে উপস্থিতির জন্য ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে।

**১৫. জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন**

- জুন/২০২৩ খ্রিঃ সময়ের মধ্যে পেনশন শতভাগ EFT করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল নথি চালু করা হয়েছে।

**১৬. এসডিজি**

- ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ কার্যালয় থেকে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ওয়েব মেইল এর মাধ্যমে ডিএফডি এর আওতাধীন সকল অফিসসমূহে তথ্য আদান প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে জনবলের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

**১৭. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাযক্রম**

- বিদ্যমান জনবল ও স্বল্প পরিসর সত্ত্বেও সেবা গ্রহিতা সংস্থাসমূহকে সরকারী বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয় বদ্ধপরিকর। এ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি, দাপ্তরিক কর্মপরিবেশ আধুনিক ও উন্নতকরণ এবং সরকারী বিধি নিষেধ পরিপালনে বলিষ্ঠ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

# প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়

(১) ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে অবস্থিত ছিল। পরবর্তীতে বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের সাথে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় ১৯৮৪ সালে ১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে একটি টিন শেড ভবনে কার্যক্রম শুরু করে।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়

(২) সংগঠন ও ক্রয়

এ কার্যালয়ে বর্তমানে প্রাধিকৃত কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪ জন। তন্মধ্যে ৩য় হতে ৯ম গ্রেডের ০৬ জন, ১০ম গ্রেডের ০৩ জন, ১১ হতে ১৬তম গ্রেডের ১৫ জন এবং ১৭ হতে ২০তম গ্রেডের ১৩ জনসহ মোট ৩৬ জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা এ কার্যালয়টি বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদে (মোট ০৯টি সংস্থায়) ৩য় হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত বিভিন্ন পদে মোট প্রাধিকৃত ২০৩৪ জন বেসামরিক জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ১৮০১ জন বেসামরিক জনবল কর্মরত আছে। উল্লেখ্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ কার্যালয় কর্তৃক উল্লেখযোগ্য কোন সম্পদ ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়নি।

(৩) মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

(ক) <u>শূন্যপদ পূরণ</u> ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে ১১ জন বেসামরিক কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে ১৫৩ জন বেসামরিক কর্মচারীকে শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) <u>পদোন্নতি</u> ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে ২৪ জন বেসামরিক কর্মকর্তা এবং ৩য় শ্রেণির পদে ৩৮ জন বেসামরিক কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(গ) <u>প্রশিক্ষণ</u> ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে কর্মরত ৬৭৮ জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়সহ পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

**(৪) আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা** প্রযোজ্য নয়।

**(৫) কল্যাণমূলক কার্যক্রম**

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ০৩ জন বেসামরিক কর্মচারীকে মৃত্যুজনিত কারণে ২৪,০০,০০০/- টাকার আর্থিক অনুদান মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সুপারিশপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ জন মৃত বেসামরিক কর্মচারীর পরিবারকে কল্যাণ ভাতা প্রদানের জন্য সুপারিশপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে কর্মরত এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন ৮৭ জন বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

**(৬) তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন**

এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্ত:বাহিনী সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব অত্র কার্যালয় পালন করে থাকে। এ কার্যালয় ৯ম থেকে ২০তম বেতন গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে যা তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

**(৭) উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম**

উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম অংশ হিসেবে এ কার্যালয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জিপি কর্পোরেট সিমের মাধ্যমে বাল্ক এসএমএস (SMS) চালু করা হয়েছে।

**(৮) ব্লু ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য)**

**(৯) নারী উন্নয়ন কার্যক্রম**

এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্ত:বাহিনী সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক মহিলা কোটা পূরণসহ মেধারভিত্তিতে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র কার্যালয় কর্তৃক নিয়োগ করা হয় যা নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে।

**(১০) প্রকাশনা**

এ কার্যালয় কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনে ১১,৫০০ সংখ্যক ডায়েরী মুদ্রণ এবং সেনা নির্দেশিকা/জেএসআই ও অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তিকাদী প্রকাশনা পূর্বক সরবরাহ করা হয়েছে।

**(১১) আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন**

এ কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোন আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়নি।

**(১২) ফোর্সেস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**

**(১৩) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন**

এ কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**(১৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল**

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**(১৫) জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন**

এ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজিত 'অফিস সহায়ক' এর একটি পদ স্থায়ী করা হয়েছে।

**(১৬) এসডিজি প্রযোজ্য নয়।**

**(১৭) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**

- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে সেনাবাহিনীর ১২ প্রকারের মোট ২২৬৫টি অফিস সরঞ্জামাদি এবং ৭ প্রকারের লেখসামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরে ইন্ডেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিসের মাধ্যমে এ কার্যালয় কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রায় ১৯০ প্রকারের ২,২৪,৬২,৬৩৫টি সেনাফরম মুদ্রণের নিমিত্ত তদারকির দায়িত্ব পালনসহ সেনা নির্দেশিকা ও জেএসআই এবং অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সেনা নির্দেশিকা/৪ ৮৮ মোতাবেক এ কার্যালয় কর্তৃক সিজিডিএফ, এসএফসি (ডিপি), এসএফসি (পূর্ত) এবং এফসি (বিবিধ) কার্যালয়ের জন্য লেখসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় এ কার্যালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ৩,০৩,২৮,৬৫৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

# মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস)

১। ভূমিকা

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) একটি প্রাচীন ও স্বনামধন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। স্বল্পতম সময়ে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ন্যূনতম ব্যয়ে ভৌত ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেগুলোর যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ঐ সকল স্থাপনায় সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ কাজে নিয়োজিত থাকে। এছাড়াও সারা দেশব্যাপী সেনানিবাস/ঘাঁটি সমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ সহ দৈনন্দিন জরুরী সেবাও এমইএস প্রদান করে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকেই অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে অসংখ্য পূর্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত থেকে এমইএস সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এই আস্থা ও বিশ্বস্ততার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে জাতীয় গুরুত্ববহনকারী বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প এমইএস এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে পূর্ত পরিদপ্তর সহ এমইএস এর স্থায়ী ৪৮ টি এবং এডহক ১৫ টি সর্বমোট ৬৩ টি ফরমেশন সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে আসছে। পূর্ত পরিদপ্তর, ই ইন সি'র শাখা, মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে।

২। ভৌত ও অবকাঠামো

ক। <u>**উন্নয়ন প্রকল্প-**</u> রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রধান প্রকৌশলী (ই ইন সি'র শাখা) খাতে সেনাসদর, ই ইন সি'র শাখা, পূর্ত পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের তালিকাঃ

(১) মোট ২২৪৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে, মুজিব ব্যাটারী কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আর্টিলারির উপর আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ এবং এ বিষয়ে আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করতঃ মেধাবী সৈনিক তৈরী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

একাডেমিক বিল্ডিং

এমওকিউ

ডাইনিং হল

বিওকিউ

(২) ১৬২৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'এনডিসি এর বিদ্যমান সি/ডি টাইপ বাসস্থানের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা দানের পাশাপাশি তাদের আবাসিক সুবিধাদির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যমান সি/ডি টাইপ বাসস্থানের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

(৩) মোট ৪৭৮০৪.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বিদ্যমান ক্যাডেট কলেজসমূহের অফিস, আবাসিক ও অন্যান্য ভবনসমূহের ঘাটতি পূরণ হয়েছে।

২য় শ্রেণির অফিসার্স বাসস্থান

ক্যাডেট হাউজ

১ম শ্রেণির অফিসার্স বাসস্থান

ভিপি/এডজুটেন্ট/এ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদের বাসস্থান

(৪) মোট ১৩২০৩৭.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ জুন ২০২৪ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু এলাকার নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড মাওয়া-জাজিরা এলাকায় অবস্থান করবে।

ব্রিগেড সদর দপ্তর অফিস

সি/ডি/ই টাইপ অফিসার্স বাসস্থান

ওআর'স বাসস্থান

ফলোয়ার্স কোয়ার্টার

(৫) মোট ২০৩০০৯.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস বরিশাল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২৩ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সেনানিবাসসহ প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

'বি' টাইপ বাসস্থান

ফ্লাগ স্টাফ হাউজ

'সি/ডি' টাইপ বাসস্থান

সিএমএইচ

(৬) মোট ১০৮০৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বানৌজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পায়রা সমুদ্র বন্দরসহ গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজ, ফিসিং ট্রলার ও বোট এবং ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত অন্যান্য মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করা সহজতর হবে।

অফিসার্স মেস

'বি' টাইপ বিল্ডিং

সেইলর্স ফ্যামিলি কোয়ার্টার

৫০ শয্যা বিশিষ্ট সিএমএইচ

(৭) মোট ২১৯২৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিএএফ ঘাঁটি জহুরুল হক, চট্টগ্রামে বিমানসেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৫ সময়ে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যদের পেশাগত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনসহ বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

একাডেমিক বিল্ডিং

ডরমিটরি বিল্ডিং

(৮) ১৫৮৬০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'মিরপুর সেনানিবাসে ডিএসসিএসসি'র জন্য অফিসার্স মেস ও বিওকিউ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মার্চ ২০২৪ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ডিএসসিএসসি এর দেশি-বিদেশি ছাত্র অফিসারদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো তৈরি হবে। ফলে সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ/শিক্ষা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধাদির সৃষ্টি হবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য চৌকষ ও আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গঠনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহতভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

অফিসার্স মেস ও বিওকিউ

অফিসার্স মেস ও বিওকিউ

(৯) ৯৮৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'ঢাকা সেনানিবাসে এমইএস (মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস) এর ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এমইএস এর অফিস, আবাসন ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোসমূহের ঘাটতি পূরণ হবে।

ফাউন্ডেশনে মাটিকাটা (আবাসিক ভবন)

ফাউন্ডেশনে মাটিকাটা (আবাসিক ভবন)

(১০) ৬৯৯৯৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'মোংলা কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট (কমফ্লোট ওয়েস্ট) এর অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা সমুদ্র বন্দরসহ গভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজ, ফিসিং ট্রলার ও বোট এবয় ব্লু-ইকনোমিক সংক্রান্ত অন্যান্য মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করা সহজতর হবে।

ওভারহেড ক্রেন সুবিধাসহ ওয়ার্কশপ

এমইএস অফিস ভবন

মাল্টিপারপাস ভবন

সি/ডি টাইপ ভবন

(১১) ২৬৩৮৩.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ (ত্রিশাল) মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ মার্চ ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তরল দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং তরল দুগ্ধ, ঘি, ক্রীম, বাটার ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা খাত হতে বেতনভূক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন সর্বোপরি গুড়োদুধ আমদানী হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং জিডিপি'তে অবদান রাখবে।

মডার্ণ গাভীর শেড

মর্ডাণ মেটারনিটি-কাম কাফ শেড

মডার্ণ মেটারনিটি কাম-কাফ শেড

মডার্ণ মেটারনিটি কাম-কাফ শেড

(১২) ৪৫৮৫.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "তেজগাঁওস্থ বাবিবা ঘাঁটি বাশারস্থ 'কম্যান্ড এন্ড স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট'কে বাবিবা ঘাঁটি কক্সবাজারে স্থানান্তর" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসে সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সামরিক ও অসামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতা, যোগ্যতা ও উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধি করে একজন পেশাগত ও যুগোপযোগী কম্যান্ডার হিসেবে গড়ে তোলাসহ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(১৩) ৪৮৬৯.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাবিবা ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুর এলাকায় এডিসিসি নর্থ স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাডার সিস্টেমকে আধুনিকায়ন এবং তিন বাহিনীর মাঝে যোগাযোগ তথা তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল হওয়াসহ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।

**(খ) রাজস্ব প্রকল্প ঃ**

(১) ঢাকাস্থ তেজগাঁও বিএএফ বেস বাশারে সৌদি কলোনী এলাকায় আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ পিটি-৩১০ (এয়ারম্যান টাইপ কোয়ার্টার) এর ৩য় তলার (৫ তলা ভিত) উপর **১ × ৪** এয়ারম্যান টাইপ কোয়ার্টার ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণ কাজটি মোট **১০৬.০০** লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নের ফলে এমইএস কর্মচারীদের ০৪ টি পারিবারিক বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছে।

(২) বিএএফ স্টেশন শমশেরনগরে এমইএস স্টাফদের জন্য আনুষংগিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ বিদ্যমান এমইএস ব্যারাক ইমারত নং পিটি-২১ (৫ তলার ভিত) এর ২য় তলার উপর (১×২০ জনের এসএম ব্যারাক) ৩য় তলা নির্মাণ কাজটি মোট ৭৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নের ফলে এমইএস কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছে।

(৩) বা বি বা ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরে এমইএস কর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ কাজ ও আসবাবপত্রসহ বিদ্যমান ইমারত নং ৩৯ (জেসিও'স কোয়ার্টার) এর ২য় তলার উপর ৩য় তলা নির্মাণ কাজটি মোট ৫৪.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নের ফলে এমইএস কর্মচারীদের পারিবারিক বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছে।

(৪) বা বি বা ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু কুর্মিটোলায় ইমারত নং পি/৬২ (এমইএস আইবি) এর নবায়ন/পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করণ কাজটি মোট ৮১.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নের ফলে এমইএস কর্মকর্তাদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য আবাসিক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

(৫) ঢাকা সেনানিবাসে শহীদ মান্নান লাইন এলাকায় বিদ্যমান ইমারত নং-৯৩ (১×১০ 'ই' টাইপ অফিসার্স পারিবারিক বাসস্থান) এর নবায়ন/পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করণ কাজটি মোট ৪৯.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ সম্পন্নের ফলে 'ই' টাইপ অফিসার্স পারিবারিক বাসস্থানে বসবাসরত অফিসারগণের বর্তমানে সময়োপযোগী চাহিদা পূরণ হয়েছে।

(৬) ঢাকা সেনানিবাসস্থ ইইনসি'জ কমপ্লেক্স এলাকায় আনুষংগিক কাজসহ ১×৪০০×২০০ এমএম ডায়া গভীর নলকূপ স্থাপন করণ কাজটি মোট ১১৭.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটি বাস্তবায়নের ফলে ইইনসি'জ কমপ্লেক্সে বসবাসরত এমইএস কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসস্থানে চাহিদাকৃত পানি সরবরাহের ঘাটতি পূরণ হয়েছে।

(৭) ঢাকা সেনানিবাসে ই ইন সি'জ কমপ্লেক্স এলাকায় বিদ্যমান ইমারত নং ৫৮৭ ও ৫৯৬ (২×৮ 'ডি' টাইপ অফিসার্স পারিবারিক বাসস্থান) নবায়ন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করণ কাজটি মোট ৫৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নের ফলে 'ডি' টাইপ অফিসার্স পারিবারিক বাসস্থানে বসবাসরত অফিসার বর্তমানে সময়োপযোগী চাহিদা পূরণ হয়েছে।

৩। **সংগঠন ও ক্রয়**

ক। এমইএস এর সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ ও সময়োপযোগী করণের লক্ষ্যে পূর্ত পরিদপ্তর, এমইএস সেনা, এমইএস নৌ, এমইএস বিমান ও এমইএস ট্রেনিং সেল এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নবর্ণিতভাবে প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

| ক্রমিক | পরিদপ্তর | বিদ্যমান জনবল | প্রস্তাবিত জনবল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| (১) | পূর্ত পরিদপ্তর | ৮১ | ১০১ | |
| (২) | পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (সেনা) | ১৬৯০ | ২৪০৭ | |
| (৩) | পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (নৌ) | ২৪৪ | ৩৭০ | |
| (৪) | পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (বিমান) | ৩৫২ | ৬২১ | |
| (৫) | এমইএস ট্রেনিং স্কুল | - | ৫৭ | |
| | সর্বমোট = | ২৩৬৭ | ৩৫৫৬ | |

৪। **মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ**

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর আধুনিকায়নে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল একান্ত আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে এমইএস-এ কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ হতে এডহক ভিত্তিতে এমইএস ট্রেনিং সেল এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এমইএস ট্রেনিং সেলের মাধ্যমে ৪৪৩ জন অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা**

এমইএস হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতাধীনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ওকেপি-৯ (কুয়েত মিশন)-এ ৫৬ জন, ওকেপি-১১ (কুয়েত মিশন)-এ ১৩ জন, এসটিএমকে (কুয়েত মিশন)-এ ২৩ জন এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে ৯৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সুদান (দারফুর), সুদান (আনমিস), কঙ্গো-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬। **কল্যাণমূলক কার্যক্রম**

ক। **বিবেচ্য অর্থ বছরে কল্যাণ তহবিল হতে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ:** কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল হতে নির্ধারিত হারে কর্তনকৃত চাঁদার মাধ্যমে এমইএস কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

- মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন সাহায্য প্রদানঃ ২১ জনকে ১,১৪,৬০,০০০/- টাকা
- ক্যাজুয়েল হিসেবে চাকুরী সমাপ্ত করায় এককালীন সাহায্য প্রদানঃ ৬৫ জনকে ২,৯৫,৫৩,৬০০/- টাকা।
- স্বাভাবিক অবসর গ্রহনকারীদের এককালীন সাহায্য প্রদানঃ ৯৫ জনকে ৯৬,৬৯,৬০০/- টাকা।
- মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের এককালীন বৃত্তি প্রদানঃ ১৩১ জনকে ৭,৩৫,৬০০/- টাকা।

খ। **বিবেচ্য অর্থ বছরে স্বাস্থ্যবীমা তহবিল হতে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ:** কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে কর্তনকৃত চাঁদা হতে এমইএস স্বাস্থ্যবীমা তহবিল গঠন করা হয়েছে।

- দেশে চিকিৎসার জন্য এককালীন সাহায্য প্রদানঃ ০৬ জনকে ৬,৬৫,৭০০/-টাকা
- বিদেশে চিকিৎসার জন্য এককালীন সাহায্য প্রদানঃ ০১ জনকে ২,৫০,০০০/-টাকা

৭। **তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন**

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৮। **উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম**

সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৯। **ব্লু ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য)**

প্রযোজ্য নয়।

১০। **নারী উন্নয়ন কার্যক্রম**

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) এর ১৩ হতে ২০ তম গ্রেডে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মোতাবেক মহিলা কোটায় নিয়োগ প্রদান করা হয়, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১১। **প্রকাশনা**

২০২২-২৩ অর্থ বছরে এমইএস এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা নেই।

১২। **আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন**

২০২২-২৩ অর্থ বছরে এমইএস অভ্যন্তরীণ নীতিমালার মধ্যে বদলী নীতিমালা-২০২২, কল্যাণ তহবিল নীতিমালা-২০২০ এবং ইউএন মিশন নীতিমালা-২০২২ সংশোধন করা হয়েছে।

১৩। **ফোর্সেস গোল-২০৩০ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**

ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর অধীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোর নিম্ন সংগঠন হিসেবে এমইএস (সেনা) এর ২২৪১ জন জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন**

ক্রোড়পত্র-'খ' আকারে সংযুক্ত করা হলো।

১৫।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথ ভাবে পরিপালন করা হয়েছে।

১৬।	জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

ক।	মোট ২২৪৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'চট্টগ্রাম আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুলে, মুজিব ব্যাটারী কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদকালে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আর্টিলারির উপর আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ এবং এ বিষয়ে আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করতঃ মেধাবী সৈনিক তৈরী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

একাডেমিক বিল্ডিং

এমওকিউ

ডাইনিং হল

বিওকিউ

খ।	১৬২৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'এনডিসি এর বিদ্যমান সি/ডি টাইপ বাসস্থানের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা দানের পাশাপাশি তাদের আবাসিক সুবিধাদির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যমান সি/ডি টাইপ বাসস্থানের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ

গ।  মোট ৪৭৮০৪.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বিদ্যমান ১২টি ক্যাডেট কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে বিদ্যমান ক্যাডেট কলেজসমূহের অফিস, আবাসিক ও অন্যান্য ভবনসমূহের ঘাটতি পূরণ হয়েছে।

২য় শ্রেণির অফিসার্স বাসস্থান

ক্যাডেট হাউজ

১ম শ্রেণির অফিসার্স বাসস্থান

ভিপি/এডজুটেন্ট/এ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদের বাসস্থান

১৭। এসডিজি

এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৮। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

প্রযোজ্য নয়।

১৩।   বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

**বাস্তবায়ন কাল ঃ জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩**

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম | সূচক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্র (অসাধারণ) | একক | ১ম ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ২য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (১ম+২য়) | ৩য় ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অগ্রগতি | অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি (৩য়+৪র্থ) | বার্ষিক অগ্রগতি | দাবীকৃত নম্বর | প্রদত্ত প্রমাণক |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অবকাঠামো উন্নয়ন | ২৫ | সমাপ্ততকৃত প্রকল্প (উন্নয়ন)- ০২টি | সমাপ্ততকৃত প্রকল্প (উন্নয়ন) | ০৮ | ১০০ | % | ৮৮.৫০ | ৮.৫০ | ৯৭ | - | ৩ | ৩ | ১০০ | ৮ | |
| | | সমাপ্ততকৃত প্রকল্প (রাজস্ব)- ০৮টি | সমাপ্ততকৃত প্রকল্প (রাজস্ব) | ০৭ | ১০০ | % | ৫০ | ৩৮ | ৮৮ | ৯ | ৩ | ১২ | ১০০ | ৭ | |
| | | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প (উন্নয়ন)-০৯টি | বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প (উন্নয়ন) | ০৫ | ৫০ | % | ৪১.৫০ | ৪.৫০ | ৪৬ | ২ | ২ | ৪ | ৫০ | ৫ | |
| | | বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প (রাজস্ব)- ০৭টি | বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প (রাজস্ব) | ০৫ | ৭৫ | % | ৩৬ | ৩০ | ৬৬ | ১৪ | ৬ | ২০ | ৮৬ | ৫ | |
| রাজস্ব সংগ্রহ | ১৫ | ল্যাবরেটরী টেস্ট হতে প্রাপ্ত আয় | আদায়কৃত অর্থ | ০৫ | ৫৩ | পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ২১.১৬ | - | ২১.১৬ | ২৫.০৯ | ৫.৮৫ | ৩০.৯৩ | ৫২.১০ | ৪.৯২ | |
| | | টেন্ডার বিক্রয় লব্ধ আয় | আদায়কৃত অর্থ | ০৫ | ১৮ | পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৯.৯৬ | ১৯.৬২ | ২৯.৫৮ | ৪.১২ | ৮.৮২ | ১২.৮২ | ৪২.৪০ | ৫ | |
| | | নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন হতে প্রাপ্ত আয় | আদায়কৃত অর্থ | ০৫ | ১২ | পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৩.১৬ | - | ৩.১৬ | - | - | - | ৩.১৬ | ১.৩২ | |
| জনবল নিয়োগ | ১০ | লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ | সমাপ্তকৃত | ০৫ | ৩০০ | সংখ্যা | ৩৫৩০ | - | ৩৫৩০ | - | - | - | ৩৫৩০ | ৫ | |
| | | লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ | সমাপ্তকৃত | ০৫ | ৩০০ | সংখ্যা | ৩৫৩০ | - | ৩৫৩০ | - | - | - | ৩৫৩০ | ৫ | |
| সাংগঠনিক কাঠামো | ১০ | সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ | সাংগঠনিক কাঠামো প্রেরণকৃত | ১০ | ৬০ | % | ১৫ | ১৫ | ৩০ | ১০ | - | ১০ | ৪০ | ৬.৬৭ | |
| পদোন্নতি | ১০ | শূন্য পদের অনুকূলে ঘাটতি পূরণ | শূন্য পদে ঘাটতি পূরণ | ১০ | ৬০ | % | ৫ | ২৭.৫০ | ৩২.৫০ | - | ৫.৮৩ | ৫.৮৩ | ৩৮.৩৩ | ৬.৩৯ | |

# আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর

| ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যাবলী | |
|---|---|
| ১.ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন | আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে পুরাতন লগ এরিয়া সদর দপ্তর থেকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অত্র পরিদপ্তরের স্থায়ী অফিস ভবনের জন্য স্থান নির্ধারণ ও অফিস ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। |
| ২.সাংগঠন ও ক্রয় | সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নতির সাথে সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের পরিধি বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং অনলাইন মিডিয়ার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির জনকের নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত আইএসপিআর পরিদপ্তর ৩৭ জন জনবল নিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে। পরে ১৯৮৩ সালে এর জনবল কমিয়ে ৩৩ জন করা হয়। বর্তমানে আইএসপিআর পরিদপ্তরের জনবল ৩৩ জন। এই সীমিত জনবল দিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রচার ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সুপারিশক্রমে আইএসপিআর পরিদপ্তরের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেলে পরিদপ্তরের কাজের মান ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে অত্র পরিদপ্তর পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকে। |
| ৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অত্র পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি অনুমোদিত হলে দেশের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের নতুন পদ সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। |
| ৪. আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা | প্রযোজ্য নহে |
| ৫. কল্যাণমূলক কার্যক্রম | প্রযোজ্য নহে |
| ৬. তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন | বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের লক্ষ্যে অত্র পরিদপ্তর তার সমস্ত কার্যক্রম ইমেইল ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। এছাড়াও পরিদপ্তরের নিজস্ব ফেইজবুক পেইজও রয়েছে। নতুন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সরঞ্জাম টিওএন্ডই বর্হিভূত রাখার কারণে অত্র পরিদপ্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। যা পূর্বে বিভিন্ন বাহিনী থেকে অনুদান হিসাবে গ্রহন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। তাছাড়া, নতুন নতুন আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংযুক্ত করে একটি আধুনিক ও মানসম্মত অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। |

| | |
|---|---|
| ৭. উদ্ভাবনী ও সেবাসহজ/বিরল বার্যক্রম | আইএসপিআর পরিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তি ও অন্যান্য আধুনিক মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে তার সেবাগৃহীতাদের মানসম্মত ও উন্নত সেবা প্রদান করে আসছে। |
| ৮. ব্লু ইকোনমি (নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য) | প্রযোজ্য নহে |
| ৯. নারী উন্নয়ন কার্যক্রম | প্রযোজ্য নহে |
| ১০. প্রকাশনা | প্রযোজ্য নহে |
| ১১. আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন | প্রযোজ্য নহে |
| ১২. ফোর্সেস গোল-২০৩০ | প্রযোজ্য নহে |
| ১৩.বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন | প্রযোজ্য নহে |
| ১৪.জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে এবং অন্যায় করলে শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। |
| ১৫.জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন | আইএসপিআর পরিদপ্তর সশস্ত্র বাহিনীর প্রচার ও জনসংযোগের কাজ করে থাকে। জুলাই-২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রচারণার সংখ্যা ৩৯০টি, সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ৪৬৭টি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ১৫৮৯টি। |
| ১৬.এসডিজি | প্রযোজ্য নহে |
| ১৭.অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম | • আইএসপিআর যেকোন সংকট মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকে। যেকোন জাতীয় প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়ন করা হলে এসংক্রান্ত জাতীয় তথ্য আইএসপিআর বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে জানায়।<br>• আইএসপিআর এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাদক জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস থেকে দূরে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া এসংক্রান্ত যেকোন প্রাসঙ্গিক তথ্য গণমাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে জানানো হয়।<br>• আইএসপিআর সর্বদা সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কৃচ্ছতা সাধনের বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে।<br>• অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে আইএসপিআরের বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী যন্ত্র সংগ্রহপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহনের পর ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ এর মাধ্যমে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন (২৭-০৪-২০২৩)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহনের পর ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা স্বরুপ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন (২৭-০৪-২০২৩)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার (২৮-০২-২০২৩) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় নবনির্মিত 'বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ সেনানিবাস' এর শুভ উদ্বোধন করেন। ছবি: আইএসপিআর।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সোমবার (৩০-১-২০২৩) পার্বত্য জেলাসমূহে বাস্তবায়িত ০৯টি সীমান্ত সড়ক প্রকল্পের মধ্যে রাজস্থলী-সাইচল অংশের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন । ছবি: আইএসপিআর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমতিক্রমে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল সোমবার (২০-০৩-২০২৩) কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার পেকুয়ায় নবনির্মিত সাবমেরিন ঘাঁটি **'বানৌজা শেখ হাসিনা'** এর কমিশনিং অনুষ্ঠানে অধিনায়ক কমডোর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান এর হাতে কমিশনিং ফরমান হস্তান্তর করেন। ছবি: আইএসপিআর

নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি নৌসদরে এসে পৌঁছালে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় তিনি সালাম গ্রহণ ও গার্ড পরিদর্শন করেন। ছবি: আইএসপিআর

নবনিযুক্ত নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি মঙ্গলবার (২৫-০৭-২০২৩) ঢাকা সেনানিবাসস্থ শিখা অনির্বাণে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। ছবি: আইএসপিআর

বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান (Air Chief Marshal Shaikh Abdul Hannan) বুধবার (১৪-০৬-২০২৩) যশোরে অবস্থিত বিমান বাহিনী একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বিমান বাহিনীর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ (গ্রীষ্মকালীন)-২০২৩ অনুষ্ঠানে প্যারেড পরিদর্শন করেন। ছবি: আইএসপিআর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার (২৪-১১-২০২২) যশোরে অবস্থিত বিমান বাহিনী একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০২২ এর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। ছবি: আইএসপিআর।

# গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গোপন যোগাযোগ নিরাপত্তার মাধ্যম সাইফার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল দপ্তর। এ দপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ডিজিএফআই, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কোস্টগার্ড, এনএসআই, পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স, জেলা পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারের মত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অসামরিক সংস্থাসমূহের গোপন যোগাযোগ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সাইফার দলিলাদি মুদ্রণ, গুপ্তি-উপকরণ ও এ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি উৎপাদন/প্রস্তুত করে সাইফার পদ্ধতি ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহে সরবরাহ করাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

**২। ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন:**

গতিশীল ও ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রয়াস হিসেবে ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সমগ্র দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ Computer ও Electronic Device এর আপগ্রেডকরণ ও মেরামত করা হয়েছে। এ সময়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

**৩। সংগঠন ও মানবসম্পদ:**

**৩.১ সংগঠন:** এ দপ্তরের কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র ও পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংগঠনিক কাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার যৌক্তিক সামঞ্জস্যকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমতক্ষেত্রে, সংশিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মপ্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত দপ্তরের সর্বশেষ নিয়োগ বিধি অনুযায়ী নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রমে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ICT Cell অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**৩.২ মানবসম্পদ (শূণ্যপদ পূরণ ও পদোন্নতি):** ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ দপ্তরের শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সূচিত হয়েছে। পরিচালক-এর শূন্যপদে পদোন্নতির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

**৩.৩ নূতন সরঞ্জাম সংগ্রহ ও স্থাপন:** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কম্পিউটার সরঞ্জাম, মুদ্রণ যন্ত্র, ডিহিউমিডিফাইয়ার এবং বিভিন্ন ধরনের আধুনিক আসবাব পত্র সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

**৩.৪ প্রশিক্ষণ:** গোপন যোগাযোগের মাধ্যমকে নিরাপদ রাখার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। সাইফার ব্যবহারকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট জনবলকে সাইফার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের মৌলিক কার্যক্রমের অংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সাইফার ব্যবহারকারি সংস্থা সমূহের মধ্যে বিজিবি ও কোস্টগার্ড এর ক্রিপ্টোগ্রাফারদের জন্য ৬(ছয়) টি সাইফার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও দপ্তরে কম্পিউটার, নিরাপত্তা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে আরও ২১টি (একুশ)টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং ৭(সাত)টি বহিস্থ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দকে প্রেরণ করা হয়।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর সদস্যবৃন্দের সাইফার প্রশিক্ষণ

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত কোস্টগার্ড-এর সদস্যবৃন্দের প্রশিক্ষণ

এ দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে - প্রশাসন, তথ্য প্রযুক্তি এবং হিসাব-নীরিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

**৪। উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড:**

**৪.১ দলিলাদি উৎপাদন ও প্রকাশনা:** রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও কল্যাণের সঙ্গে নিরাপত্তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা বিধানে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গোপন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলিলাদির ভূমিকা অপরিসীম। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক সাইফার পদ্ধতি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যেমন  সেনাবাহিনী, নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিবি ও কোস্ট গার্ড কর্তৃপক্ষকে সর্বমোট ৭৭৩ (সাতশত তিয়াত্তর) কপি দলিল সরবরাহ করা হয়েছে।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী-কে দলিল হস্তান্তর

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-কে দলিল হস্তান্তর

**৪.২ পরিদর্শন:** গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কাঙ্খিতমান বজায় রাখার জন্য পরিদর্শন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের অন্যতম মৌলিক কাজ। গুপ্তিকেন্দ্রসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিদর্শন তথা তত্ত্বাবধায়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে যথাযথ মান নিশ্চিত করা হয়। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর জেলা পর্যায়ের  জেলা প্রশাসকের অধীন গুপ্তিকেন্দ্র ও  পুলিশ সুপারের অধীন গুপ্তিকেন্দ্রসহ মোট ১১(এগার)টি গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শণপূর্বক মূল্যায়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক জেলা প্রশাসক, বান্দরবান-এর গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক জেলা পুলিশ সুপার, বান্দরবান-এর গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন

**৫। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:**

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে এ দপ্তর বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টিকে সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। বিবেচ্য অর্থবছরে এ দপ্তরের বিভিন্ন কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় আপগ্রেডকরণ ও মেরামত করা হয়। এ দপ্তরের ওয়েবসাইটের নিয়মিত উন্নয়ন ও আপগ্রেডেশন করা হয়।

**৬। আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা:**
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন দূতাবাস ও মিশনসমূহ গোপন যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক উৎপাদিত দলিলাদি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং এ দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রমের আওতায় এ সম্পর্কিত অধিকতর উন্নয়নের বিষয়গুলো চিহ্নিত করণ করা হয়েছে।

**৭। অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:**
**৭.১ শুদ্ধাচার, ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কার্যক্রম:** গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ইনোভেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। এ সম্পর্কিত বিষয়ে যথানিয়মে সভা আয়োজিত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিয়মিতভাবে বাস্তবায়িত হয়। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট। ইতোমধ্যে **১৯** (উনিশ)টি ইনোভেশন ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সেগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৩ (তিন) জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল ও ইনোভেশন কর্মকাণ্ডের আওতায় দাপ্তরিক কার্যক্রমের যে সব ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতির সুযোগ রয়েছে এবং  সেবা মানোন্নয়ন ও সহজিকরনের সুযোগ রয়েছে তা নিয়মিত চিহ্নিত করা হয়।

**৭.৩ নারী উন্নয়ন:** নারী কর্মচারীবৃন্দ গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এ দপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নারী কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের নারী কর্মচারীদের অধিকার রক্ষা ও বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে দপ্তরের সকল নারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম গঠিত হয়েছে।

**৭.৪ ই-জিপি ও ই-ফাইলিং:** ই-জিপি ও ই-ফাইলিং কার্যক্রমকে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। এ সম্পর্কিত কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তরের বাইরে ও অভ্যন্তরে আরও প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তাদের জন্য সরকারি ই-মেইল গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

**৮.  বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন:** গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সমস্ত কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিম্নরূপে বিবৃত হলো–

ক) চাহিদা ও মেয়াদ অনুযায়ী সামরিক সংস্থাসমূহের জন্য সাইফার ডক্যুমেন্ট/উপকরণ প্রস্তুতকরে ৬৫১(ছয়শত একান্ন)কপি দলিল সরবরাহ করা হয়েছে।

খ) চাহিদা ও মেয়াদ অনুযায়ী আধা-সামরিক ও অসামরিক সংস্থাসমূহের জন্য সাইফার ডক্যুমেন্ট/উপকরণ প্রস্তুতকরে **১২২**(একশত বাইশ)কপি দলিল সরবরাহ করা হয়েছে।

গ) সাইফার ও কম্পিউটার বিষয়ক **১০**(দশ)টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) প্রশাসন ও নিরাপত্তা বিষয়ক ৯(নয়)টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) প্রয়োজনানুযায়ী **১১**(এগারো)টি গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।

**অর্জিত সাফল্য:**
রাষ্ট্রের শান্তি, কল্যাণ ও উন্নয়নের সংগে নিরাপত্তা বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে সম্পর্কিত। সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ ও নিশ্ছিদ্র গোপন যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরাপদ, অটুট ও গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ দপ্তরের দলিল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যথাযথ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সেবাদান প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠু সহজতর ও গতিশীল করার বিষয়ে সদা সচেষ্ট।

# এম ও ডি সি

১। ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

ক। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা ব্যয়ে এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর একটি বিবাহিত ওআর'স পারিবারিক বাসস্থান (১৫ তলার ভিতসহ ৬তলা) নির্মাণ ৩য় পর্যায়ের কাজ করা হচ্ছে।

খ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা ব্যয়ে এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর জন্য একটি কম্পোজিট এসএম ব্যারাক (৮ম তলার ভিতসহ ৮ম তলা) নির্মাণ ৩য় পর্যায়ের কাজ করা হচ্ছে।

গ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১,৯৭,৪৯,০০০.০০ (এক কোটি সাতানব্বই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয়ে এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর আনুষঙ্গিক কাজসহ ০১x সুইমিং পুল নির্মাণ ২য় পর্যায়ের কাজ করা হচ্ছে।

২। সংগঠন ও ক্রয়। এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য পোষাক সামগ্রী এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় বাবদ ১,৯৯,৯৩,৭৪০.০০ (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা ব্যয় হয়।

৩। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ।

ক। শূন্যপদ পূরণ : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোন শূন্য পদ পূরণ করা হয় নাই।

খ। পদোন্নতি প্রদান : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এ অনুষ্ঠিত পদোন্নতি পর্ষদ কর্তৃক শূন্য আসনের বিপরীতে ২২০ (দুইশত বিশ) জন এমওডিসি'র সামরিক সদস্যদের'কে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

গ। প্রশিক্ষণ : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস কর্তৃক এমওডিসি'র ২০৯ (দুইশত নয়) জন সদস্য'কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪। তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন।

ক। ওয়েব সাইট চালু করণ : এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর অধীনে নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। বর্তমানের এমওডিসি সেন্টার এন্ড রেকর্ডস কর্তৃক সকল প্রকার নিয়োগ এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি উক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

খ। রেকর্ডস ডাটা অটোমেশন সফটওয়্যার চালু করণ এবং কিউআর কোড সম্বলিত আইডি কার্ড প্রদান : এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর জেসিও/ওআর'স এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গের চাকুরি সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যাবলী সংরক্ষণ করার জন্য নিজস্ব রেকর্ডস ডাটা অটোমেশন সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে এবং এমওডিসি সৈনিকদের কিউআর কোড সম্বলিত আইডি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

গ। ই-রিক্রুটিং : এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিক ও স্বচ্ছতার সাথে অনলাইন এর মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে সম্পাদনের লক্ষ্যে ই-রিক্রুটিং কার্যক্রম করা হচ্ছে।

৫। উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম।

ক। সিসিটিভি ক্যামেরা এর মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার : এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

খ। তথ্য বাতায়নে সেবা বক্স হালনাগাদ : এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর ওয়বেসাইটের তথ্য বাতায়নে সেবা বক্স হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৬। আইন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন/সংশোধন। গত ০৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সংগে মত বিনিময় কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমওডিসিসহ সকল দপ্তর/সংস্থার পুরানো আইনগুলো নতুন ভাবে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশনা জ্ঞাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক এমওডিসি'র জন্য বাংলায় একটি স্বতন্ত্র ও যুগোপযোগী রেগুলেশন্স প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। গত ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ১২০০ ঘটিকায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য নৈতিকতা কমিটির সভার আয়োজন এবং পেশাগত দক্ষতা ও শুদ্ধাচারের সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন করা হয় এবং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গদের নগদ অর্থ, সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

**<u>এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এর ছবি</u>**

১।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর ওআর'স পারিবারিক বাসস্থান (১৫ তলার ভিতসহ ৬তলা) এর ৩য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ চলমান

২।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর এসএম ব্যারাক (৮ম তলার ভিতসহ ৮ম তলা) এর ৩য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ চলমান

৩।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস ১×সুইমিং পুল নির্মাণ এর ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ চলমান

৪।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর পদোন্নতি প্রাপ্তদের'কে
র‌্যাংক ব্যাজ পরিধান

৫।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর পদোন্নতি ক্যাডার প্রশিক্ষণ ক্লাস

৬।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর মানবসম্পদ উন্নয়ন এ ফায়ারিং প্রশিক্ষণ

৭।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর মানবসম্পদ উন্নয়ন এ প্রশিক্ষণ

৮।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সভা

৯।

এমওডিসি সদর দপ্তর ও সেন্টার এন্ড রেকর্ডস এর জাতীয় শুদ্ধাচার
কৌশল পুরস্কার প্রদান

# বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায়

(১) <u>ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন</u> ঃ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিওএফ এ উৎপাদিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য স্টোর বিল্ডিং এবং স্পর্শকাতর বিস্ফোরক দ্রব্যাদি মজুদের জন্য এক্সপ্লোসিভ বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

স্টোর বিল্ডিং

এক্সপ্লোসিভ স্টোর বিল্ডিং

(২) <u>সংগঠন ও ক্রয়</u> ঃ ২০১০ সালে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিওএফ এর মোট জনবল ২,১৩৬ জন। বর্তমানে কর্মরত ১৭৮৮ জন। ফোর্সেস গোল-২০৩০ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিওএফ এর আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিওএফ এর কর্মরত কর্মকর্তা, কারিগর ও স্টাফদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি নতুন নিয়োগের মাধ্যমেও ঘাটতি জনবল পূরণ করা হচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণির ১ জন কর্মকর্তা, ২য় শ্রেণির ২ জন কর্মকর্তা এবং ৩য় শ্রেণির ১৩০ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৩৩ জনকে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) <u>মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ</u> ঃ বিওএফ কর্তৃক কর্মকতা, কর্মচারী ও কারিগরদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের বিষয় | প্রশিক্ষণ সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | স্থানীয় প্রশিক্ষণ | রিফ্রেশার টেকনিক্যাল ট্রেনিং, মাস্টার টেকনিশিয়ান হতে উপ সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ | ৫টি | ২৪৬৫ জন |
| ২। | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | Barrel Cold Forging Machine with Robotic Hand with All Standard and Additional Accessories, Qty: 1 No | ১টি | ২ জন |
| ৩। | বহিঃসংস্থা প্রশিক্ষণ | ১০৭ তম জুনিয়র সিকিউরিটি কোর্স ২০২২, অফিস ব্যবস্থাপনা ২৬তম ব্যাচ, ১০৮ তম জুনিয়র সিকিউরিটি কোর্স ২০২৩, Data analytics and data driven decision making in office, ইলেকিট্রক্যাল মেইটেন্যান্স, ওয়েল্ডিং, ক্লাউড বেসড সিএনসি মেশিনিং সেন্টার অপারেশন, কম্পিউটার এইডেড ইঞ্জিনিয়ারিং, নন ক্যাডার কর্মকর্তাদের দু'মাস মেয়াদি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ | ৯টি | ২৭ জন |
| ৪। | নবনিযুক্ত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ | নিয়োগ পরবর্তী বিভিন্ন পদে যোগদানকৃত কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ | ৭টি | ১৪৩ জন |
| | | মোট= | ২২টি | ২৬৩৭ জন |

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

(৪) <u>আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা</u> ঃ বিওএফ কেপিআইভুক্ত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিওএফ এর সাথে সরাসরি কোন আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা নেই।

(৫) <u>কল্যাণমূলক কার্যক্রম</u> ঃ বিওএফ কর্তৃক নানা ধরণের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। চলতি বছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বৃক্ষ রোপন অভিযানের অংশ হিসেবে ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে ৩৯০ টি এবং ৮ জুন ২০২৩ তারিখে মোট ৫৩০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে সচেতনতার লক্ষ্যে বিওএফ আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের মাঝে লিফলেট বিতরণ ও ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ডেঙ্গু প্রতিরোধে লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা হয়েছে।

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে বিওএফ আবাসিক এলাকায় লিফলেট বিতরণ।

বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে বিওএফ আবাসিক এলাকার বিভিন্ন স্থানে পোস্টার স্থাপন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে লিফলেট বিতরণ

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী- ২০২৩

(৬) **<u>তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন</u>** ঃ বিওএফ কর্তৃক কর্মকতা, কর্মচারী ও কারিগরদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

ক। **<u>ইআরপি সফটওয়্যার অটোমেশন</u>** ঃ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার পরিচালনা, পরিকল্পনা, উৎপাদন, প্রশাসন ও দপ্তর সংক্রান্ত কার্যাবলীর অটোমেশন করার লক্ষ্যে Enterprise Resource Planning (ERP) ৭টি Phase এ সর্বমোট ২৮টি মডিউল Development ও Implementation প্রক্রিয়া চলমান। বিগত ২০২১-২২ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি Phase এ ১১টি মডিউল এর Development সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি Phase এ ৫টি মডিউল Development করা হয়েছে। আগামী ২০২৩-২৪ সালে পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো ৩টি Phase এর ১২টি মডিউল Development করা হবে। Web based ERP মডিউল ব্যবহারকারীগণ অটোমেশনের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

২। **<u>উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা</u>** ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ইন্টারনেট ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। সম্প্রচার মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, অডিও ভিডিও টেলিকনফারেন্স, অনলাইন শিক্ষা ইত্যাদি ব্যবহারকারীর দ্বার প্রান্তে পৌছানোর জন্য বিওএফ আইসিটি সেলে সার্ভার রুম এবং নিজস্ব ডিস্টিবিউশন নেটওয়্যার্কের মাধ্যমে ফ্যাক্টরী এলাকায় অফিশিয়াল ব্যবহারকারী এবং আবাসিক এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।

(৭) <u>উদ্ভাবনী ও সেবাসহজীকরণ কার্যক্রম</u>। বিওএফ এ আধুনিক ও বিশ্বমানের সমরাস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যেবিভিন্ন ধরনের গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের হালকা ও ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ, মর্টার, গ্রেনেড এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ ও কাঁচামাল তৈরীর উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

বম্ব এম এল ৮২ মিমি মর্টার (ডলফিন আকৃতি) ৮২ মিমি মর্টার

(৮) <u>নারী উন্নয়ন কার্যক্রম</u> ঃ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান প্রতিপালনে দুশ্চিন্তার অবসানের লক্ষ্যে ব্রেস্ট ফিডিং সুবিধাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

(৯) **প্রকাশনা** ঃ বিওএফ হতে সীমিত আকারে একটি অভ্যন্তরীণ ম্যাগাজিন-**"বিওএফ পরিক্রমা"** প্রকাশিত হয়। বিওএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে নানা তথ্য সহকারে ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা হয়।

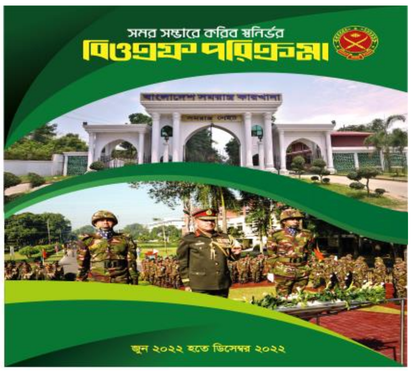

(১০) <u>আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন</u> : বিওএফ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র/বিধি অনুযায়ী বিওএফ পরিচালিত হয়। সরকারি আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনে বিওএফ এর সরাসরি ভূমিকা নেই। তবে সুষ্ঠুভাবে কারখানা পরিচালনার স্বার্থে বিওএফ কমান্ড্যান্ট ০৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালের গেজেটে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করে থাকেন। গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত যেসব নীতিমালা প্রণীত হয়েছে সেগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক। কর্মকর্তা পর্ষদ গঠন - ম্যাগাজিন সমূহের এসওপি প্রণয়ন সংশোধনী।

খ। বিওএফ এর পোষাক পরিধান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনী।

(১১) <u>ফোর্সেস গোল ২০৩০</u> ঃ সেনাবাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী বিওএফ এর আধুনিকায়ন তথা সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যবহৃত যুগোপযোগী অস্ত্র উৎপাদন, ক্ষুদ্রাস্ত্র ও গোলাবারুদে স্বনির্ভরতা অর্জন, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র উৎপাদনসহ ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) এর আধুনিকায়ন, স্বনির্ভরতা এবং স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে ৩ ধাপে বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন অস্ত্র উৎপাদনের

প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, এছাড়া বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ২য় বিওএফ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।

(১২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন ঃ

ক। বিওএফ এর জন্য আইনগত পরামর্শ এবং চলমান মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত প্রথম ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চুক্তিভিত্তিক আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় । উক্ত নিয়োগের ধারাবাহকতায় আইনজীবী সৈয়দ খালেকুজ্জমানকে ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ১ (এক) বছর সময়কাল মামলা পরিচালনার জন্য বিওএফ এর আইন উপদেষ্টা হিসেবে (চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ নবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে (বাজেট কোড-৩২১১১০২) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাতে ২৮,০০,০০০ (আঠাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বিওএফ এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃক (বাজেট কোড- ৩২১১১০২) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাতে ২৮,০০,০০০ (আঠাশ লক্ষ) টাকা চুক্তি সম্পাদিত হয়। কার্য সম্পাদন শেষে চুক্তি অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, গাজীপুর ক্যান্টনমেন্টকে ৪ টি কোয়ার্টারে ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) টাকা করে সর্বমোট ২৮,০০,০০০ (আঠাশ লক্ষ) টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

(১৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ এর আলোকে বিওএফ এর কর্মচারীদেরকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্মচারীগণের সততা ও নৈতিকতা, শৃঙ্খলা, দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করতঃ গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ৩ জন সর্বমোট ৫ জন কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ প্রদানের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করেন। নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং ১ (এক) মাসের মূলবেতনের সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(১৪) জুন/২০২৩ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ঃ

রি-রোলিং মিল স্থাপন। ০৫ জুন ২০২১ তারিখে স্থাপিত হয়, রাইফেলের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি তৈরির কাঁচামাল উৎপাদন করা হয়। গ্রেনেডের কাঁচামাল হিসাবে Cold Drawn Round Steel তৈরি করা হচ্ছে। বুলেটের Steel Core (Dia: 5.70 ± 0.06 mm) কাঁচামালটি বর্তমানে রি-রোলিং মিল এ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট স্টীল জাতীয় অন্যান্য কাঁচামাল এই রি-রোলিং মিলে উৎপাদন করা হবে।

১৫। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নের জন্য বিওএফ এ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

ক। এক্সপ্লোসিভ টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন ঃ ২০১৬ সালে এই ল্যাবরেটরী স্থাপন কার্য শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ইন্সটলেশন এবং ট্রায়াল রান শেষে সম্পূর্ন ল্যাবের কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

খ।	<u>আর্টিলারী শেল এবং কেস উৎপাদন লাইন স্থাপন</u> ঃ	২০২২ সালে এই লাইনটির স্থাপন কার্য শুরু হয়। জুলাই ২০২৪ সালে প্রকল্পটি বিওএফকে হস্তান্তর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

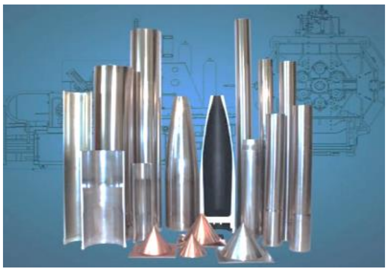

# বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

১। বরাত পত্রের চাহিদার প্রেক্ষিতে অত্র সংস্থা কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ প্রেরণ করা হলোঃ

ক। **বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের সাধারণ পরিচিতি।**

সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সদস্যদের কল্যাণার্থে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে 'সোলজারস, সেইলরস অ্যান্ড এয়ারম্যানস বোর্ড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংস্থা 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড' নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা বিএএসবি সদর দপ্তর বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট আর্মড সাভিসেস বোর্ড বা ডিএএসবি সমূহের মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ডিএএসবি অফিস এবং ৩১টি মেডিকেল ডিসপেনসারি চালু আছে। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ ও পুর্নবাসন, আর্থিক সাহায্য, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তদ্বীয় পরিবারবর্গকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান এবং সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের পেনশন প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

খ। **সংগঠন।**

(১) ২০২২-২৩ অর্থবছরে সচিব এর শুন্য পদে ০৯ জন কর্মকর্তা এবং ০৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) বিএএসবি'র নিয়োগবিধি সংশোধন ও পদনাম পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) বিএএসবি'র আইনী কাঠামো প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) অত্র সংস্থা ও অধীনস্থ জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড সমূহে চেইন অব কমান্ড, দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া, আন্তরিকতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিকভাবে কাজের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ভাল কাজ করলে পুরস্কার প্রদান ও অন্যায় করলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে প্রেষণা

গ। **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ।**

(১) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ০১টি করণিক (ইউডিএ) শুন্যপদ পুরণ করা হয়েছে এবং ০৩টি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক শুন্য জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।

ঘ। **<u>কল্যাণমুলক কার্যক্রম</u>**।

এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিএসিআর ফান্ড থেকে জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার টাকা মাত্র) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা করে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও তদ্বীয় পরিবারবর্গকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও একই ফান্ড হতে অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও তদ্বীয় পরিবারবর্গকে পূর্বাসনের জন্য সেলাই বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণসহ সর্বনিম্ন ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা করে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিচালক মহোদয় কর্তৃক বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

# আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ

১। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর জন্য সম্ভাবনাময় প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে সেনাসদরে আর্মি সিলেকশন বোর্ড (এএসবি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে সশস্ত্র বাহিনীর প্রার্থী নির্বাচনের জন্য আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে অত্র প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুনামের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সম্ভাবনাময় প্রার্থী নির্বাচন করে যাচ্ছে। সময়ের ব্যাপ্তিতে আইএসএসবি'তে নির্বাচনী কর্মকান্ডের গুনগত মান ও পদ্ধতিতে যথেষ্ট আধুনিকায়ন করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। নিম্নে আইএসএসবি এর জন্য প্রযোজ্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী তুলে ধরা হলোঃ

ক। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। সকল স্তরের সামরিক ও অসামারিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শারীরিক প্রশিক্ষণ, অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ, অগ্নিনির্বাপক মহড়া এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ক্লাস পরিচালনা করা হয়। তাছাড়াও সচেতনতামূলক সাইবার নিরাপত্তা এবং মিতব্যয়িতার বিষয়ে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও যোগ্যতা সম্পন্ন নির্বাচক মন্ডলী গঠনের লক্ষ্যে অত্র সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ০১টি ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কোর্স, ০১টি গ্রুপ টেস্টিং অফিসার কোর্স এবং ০১টি সাইকোলজিস্ট কোর্স পরিচালনা করা। উক্ত কোর্সসমূহ হতে যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ নির্বাচক নির্বাচন করা হয়। উলেণ্টখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিচালিত প্রত্যেকটি কোর্সে ০২ জন করে নেপাল সেনাবাহিনীর অফিসার অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খ। কল্যাণমূলক কার্যক্রম। অত্র সংস্থায় কর্মরত নিম্ন আয়ের অসামরিক কর্মচারীদের মাঝে অফিসিয়াল পোষাক, উপহার সামগ্রী (পাঞ্জাবী) এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। এছাড়াও নিম্ন আয়ের অসামরিক কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার নিমিত্তে আর্থিক সহযোগিতাসহ তাদের সন্তানগণ ভাল ফলাফল অর্জন করায় বৃত্তি প্রদান করা হয়।

গ। তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন।

| ক্র. | কার্যক্রম/কর্মসূচী |
|---|---|
| ১। | ওয়েবভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান। আইএসএসবি'র গৌরবজ্জ্বল কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা প্রার্থীদের সাথে যোগাযোগ স্হাপন করা। ইন্টারনেট ও মোবাইল ভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই যোগাযোগ স্হাপন করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থীরা বর্তমানে আইএসএসবি'র ওয়েবসাইটে তাদের কল-আপ লেটার পেয়ে থাকেন। একই সাথে আইএসএসবি'তে আগমনের পূর্বে প্রার্থীদের একটি বিস্তারিত বায়োডাটা পূরণ করতে হয়। প্রার্থীদের পূরণকৃত বায়োডাটা পরবর্তীতে সার্ভারে সেভ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকল নির্বাচক মন্ডলীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া আইএসএসবি সংক্রান্ত যেকোন নোটিশ এবং প্রার্থীদের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তরসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (issb-bd.org) আদান প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্ণিত ওয়েবসাইটটি অত্র সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। |
| ২। | ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুতকরণ। আইএসএসবি'র জন্মলগ্ন থেকে প্রতিটি নির্বাচিত প্রার্থীর জন্য বিভিন্ন ডকুমেন্টসহ একটি ডোশিয়ার প্রস্তুত করা হয়। এই ডোশিয়ারসমূহ সংরক্ষণ ও এর গোপনীয়তা রক্ষা করা আইএসএসবি'র জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল যা অটোমেশন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরীর কাজে সন্নিবেশিত করা হয়। বর্ণিত আর্কাইভটি অত্র সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও প্রয়োজনীয় সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। |
| ৩। | যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তা অভীক্ষায় "Computer Aided Test" এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করে প্রার্থীদের সঠিক বুদ্ধিমত্তা নির্বাচন যুগোপযোগী হয়েছে। |
| ৪। | প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে নতুন "Psychometrics Test" সংযোজনের লক্ষ্যে গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে। এতে করে প্রার্থীদের নেতৃত্বেও আরো সূচারুরূপে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। |

ঘ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সকল স্তরের সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করতে সম্ভাব্য সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এই কারণে বিভিন্ন নৈতিকতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতঃ বৃহত্তর পরিসরে পরিচালনার জন্য নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য অপরিহার্য। এ উপলক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অত্র সংস্থা কর্তৃক ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং শুদ্ধাচার সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করেছে।

ঙ। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

| ক্র. | কার্যক্রম/কর্মসূচী |
|---|---|
| ১। | বৃক্ষরোপন অভিযান। অত্র সংস্থার অভ্যন্তরে প্রধান সড়কের দুই পার্শ্বে, উন্মুক্ত ও পতিত স্থানে ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়। |
| ২। | সকল স্তরের সামরিক ও অসমারিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিবিধ কাজের প্রতিযোগিতার আয়োজনের মাধ্যমে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। |